যোগী।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

তর্কতত্ত্বপ্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীপ্রমথ নাথ মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং

পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৫৪ নং কলেজ্ ষ্ট্রীট।

১৮৮৬

যোগী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মোগলমারির যুদ্ধের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ঘোষগ্রামে ভাগীরথীর তীরে এক দিবস সন্ধ্যার সময় পঞ্চদশ বর্ষীয় এক ব্রাহ্মণ যুবক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গ্রাম্য পথের পার্শ্বে এক কুটী- রের দিকে সাগ্রহ নয়নে চাহিতে ছিলেন। যুবকের দেহ বিশাল, প্রথম যৌবনের উদ্ভাষে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি অতিশয় সুকুমার অথচ সবল, প্রশস্ত ললাট ও ভ্রূযুগল প্রগাঢ় চিন্তায় ও আগ্রহে আকুঞ্চিত ও চক্ষুর্দ্বয় তীব্র মনঃক্লেশ জনিত কালিমায় আবৃত কিন্তু খরসান অসির ন্যায় জ্বলি- তেছে। সুন্দর নাসারন্ধ্র দ্বয় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে; কিন্তু ওষ্ঠাধর দৃঢ়রূপে নিষ্পীড়িত রহিয়াছে। যুবক ক্ষণকাল সাগ্রহ নয়নে দাঁড়াইয়া থাকিলেন তাহার পর দ্রুত পাদবিক্ষেপে বেড়াইতে লাগিলেন তাহার পর আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।

এমন সময়ে এক ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা পূর্ব্বোক্ত কুটীর হইতে কলস লইয়া জল আনিবার জন্য ভাগীরথী তীরে আসিল। যুবক অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কামিনি! আজ ... বিলম্ব হইল কেন?"

কামিনী অতি রূপবতী—প্রস্ফুটনোন্মুখ মল্লিকার ন্যায় নম্র, কোমল, সুবা... ...রূপ রূপবতী। কামিনী মুখ তুলিয়া বলিল, "আজ আমাদের বাড়ী লোক আসিয়া ছিল সেই জন্য।"

যুবক। "কে আসিয়াছিল ?"

কামিনী। "আসিয়াছিল।"

যুবক। "কি জন্য ?"

কামিনা। তাহা আমি জানি না।"

যুবক। "তোমার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া ?" যুবকের স্বর ঈষৎ কম্পিত হইল কিন্তু বোধ হয় তাহা কামিনী ধরিতে পারে নাই।

কামিনী। "না। তোমার কেবল ঐ কথা। লোক আসিয়া ছিল আমাদের গোরু ও বিছানা কাপড় চোপড় সব নিয়া গিয়াছে।„

যুবক। (সবিস্ময়ে) "কি ? সে কাহার লোক ?"

কামিনী। "বাবুর লোক।"

যুবক (নিষ্পীড়িত দন্তে)। "বাবুর লোক!!—কেন লইয়া গেল ?"

কমিনী। "মা বলিলেন আমরা খাজনা দিতে পারি নাই বলিয়া। আমার ত আর বাবা জীবিত নাই ভাইও নাই, আমি ছোট তাহাতে আবার কন্যা, মার ত আর কেহ নাই, যে তাঁহার জন্য খাজনা দি[illegible] তাহাই লইয়া গেল।"

বলিতে বলিতে কামিনীর রসাল অধর ফুলিয়া উঠিল, একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল এবং দুই চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল ঝরিল। যুবকের নিষ্পীড়িত দন্তরাজি পরস্পরের সহিত নিষ্পেষিত হইয়া কড় কড় শব্দ নির্গত হইল। তাঁহার হস্ত দ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইল, কিন্তু তিনি কামিনীকে কিছু বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন না, ক্ষণেক পরে তিনি বলিলেন, "রূপো-হুলে তোমাদের বাড়ী ইতি মধ্যে গিয়াছিল কি ?"

কামিনী (সলজ্জভাবে) "গিয়াছিল"।

যুবক। "গিয়া কিছু বলিয়াছিল কি ?"

কামিনী মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল "হাঁ"।

যুবক। "তো[illegible]র মা তাহাতে কি বলিলেন ?"

কামিনী মৌনী রহিলেন। যুবক আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "কি বলিলেন বল না, [illegible]র মাথা খাও।"

কামিনী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া। "মা বলিলেন তানে[illegible] বিষম

পীড়ায় আক্রান্ত, কখন আছেন কখন নাই তা, তোমার প্রস্তাবে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।"

যুবক অত্যন্ত আগ্রহ ও আহ্লাদের সহিত কামিনীর ক্ষুদ্র সুন্দর হস্ত খানি ধরিলেন এবং বলিলেন, "কামিনী, তোমার আমাকে বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই?"

কামিনী আস্তে আস্তে যুবকের হস্ত হইতে আপনার হস্ত খানি ছাড়াইয়া লইলেন এবং সরল শিশুর ন্যায় যুবকের মুখ পানে নির্ভীক চক্ষে চাহিয়া বলিলেন "না।" এমন সময়ে যুবকের সমবয়স্ক এক ব্যক্তি সেই খানে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "চন্দ্র দাদা! শীঘ্র আসুন! ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেমন হইয়া পড়িয়াছেন এবং আপনাকে ডাকিতেছেন।" এই কথা শুনিবা মাত্র চন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কামিনীর দিকে এক বার চাহিলেন তৎপরেই আগন্তুককে ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

এবং তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাহার সহিত দৌড়িয়া বাটীর দিকে গেলেন। বাটীতে যাইয়া দেখিলেন যে তাঁহার পিতা রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঘরের দাবায় রুগ্ন শয্যায় শায়িত নিকটে কেহই নাই। চন্দ্র পিতার নিকট যাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছেন বাবা?"

রুগ্ন উত্তর করিলেন না। তাঁহার তখন মূর্চ্ছা হইয়াছিল। তখন চন্দ্র ব্যস্ত ভাবে তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "রূপচাঁদ তুমি যাইয়া কবিরাজকে একবার ডাকিয়া আন।"

রূপ। "আমি ইতিপূর্ব্বে রায় মহাশয়ের নিকট গিয়া ছিলাম। তিনি বলিলেন বাবুর বাড়ী হইয়া আসিবেন।"

চন্দ্র। "তবে তুমি বাবার নিকট ব'স আমি যাইয়া মধু দাদাকে ডাকিয়া আনি।"

রূপ। "তিনি বাবুর বাড়ী গিয়াছেন।"

চন্দ্র। "আমি তথা হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিব।"

রূপ। "আপনি রঘুবর ঘোষের বাড়ী যাইবেন?"

চন্দ্র। “যাইব।”

চন্দ্রের মুখে আবার সেই ভীষণ কঠোর ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। রূপচাঁদ সবিস্ময়ে ও সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। চন্দ্র তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্র রঘুবর বাবুর বাড়ী আসিয়া দেখিলেন নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। রঘুবর ঘোষ জমীদার তাঁহার পারিষদ বর্গে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য দেখিতেছেন। কবিরাজ মধুসূদন রায় মহাশয় ও তথায় বসিয়া আছেন। চন্দ্র বলিলেন,

“মধু দাদা! বাবা কেমন হইয়া পড়িয়াছেন আপনি একবার আসুন।”

মধু। “একটু পরে যাইতেছি।”

চন্দ্র। “একটু পরে!—একটু পরে! ইতিমধ্যে যদি বাবা মরিয়া যান?”

মধু। “নাচটা দেখিয়া যাই একটু।”

চন্দ্র। “আসিয়া দেখিবেন এখন!”

মধু। “বিরক্ত কর কেন? যাইতেছি একটু পরে।”

চন্দ্র আর কিছুই বলিলেন না। তাঁহার দন্ত নিষ্পীড়িত হইল, ললাট অন্ধকারময় হইল। ইতিমধ্যে রঘুবর ঘোষ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উটী কে হে মধু?”

মধুসূদন রায় ব্যস্ত সমস্তে উত্তর করিলেন, “এটী রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পুত্র, চন্দ্রশেখর ঘোষাল।”

রঘুবর বাবু। “হুঁ হুঁ!” তাহার পর চন্দ্রশেখরের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন “কি হে, তোমার পিতা আমার ঋণটা পরিশোধ করিবেন কবে?”

চন্দ্র। “আপাততঃ তিনি আপনার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী উত্তমার্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।”

রঘুবর। “আমার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী!” পারিষদ বর্গ বলিয়া উঠিল “বাবু অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী!

চন্দ্র। "হাঁ! আপনার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী।"

রঘুবর। "সে কে?"

চন্দ্র। "যম।"

রঘুবর ঘোষ নিজে প্রাচীন যোদ্ধা ছিলেন। যুবা চন্দ্রশেখরের এই নির্ভীক উত্তরে রঘুবর প্রীত হইলেন, বলিলেন "তাহা হইলে তুমি আমার নিকট তোমার পিতৃ ঋণ শোধ করিবে?"

চন্দ্র। করিব!" এই কথাটী চন্দ্রশেখর ঘোষালের নিষ্পীড়িত দন্তের অভ্যন্তর হইতে সর্প গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জনে বাহির হইল। রঘুবর ঘোষের অস্ত্রধারী বর্গ সভয়ে তাহাদের অস্ত্র মুষ্টিতে হস্ত স্থাপন করিল। রঘুবর ঘোষ কঠোর হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া পরিশোধ করিবে?"

চন্দ্র। আমাদের পূর্ব্ব সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট আপনি রাখিয়াছেন তদ্দ্বারা।"

রঘুবর ঘোষ (পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে)। তাহা কি হে?"

চন্দ্র। "বাঁস ও লোহা।"

রঘুবর। "সাবাস্! পারিবে?"

চন্দ্র। "যদি না পারি তাহা হইলে যেন আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ পতিত হয়।"

পারিষদ বর্গ চারি দিকে বলিয়া উঠিল—"কুলাঙ্গার!" "কুষ্মাণ্ড!" "উহাকে ধর!" "মার!" ইত্যাদি। রঘুবর ঘোষ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "সাবধান! উহার প্রতি কোন অত্যাচার যেন না হয়। চন্দ্রশেখর তুমি বাড়ী যাও। আবার দেখা হইবে। মধু তুমি তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের চিকিৎসা কর যাইয়া। চন্দ্র তোমার অঙ্গীকার ভুলিও না।" বলিয়া রঘুবর ঘোষ চন্দ্রশেখরকে বিদায় দিলেন। চন্দ্র শেখর মধুসূদন রায়কে সঙ্গে করিয়া রঘুবর ঘোষের বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে রায় মহাশয় বলিলেন, "চন্দ্র! তোমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই।"

চন্দ্র। "কেন?"

মধু। "বাবুকে চটাইলে কেন ?"

চন্দ্র। "সত্য বলিলে বাবু যদি চটেন ত আমি করিব কি ?"

মধু। "তুমি গরিবের ছেলে তোমার সত্য কথার প্রয়োজন কি ?"

চন্দ্র। "এবার অবধি মিথ্যা বলিব।"

মধু। "গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কি হইবে ?"

চন্দ্র। "বৃক্ষটী মরিয়া যাইবে।"

মধু। "তুমি এমন শান্ত সুশীল বালক ছিলে! হঠাৎ তোমার এ রূপ পরিবর্ত্তন হইল কি করিয়া!"

চন্দ্র। "কালের দোষ। কালেই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।"

মধু। "আমি তোমার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়; আমার কথাটা শুন, বাবুর সহিত ও রূপ ব্যবহারটা তোমার ভাল হয় নাই।"

চন্দ্র। "কেন? আমি ত আর বাবুর কৃপার আকাঙ্ক্ষী নহি? বাবুকে আমার ভয় কিসের ?"

মধু। "চন্দ্র! তুমি একটা পাগল! ঘোষগ্রামে এমন কে আছে যে রঘুবর ঘোষকে ভয় করে না ?"

চন্দ্র। "আমি আছি।"

মধু। "তুমি একটা প্রকাণ্ড রকম পাগল! তাহা না হইলে তুমি এরূপ বলিবে কেন ?"

চন্দ্র। "কেন? রঘুবর ঘোষ আমার করিবে কি ?"

মধু (সভয়ে)। "রাম! রাম! তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা যে তুমি বাবুর নাম ধর? কেন, তিনি তোমার কি না করিতে পারেন? তোমার কি না করিয়াছেন? তুমি ত আর তোমার বাপের অপেক্ষা বড় লোক নও হে ভায়া! যদি রঘুবর ঘোষ তোমার বাপের সর্ব্বস্ব লইতে পারিয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাকে জব্দ করা কি তাঁহার পক্ষে বড় একটা সুকঠিন ব্যাপার না কি ?"

চন্দ্র। "বাবার সর্ব্বস্ব ছিল তাই তাহা কাড়িয়া লইয়া রঘুবর ঘোষ বাবাকে জব্দ করিয়াছিলেন; আমার ত 'সর্ব্বস্বের' কিছুই নাই; আমার আর লইবেন কি ?"

মধু। "তোমার প্রাণ।"

চন্দ্র। "জমীদারের জমীদারীতে বাস করি বলিয়া কি নিজের প্রাণটা রক্ষা করিবার ক্ষমতাও নাই?"

মধু। "না।"

চন্দ্র। (কঠোর হাস্য করিয়া) "ভাল তাই দেখা যাইবে। আর প্রাণটা যদি একান্তই যায়, ত আমার প্রাণের দাম কি? আমার বাবা মরিলেই ইহ জগতে কেহ থাকিল না, তাহার পর প্রাণ যাউক আর থাকুক! আর রঘুবর ঘোষ এতই যখন লইয়াছে তখন না হয় প্রাণটাও লইবে। কিন্তু আমার একটু একটু বোধ হয় যেন প্রাণটা অত সহজে লইতে পারিবে না।"

রায় মহাশয় আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু চন্দ্রশেখর বলিয়া উঠিলেন,

"মধু দাদা! বালকের প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা সমুদয়ই আমার ভালর জন্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ও বিষয়ে যে আপনার সহিত কখন ঐক্য হইতে পারিব এমন আশা করি না। রঘুবর ঘোষের সহিত আর চন্দ্রশেখর ঘোষালের সহিত অনেক দিনের বোঝা পড়া হইবে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে তর্ক বিতর্কে কোন ফল নাই। আর এই যে বাড়ীর কাছে আসিয়াছি। আসুন।"

মধুসূদন রায় মহাশয় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন; কারণ গ্রামস্থ সকলে তাঁহার পরামর্শ মান্য করিত। এক্ষণে এই উদ্ধত স্বভাব "জ্যেষ্ঠতাত" বালক চন্দ্রশেখর সেই দৈববাণী সদৃশ পরামর্শ অবজ্ঞা করিল—শুনিল না। রঘুবর ঘোষ হইতে ফট্‌কে কলু পর্য্যন্ত, ঘোষগ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই নিকট রায় মহাশয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; বিবাহে, শ্রাদ্ধে, অন্নপ্রাশনে সন্দেশের পরিমাণ রায় মহাশয়ের দ্বারা স্থিরীকৃত না হইলে, উক্ত বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা অন্নপ্রাশন নিষ্পন্ন হইতে পারিত না। আজি, সন্দেশ সম্বন্ধে এ প্রকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী, সেই রায় মহাশয় একটা অজ্ঞাত শ্মশ্রু বালকের দ্বারা উপেক্ষিত

হইলেন! রায় মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন, অত্যন্ত চটিলেন। এমন সময়ে রূপ চাঁদ আসিয়া চন্দ্রকে বলিল,

"দাদা ঠাকুর! ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে অনেক ভাল আছেন, উঠিয়া বসিয়াছেন এবং আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন।"

চন্দ্র (সবিস্ময়ে)। "কি বলিলে রূপ চাঁদ? উঠিয়া বসিয়াছেন?" এমন সময়ে রায় মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "গতিক ভাল নয় চন্দ্র। শীঘ্র চল দেখি গিয়া।"

চন্দ্রশেখর ঘোষাল কিছুই উত্তর করিলেন না। বক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, হৃদয় ধড়্ ফড়্ করিতেছে, মুখ বিশুষ্ক চন্দ্র শেখর বিহ্বলের ন্যায় দ্রুত পাদবিক্ষেপে পিতার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষীণস্বরে রুগ্ন বলিলেন।

"বাবা—চন্দ্র—আসিয়াছ? আমি চলিলাম। এতক্ষণ যাইতাম, কেবল তোমার প্রতীক্ষায় প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই। তুমি আসিয়াছ, তোমাকে গোটা কত কথা বলিয়া আমি ইহলোকের জন্য বিদায় হইলাম। এস—নিকটে আইস—আরও নিকটে—আরও—। আমি যাহা বলি মন দিয়া শ্রবণ কর। তুমি চিব কাল আমার সকল আজ্ঞাই প্রতিপালন করিয়াছ। এইটী আমার শেষ আজ্ঞা প্রতিপালন কবিও। করিবে? যজ্ঞোপবীত হস্তে লইয়া অঙ্গীকার কর।" চন্দ্র শেখর ঘোষাল হস্তে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া অঙ্গীকার করিলেন।

"করিব।"

রুগ্ন আবার বলিলেন "করিবে?"

"করিব।"

রুগ্ন বলিলেন "তিন বার অঙ্গীকার কর। করিবে?"

"করিব।"

তখন রুগ্নের শুষ্ক আনন আহ্লাদে উৎফুল্ল হইল, চক্ষুর্দ্বয় হইতে এক অপার্থিব জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল, বিশাল, শুষ্ক ললাটের ধমনী রজ্জুর ন্যায় বাহির হইল। শয্যায় জীবন্‌ৎ উঠিয়া বসিয়া ভৈরব গম্ভীর গর্জ্জনে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন,

"ঐ পাপিষ্ঠ নরাধম রঘুবর ঘোষের দুঃসময়ে আমি উহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়া ছিলাম। আমার সাহায্যে উহার এত উন্নতি হইয়াছে। এই মৃতপ্রায়, রুগ্ন দরিদ্র, ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত, টোডরমল্লের আদেশ অনুসারে ঐ যুদ্ধবীর দুরন্ত জমীদারের জল্লাদ হস্তে প্রাণ যাইত। এই অক্ষম রুগ্নের কৌশল ব্যতীত মানসিংহের হস্ত হইতে উহাকে বাঁচিতে হইত না। আমার পরামর্শে আজি উহার সিংহদ্বারে কমলা আবদ্ধা রহিয়াছেন। তাহার প্রতিদান স্বরূপ, তিন বৎসরের মধ্যে রঘুবর ঘোষ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, সর্ব্বসমক্ষে আমার অবমাননা করিয়াছে; আমার পৈতৃক প্রজা সকলকে আমার সমক্ষে বধ করিয়াছে, আমার পৈতৃক বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে, পৈতৃক বিগ্রহ সকল কাড়িয়া লই-য়াছে। আমি ইহার প্রতিদান করিয়া যাইতে পারিলাম না। তুমি করিও। অঙ্গীকার করিয়াছ, ব্রহ্মার সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছ ভুলিও না। চন্দ্র! বাবা!—প্রতিহিংসা!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন। ত্রস্তে চন্দ্র যাইয়া ধরিলেন—প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে!

এই ঘটনার ছয় মাস পরে দুই প্রহর রাত্রের সময় ঘোষগ্রামের লোকেরা রঘুবর ঘোষের বাটী হইতে ভয়ানক কোলাহল ও অস্ত্রের ঝন-ঝনা ও সিংহনাদ শুনিতে পাইল—রঘুবর ঘোষের বাড়ীতে ডাকাত পড়ি-য়াছে! রঘুবরের সেনাগণ স্বামীগৃহ রক্ষা করিতে দলে দলে অগ্রসর হইতেছে, অবশেষে দস্যুদিগের আক্রমণে অস্থির হইয়া পলাইতেছে কিম্বা মরিতেছে। জ্বলন্ত গোলাঘর ও মরাইয়ের আলোকে দিবসের আলোকের ন্যায় সমস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দস্যুনেতা আপাদ মস্তক বর্ম্মে আবৃত "কালী! কালী!" হাঁকিতেছে এবং অনিবার্য্য তেজে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে ক্রমে দস্যুনেতা অগ্রসর হইয়া রঘুবর ঘোষ যেখানে যুদ্ধ করিতে ছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল রঘুবরের সম্মুখে আসিল দুই খানি অসি পত্র সেই উজ্জ্বল আলোকে একবার চমকিল পরস্পরে ঝণ্ ঝণ্ রবে স্পর্শ করিল। এমন সময়ে দস্যুদল ভীষণ আক্রমণে রঘুবরের সেনাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। কেবল মাত্র দস্যুনেতা ও রঘুবর ঘোষ সেই খানে থাকিলেন। রঘুবর আস্তে আস্তে

পিছু হাটিতে লাগিলেন। দস্যুনেতা তাঁহার প্রতি আঘাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। পুজার দালানে আসিয়া রঘুবর ঘোষ দাঁড়াইলেন, দস্যুনেতা আঘাত করিতে করিতে বলিল, "পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছি!,,

রঘুবর চিনিলেন, ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "চন্দ্র! তুই চৌর! আমি তোকে বীর বিবেচনা করিয়াছিলাম। আয়!" পরক্ষণেই এক প্রচণ্ড প্রহারে রঘুবরের তলবার দ্বিখণ্ড হইল ও রঘুবর ভূশায়ী হইলেন। তাঁহার শিরস্ত্রাণ ছুটিয়া দূরে যাইয়া পড়িল, শুক্ল কেশ রাজি রক্তাক্ত ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রশেখর ঘোষাল ভূশায়ী শত্রুর বক্ষে চরণ স্থাপিত করিয়া তাঁহার গলায় তরবারির অগ্র বসাইয়া দিলেন এবং রঘুবর ঘোষ নিঃশব্দে, ঘৃণার হাসি মুখে, প্রাণত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিজয়সেনীর মন্দিরে।

মেবারের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে যেখানে তীব্র স্রোতঃস্বতী ব্রাহ্মণী নদী "পাথারের" প্রকাণ্ড প্রস্তর রাশি ভেদ করিয়া চম্বলের সহিত সংমিলিত হইয়াছে সেই খানে ভৈঁষরোর-গড়ের অজেয় দুর্গ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে মাতা বিজয়সেনীর মন্দির। চারিদিকে নিবিড় অরণ্য। প্রাচীন তরুরাজির মধ্যে যেন কলিযুগাগমে মাতা পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মন্দিরটী এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে স্থাপিত। প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে আল্লা প্রস্তরখচিত প্রাচীর। একটী মাত্র দ্বার দিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। দ্বারের উপর এক বিস্তৃত নহবতখানা; কিন্তু তথা হইতে বাদকগণ পলায়ন করিয়াছে। দ্বারে প্রবেশ করিতেই এক উচ্চ স্তম্ভ সম্মুখে পড়ে। স্তম্ভের কাণ্ডে এক প্রকাণ্ডাকার সর্প জড়ান রহিয়াছে। সাপ ফণা বিস্তার করিয়া স্তম্ভের উপরে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে ভয় হয় বুঝি লাফাইয়া ঘাড়ে পড়ে। কিন্তু উহা প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাস্করের এরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভা যে দেখিবামাত্র সর্পটী জীবিত বলিয়া বোধ হয়।

মন্দিরে প্রবেশ করিতেই এক প্রশস্ত দালান। মধ্যে গণেশের এক প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি শ্বেত প্রস্তরবেদিকায় আসীন। অদূরে প্রস্তরে খোদিত এক বিকসিত পদ্মের উপর দেবাদিদেব মহাদেব দাঁড়াইয়া। সেই পদ্মের উপরেই ত্রিনেত্রের পার্শ্বে জগন্মাতা পর্ব্বততনয়া। রুদ্রমূর্ত্তির গলদেশ হইতে ভুজঙ্গ মালা বিলম্বিত; দক্ষিণ হস্তে ডমরু; বাম করে ত্রিশূল; কটিতে সর্প, শিরে জটাজূটের মধ্যে জাহ্নবীর ফেণলেখা; নয়ন তীব্র রুদ্র ভাবে ঘূর্ণিত—সমস্ত অবয়বের গঠন অনন্ত নিষ্ঠুরতা অনন্ত শক্তি-

ব্যঞ্জক। শৈলসুতার মুর্ত্তি নববধূ সুলভ লজ্জায় সঙ্কুচিত কিন্তু মুখ অনন্ত মাতৃস্নেহ মাখা। উভয় মূর্ত্তির উপর সর্প ও পদ্ম জড়িত হইয়া এক সুন্দর চন্দ্রাতপ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

দালান পার হইয়া মন্দিরের দ্বার। দ্বারের দুই ধারে প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ। স্তম্ভের উপর অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতি খোদিত। মন্দিরের মধ্যে একটী মাত্র প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে মাতা বিজয়-সেনীর ভীমা মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে। আট হস্তে আট অস্ত্র। মহিষাসুরের স্কন্ধে একটী চরণ স্থাপিত; অপর চরণ ভীষণ হর্য্যক্ষের পৃষ্ঠে। মহিষাসুরের ললাটে স্ফীত ধমণীগুলা যেন ফাটিতেছে; এক ভীম বাহু সিংহের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রারাজির মধ্যে অপর বাহু যেন সস্পর্দ্ধে শক্তিদেবীর দিকে উত্তোলিত। মুখে কি ভয়ানক ভাব! মানব প্রকৃতির নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তি নিচয় সেই মুখের প্রত্যেক রেখায় ভাস্কর আশ্চর্য্য প্রতিভার সহিত খোদিত করিয়াছিলেন। মুখ ব্যাদানীত কিন্তু মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া কাতরতায় ব্যাদানীত নহে; প্রবল নিষ্ঠুরতা, দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার তেজে ব্যাদানীত। উপরের সুন্দর ক্ষুদ্র মুখ খানির সহিত এই মুখের কত প্রভেদ! মাতা বিজয়সেনীর আয়ত নয়নে যেন অনন্ত দয়া, অনন্ত স্নেহ ভাসমান! চরণে দলিত অসুরকে প্রাণে মারিতে যেন জগন্মাতার হৃদয়ে লাগিতেছে। নিষ্পীড়িত ওষ্ঠে কি মনঃক্লেশের চিহ্ন! প্রশস্ত ললাটে, বঙ্কিম গ্রীবায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মাতা কর্ত্তব্য পালনে সহস্র ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এই মূর্ত্তির চারিদিকে যোগিনীদল। কেহ বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে, কেহ বা খর্পর হস্তে রুধির পান করিতেছে, কেহ বা ভয়ানক তীব্রতার সহিত মহিষাসুরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া তাহার বধ সাধন প্রতীক্ষা করিতেছে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে ঘটনা বিবৃত করিয়াছি তাহার প্রায় সপ্তদশ বৎসর পরে বিজয়সেনীর মূর্ত্তির সম্মুখে এক যোগী আসীন। শিরে জটাভার তুলসী শাখায় বিভূষিত; ললাটে রক্ত চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র। শ্রবণ হইতে শঙ্খ বিনির্ম্মিত কুণ্ডল বিলম্বিত, লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী সমন্বিত, বিভূতিবিভূষিত ভীম বাহুদ্বয় নিষ্পন্দ; বিশাল বক্ষে মার্জ্জিত

লৌহের ক্ষুদ্র কড়া সমূহে গ্রথিত উরস্ত্রাণ প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত উঠিতেছে, পড়িতেছে; গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালার উপর গৈরিক উত্তরীয়; সম্মুখে প্রকাণ্ড উলঙ্গ "খাণ্ডা"। নেত্র মুদিত; নিষ্পীড়িত ওষ্ঠাধর মধ্যে মধ্যে ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে—যোগী করযোড়ে যোগে নিমগ্ন। যোগীর রণবেশ দেখিয়া বোধ হয় যেতিনি মেবারের "কান-ফোঁড়া যোগী" সম্প্রদায়ের এক জন।

প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে নবস্নাতা এক যুবতী দাঁড়াইয়া। যুবতীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নদ্বয় অনন্ত স্নেহে যোগীবরের স্থির মুখের উপর স্থাপিত—সুন্দর মুখখানি স্থির, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিলে বোধ হয় যেন যুবতীও প্রতিমার আর একটী মুর্ত্তি; কেবল আয়ত নয়নে মন জ্বলিতেছে বলিয়া সে ভ্রম অনেকক্ষণ থাকে না।

সহসা যোগীর যোগ ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মিলিত করিয়া তিনি সম্মুখস্থ খর্পর হইতে শোণিত মিশ্রিত ঘৃত লইয়া হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। যোগীবর এক দৃষ্টে পূত হোমাগ্নির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু অগ্নি ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল না। আবার তাহাতে ইন্ধন প্রদান করিলেন, আবার পূর্ব্বের ন্যায় শোণিত মিশ্রিত ঘৃত দিলেন, কিন্তু অগ্নি কিছুতেই জ্বলিয়া উঠিল না। যোগী আবার করযোড়ে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে মাতা বিজয়সেনীর প্রতি ভক্তিভাবে চাহিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে পুনরায় সেই হোমাগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন আগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই। যোগী হঠাৎ আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন উলঙ্গ খাণ্ডা উঠাইয়া উন্মত্তের ন্যায় দেবমূর্ত্তিকে বলিতে লাগিলেন——

"মাতঃ! এত পূজা করিলাম কিছুতেই তুষ্ট হইলে না। আমার এক মাত্র উদ্দেশ্য—আমার জীবনের ব্রত সফল হইবে না? তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই—এই আমি তোমার সমক্ষেই প্রাণ বাহির করিব।

হঠাৎ প্রদীপালোকে বিজয়সেনীর মুর্ত্তি যেন জীবিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মাতার মুখে হাসি, নয়ন জীবনের আলোকে জ্বলিতেছে, মহিষাসুরের দিকে লক্ষিত হস্তস্থিত বর্ষা নড়িতেছে। যোগীবর

উলঙ্গ খাণ্ডার অগ্র নিজের বক্ষের উপর স্থাপিত করিয়া উল্লাসব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—

"এত ক্ষণে তোমার ইচ্ছা বুঝিলাম। মাতঃ! আমার জীবন গ্রহণ করিয়া আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল কর। মা! তোমার পাপ কলুষিত সন্তানকে গ্রহণ কর।"

বলিতে বলিতে যোগী যেমন খাণ্ডা দ্বারা বক্ষ ভেদ করিতে যাইবেন অমনিই প্রতিমার পার্শ্বস্থিত যুবতী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। যোগী একবার তাঁহার দিকে উন্মত্তের ন্যায় চাহিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন।

যুবতী একবার যোগীর ভূমিনিপতিত, স্পন্দহীন বিরাট শরীরের প্রতি আগ্রহের সহিত দেখিলেন। পরক্ষণেই পূজার ঘট হইতে কিঞ্চিৎ জল আনিয়া তাঁহার মুখে সেচন করিলেন; আবার নিজের ওড়ণা খানি হাতে লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই যোগীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল না। তখন রমণী কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আস্তে ব্যস্তে উঠিলেন এবং যোগীর লৌহ উরস্ত্রাণ খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বাহিরের প্রাঙ্গণে ঘোড়ার পদশব্দ হইল এবং মুহূর্ত্তেক পরেই এক যুবক সেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবকের পরিচ্ছদ অতি পরিপাটি। সেই সময়ের ফেষানের উৎকর্ষ। যুবকের মুখ খানি অতীব সুন্দর যেন ভাস্করের দ্বারা খোদিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষুদ্র, স্ত্রীবৎ সুকুমার। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যুবক নিমেষের তরে স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরক্ষণেই ভূশয্যাশায়ী যোগীও তাঁহার সঙ্গিনীর নিকট গেলেন ও মৃদু স্বরে বলিলেন—

"দেবি! আমি কি আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি—?"

যুবতী রাজস্থানের ভাষায় উত্তর করিলেন "আমাদের আশ্রম অতি নিকট তথায় পিতাকে লইয়া যাইতে পারিলে ভাল হয়।"

বলিয়া রমণী—ওড়ণা দ্বারা মুখে অবগুণ্ঠন দিলেন। যুবক তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইয়া তাঁহার দুই জন অনুচরকে ডাকিয়া বলিলেন—

"বাবা ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে লইয়া চল।" অনুচরেরা যোগীর স্পন্দ-হীন দেহ উঠাইয়া লইয়া চলিল।

গগণ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। প্রাঙ্গণের বাহিরের বনে প্রাচীন তরুদল সেই ঘোর অন্ধকারে প্রকাণ্ড প্রেত-গণের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষণালোকে পল্লব-বিহীন শুষ্ক শাখা বা বজ্রসম্পাতে অর্দ্ধদগ্ধ বৃক্ষের প্রকাণ্ড কাণ্ড নির্দ্দিষ্ট রূপে দেখা যাইতেছে। চারি দিক নিঃশব্দ। কেবল আমাদের যুবক ও তাঁহার অনুচরদ্বয়ের চরণে দলিত শুষ্ক পত্র রাজির মর্ম্মর শব্দ মাত্র শ্রবণ গোচর হইতেছে।

সেই ঘোর নৈশ অন্ধকার হঠাৎ তপ্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ একটি বজ্রপাত হইল। পশ্চিম গগণ তীব্র পরিস্ফুট আলোকে ক্ষণেকের নিমিত্ত আপ্লুত হইল। সকলেই নীরবে চলিতে ছিলেন। বজ্রপাতের ভীষণ শব্দ চারিদিকস্থ পর্ব্বত সমূহের সহস্র শিখরে প্রতিধ্বনিত হইল—যেন অরণ্যচারী প্রেতগণ সংগ্রামে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতেছে। চারিদিকে প্রাচীন আরণ্য তরুরাজির মধ্য হইতে পবন প্রকাণ্ড সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিলেন যে—"পাথারের" রাত্যা আরম্ভ হইয়াছে। পরক্ষণেই তীব্র বৃষ্টির ফোটা আমাদিগের পথিকবর্গের মুখে তীক্ষ্ণধার আয়ুধের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল। যুবক নিজের মস্তকস্থ উষ্ণীষ খুলিয়া রমণীর মাথার উপর দিতে গেলেন। রমণী তাহা গ্রহণ করিলেন না। এমন সময়ে যুবকের অনুচরদ্বয় চীৎকার করিয়া উঠিল। যোগীর মোহ ভঙ্গ হইয়াছে। তিনি বাহকগণের হাত ছাড়াইয়া তাহাদের মধ্যে এক জনকে ধরিয়া ভীষণ চীৎকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোরা কে?" এমন সময়ে রমণী দৌড়িয়া তাঁহার নিকট গেলেন। আবার বিদ্যুৎ চমকিল। মূহুর্ত্তেকের তরে যুবক দেখিলেন যে সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর যোগী মূর্ত্তি, সেই প্রফুল্ল পদ্মিনীবৎ সুন্দরী বালা সেই ভীষণ অন্ধকারের ধারে দাঁড়াইয়া—কিন্তু সে মূহুর্ত্তেকের তরে। পরক্ষণেই আবার সেই ভয়ানক অন্ধকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

"পাথারে"।

পর দিন প্রাতে ভৈঁযরোরগড়ের দুর্গের পূর্ব্বোত্তরে আরণ্য পথ দিয়া এক দল অশ্বারোহী দুর্গাভিমুখে যাইতেছিল। সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া আরোহী দলকে অতিশয় শ্রান্ত দেখাইতেছিল। উহাদের মধ্যে কিছু মাত্র শৃঙ্খলা নাই। কেহ বা ঘোড়ার উপর বসিয়া ঢুলিতেছে। কেহ বা সতৃষ্ণ নয়নে সম্মুখে পথের দিকে চাহিতেছে। ঘোড়াগুলা শ্রান্ত, নতশিরঃ ঘর্ম্মাক্ত, মুখ নিঃসৃত ফেনা ও কর্দ্দমে বিভূষিত; বর্শা-গুলা বিশৃঙ্খলে আরোহীদের স্কন্ধে ফেলা রহিয়াছে। সকলেই অতিশয় শ্রান্ত—কেবল এই ক্ষুদ্র দলের মহাকায় নায়ককে শ্রান্ত দেখাইতেছে না। ইনি গুরুভার লৌহবর্ম্মে আপাদ মস্তক আবৃত, পৃষ্ঠে এক প্রকাণ্ডাকার ফলক দুলিতেছে, কটিদেশ হইতে প্রকাণ্ডাকার "দোধারা" বিলম্বিত—"দোধারার" বৃহৎ মুষ্ঠি স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইনি এক বৃহৎকায় কৃষ্ণ বর্ণ অশ্বে আরূঢ়। ঘোড়াও আরোহীর ন্যায় অশ্রান্ত। নিবিড় কৃষ্ণ চর্ম্মের উপর স্বেদোদ্গামের চিহ্ন মাত্রও নাই কেবল মধ্যে মধ্যে শুভ্র ফেণলেখা—চক্ষুর্দ্বয় স্নিগ্ধ কিন্তু উজ্জ্বল। ঘোড়া উন্নত গ্রীবা বাঁকাইয়া সাহঙ্কারে চলিতেছে; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র মস্তক উত্তোলন করিয়া ফুৎকার করিতেছে। তাহার আরোহী কখন বা তাহার স্কন্ধে লৌহাবৃত হস্ত স্থাপিত করিয়া আদর করিতেছেন, কখন বা তাহার কোমল, কৃষ্ণ কেশররাজি ধরিয়া টানিতেছেন আবার কখন বা আশ্বাস বাক্যে তাহাকে উত্তেজিত করিতেছেন, "চল, বেটা, চল। আর কি? বাড়ীর কাছে এসেছি।"

হঠাৎ দূরে কামান গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ শুনা গেল। অশ্বারোহীদের

নায়ক একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিলেন পরক্ষণেই চীৎকার শব্দে অনুজ্ঞা ব্যক্ত করিলেন "হেই আস্ওয়ার! সারি দে!"

শ্রান্ত আরোহী বৃন্দ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। যাহারা ঢুলিতেছিল তাহারা ভূতলশায়ী হইবার গতিক হইল। তাহা দেখিয়া তাহাদের নায়ক উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু সকলেই অনুজ্ঞানুযায়ী সারি দিল। তাহাদের নায়ক ঘোড়া হইতে হঠাৎ অবতরণ পূর্ব্বক মাটির উপর শুইয়া মাটিতে কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আবার ঘোড়ায় উঠিয়া নিকটস্থ এক জন আরোহীকে বলিলেন।

"এ কি! তোপের শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। কিন্তু এখানে! ব্যাপারটা কি? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হনুমন্ত সিংহ তুমি কিছু বলিতে পার? তুমি ত অনেক বার এ পথে আসিয়াছ।"

হনুমন্ত সিংহ এতক্ষণ পর্য্যানোপরি বসিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে ছিলেন। তিনি হাই তুলিয়া বলিলেন "কি, ঐ যে শব্দ শুনা যাইতেছে, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ও যে জলপ্রপাতের শব্দ!" অশ্বারোহীদিগের নায়ক কিছু বলিলেন না কিন্তু তাঁহার প্রকাণ্ড চক্ষুর্দ্বয়ে ঈষৎ হাসি লক্ষিত হইল। তিনি গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলিলেন "এই শব্দে ভয় পাইয়াছি! শত্রু ইহা জানিলে কি মনে করিত? অ্যাঁ হনুমন্ত?—চলে অস্ওয়ার।" হনুমন্ত আবার হাই তুলিয়া বলিলেন "শত্রু, ঠাকুর রাম সিংহ চন্দাবৎকে জানে।" এবার রাম সিংহের মুখে একটু হাসি লক্ষিত হইল। তিনি হনুমন্তের দিকে তর্জ্জনী তুলিয়া বলিলেন "হনুমন্ত তুমি এক জন প্রকৃত চাটুকার।" অশ্বারোহী দল আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঢুলিতে ঢুলিতে চলিতে লাগিল।

পথের এক বাঁক ফিরিয়া আমাদের অশ্বারোহীদলের দৃষ্টি পথে কি সুন্দর দৃশ্য পড়িল! সন্মুখে একটি কুণ্ড। এমন প্রবাদ আছে যে এই স্থলে এক জন মুসলমান পীর বাস করিতেন। পীর মরিলে এই স্থানে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। এবং সেই কবরের স্থলে আপনা আপনিই এই উৎস জন্মিয়াছে। কুণ্ডের চারি দিকে কতকগুলি অতি প্রাচীন বট বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে নীল পীত হরিদ্রা বর্ণ বন্য পুষ্প রাজি

ফুটিয়া রহিয়াছে। চারি দিকে সুন্দর কোমল ঘাস। ঘাসের মধ্যে, নানা রঙ্গের পুষ্প। যেন প্রকৃতি মাতা এই নিভৃত স্থলে নানা রঙ্গে রঞ্জিত শয্যা বিছাইয়া শ্রান্ত পথিককে সাদরে ডাকিতেছেন। এই মনোহর স্থানের চতুর্দ্দিকেই ভীষণকায় শিলারাশি। কেবল এক দিকে শিলা রাশি ভেদ করিয়া এক সুদীর্ঘ রন্ধ্র রহিয়াছে। আমাদের আরোহীদল সেই রন্ধ্র পথে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে জলপ্রপাতের শব্দ আরও গভীর গর্জ্জনে তাঁহাদের কর্ণে বাজিতে লাগিল, পার্ব্বতীয় বায়ু শীতল, শীতলতর বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্র ও বর্ম্ম জলকণায় আপ্লুত হইতে লাগিল। এখন এত শব্দ হইতেছে যে কর্ণ একেবারে বধির হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। সামরিক অশ্ববৃন্দ এই সহস্র অশনি সম্পাতের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া মনে করিল তোপ চলিতেছে অতএব তাহাদের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তাহাদের শ্রান্ত দেহে নূতন বল সঞ্চার হইল; তাহারা সাহঙ্কারে কাল্পনিক সমরক্ষেত্রের দিকে চলিতে লাগিল। সেই জল-প্রপাতের ভীমনাদ যেন গগণ ভেদ করিয়া উঠিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই কুজ্ঝটিকায় আবৃত ব্রাহ্মণীর জলপ্রপাত দৃষ্ট হইল।

ক্রমে দিগন্ত অতিক্রম করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। পর্ব্বত বক্ষঃস্থ কুজ্ঝটিকার আবরণ খানি প্রিয়সমক্ষে নববধূর অবগুণ্ঠণের ন্যায় হঠাৎ খসিয়া পড়িল। শিলা রাশির মধ্যে, অন্তর্হিতপ্রায় শুভ্র কুজ্ঝটিকার সূক্ষ্ম আবরণের মধ্যে নবোদিত দিনমণি কত অপার্থিব রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন! এই তপ্তকাঞ্চন বিনির্ম্মিত উজ্জ্বল পত্রখানির ন্যায়; এই চক্রাকার; এই নানা মণি খচিত হেম পানপত্রের ন্যায়; এই তপ্ত রুধিরে আপ্লুত যুদ্ধফলকের ন্যায়। ক্রমে বালার্ক পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। আকাশের পরিস্ফুট স্নিগ্ধ নীল, গোলাবী রঙ্গে ঈষৎ রঞ্জিত হইল। দুই এক খানি ক্ষুদ্র শ্বেত মেঘ যাহারা গগণের অনন্ত নীল সমুদ্রে পথহারার ন্যায় অান্তে কান্তে উড়িয়া বেড়াইতেছিল তাহাদের সীমাগুলি অপার্থিব উজ্জ্বল গোটা দ্বারা বিভূষিত হইল এবং মেঘ গুলিও পথহারা হইয়া হতবুদ্ধি অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়ায় লজ্জায় ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

পরিস্ফুট সূর্য্যালোকে ব্রাহ্মণীর তড়িদ্বৎ দ্রুতগামী বারিরাশি সহস্র সহস্র উজ্জ্বলপ্রভ হীরক খণ্ডে খচিতের ন্যায় চমকিতে লাগিল। এই স্থানে "উপর মহল" হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণীর জল পুঞ্জ প্রায় এক শত হাত নীচে চম্বলে সহস্র অশনি সম্পাতের শব্দে পড়িতেছিল। প্রপাতের বক্ষ কি স্নিগ্ধ ও চিক্কণ! যেন এক খণ্ড প্রকাণ্ড বক্র কাচ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রপাতের চরণ তলে চম্বলের ঘননীল বক্ষে রাশি রাশি শুভ্র ফেনপুঞ্জ নাচিতেছে। এক্ষণ সূর্য্য কিরণে সেই বিহসমান ফেণরাশি নীল, পীত, লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইল। প্রপাতের বক্ষের উপর শূন্যমার্গে এক মনোহর ইন্দ্রধনু নাচিতেছে।

রাম সিংহের চক্ষে প্রকৃতি মাতার এই ভীষণ, মোহিনী মূর্ত্তি ক্ষণেকের নিমিত্ত দৃষ্টিগোচর হইল। অন্যান্য বলবান জন্তুর ন্যায় এই ভুবনমোহন দৃশ্য রাম সিংহের মনে সুখোৎপাদন করিল। প্রত্যুষের, প্রপাতের স্নিগ্ধ বায়ু প্রশ্বাস টানিয়া, নিজ বলে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাম সিংহ উল্লাসিত হইলেন—সুখে শরীর রোমাঞ্চিত হইল—পর্য্যানোপরি সোজা হইয়া বসিলেন এবং নিজের সামরিক ঘোড়ার ন্যায় মাথা তুলিয়া ঘন ঘন সুদীর্ঘ প্রশ্বাসে সেই বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। যুবা প্রভাকরের মৃদুল কিরণ রাম সিংহের মার্জ্জিত বর্ম্মে হাসিতেছে, প্রভাতের স্নিগ্ধ অনিল রাম সিংহের কপোল ও গণ্ডকে স্নাত করিয়া বহিতেছে, আর চারি দিকেই প্রকৃতির সেই ভীষণ রূপের ছটা—রাম সিংহ সেই সময়ে জীবনের কবিত্ব অনুভব করিলেন কিন্তু অনুভূতি যে কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না—মনের উল্লাসে রাম সিংহ হস্তস্থিত প্রকাণ্ড লৌহ "সাঙ্গ" আস্ফালন করিয়া সিংহনাদ ছাড়িলেন। সেই সিংহনাদ শত শত অপার্থিব প্রতিধ্বনিতে পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল। যখন শেষ প্রতিধ্বনি দূরে গগণমার্গে উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল রাম সিংহ দেখিলেন সম্মুখে এক সমাধিস্থল। এই খানে, রাও নাহার সিংহ ভ্রমর দুরন্ত মিনাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিহত হইয়া ছিলেন। রাম সিংহ ও তাঁহার আরোহী দল সসম্ভ্রমে ললাটে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক সেই বিগত বীরের সমাধিকে সেলাম করিলেন, এবং সেই

প্রস্তর রাশিতে সকলেই এক এক খানি করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন।

সম্মুখে অদূরে ভৈঁষরোর গড়ের উচ্চ কোট সমূহ পর্ব্বত শিখরে গগন ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। "পাথারের" সর্ব্বশেষ পর্ব্বত খণ্ডের চূড়ায় এই দুর্দ্দমনীয় দুর্গ সংস্থাপিত। পূর্ব্ব দিকে প্রশস্ত চম্বল নদের উপর এই প্রকাণ্ড শৈলদুর্গ যেন ঝুলিতেছে। এই খানে চম্বল অতিশয় বেগবান্ ও গভীর—স্থানে স্থানে "ঘোলে" ঘূর্ণিত। দুর্গের পশ্চিমে প্রাচীরের চরণ ধৌত করিয়া ব্রাহ্মণী নদী ছুটিতেছে—ব্রাহ্মণীর শিলা শয্যা যেন বাটালীর দ্বারা সমান করিয়া খোদিত। দক্ষিণে ব্রাহ্মণীর জল-প্রপাত। কেবল উত্তর দিক দিয়া এই দুর্গে প্রবেশ করা যায় এবং সেই দিকে একটি পরিখা শিলাতে খোদিত হইয়াছে। এই পরিখা প্রায়ই শুষ্ক থাকিত কিন্তু প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্মণীর জলে প্লাবিত করিতে পারা যাইত। দুর্গটি ষট্‌কোন। এই ষট্‌কোনের এক বাহু চম্বল নদ হইতে সমুত্থিত, অত্যুচ্চ, প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা রক্ষিত; এই প্রাচীরের দুই সীমায় দুইটি কোট। অপর চারি কোণ চারিটি কোটের দ্বারা রক্ষিত এবং এই কোট চতুষ্টয় উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা সংলগ্ন। সূর্য্য কিরণে শৈল শৃঙ্গে এই কোট সমন্বিত প্রাচীর মুকুটের ন্যায় জ্বলিতেছে। দুর্গেশ্বর পদম সিংহ প্রমরের আবাস স্থান এই দুর্গের পূর্ব্ব প্রান্তে। সেই ভবনের উচ্চ কলসের উপর হইতে প্রমরের প্রাচীন ধ্বজা ও মেবারের চিরবিজয়ী সূর্য্য-নিশান একত্রে প্রভাত পবনে উড়িতেছে। এই দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষাদি কিছুই নাই—চারিদিকে কেবল অনাবৃত শিলারাশি।

ক্রমে রাম সিংহ চন্দাবৎ ও তাঁহার আরোহী দল আসিয়া ভৈঁষরোর-গড়ের "সূর্য্যপোলে" (সিংহদ্বারে) উপস্থিত হইলেন। চন্দাবতের নাগরা ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। দ্বারের প্রহরায় নিযুক্ত প্রমরের এক জন রাজপুত "কেও" বলিয়া হাঁকিল এবং পরক্ষণেই "হেই! দেবগড়ের ঠাকুর আসিয়াছেন আমাদের ঠাকুরকে খবর দে" বলিয়া চীৎকার করিয়া বল্লম হস্তে আবার পাদচারণ করিতে লাগিল। দ্বারের উপরের নহবত-খানায় নহবত বাজিতেছিল। রাম সিংহ আসিয়াছেন শুনিয়া নহবত

খানা হইতে দুর্গেশ্বর পদম সিংহ প্রমর ও জনকতক সম্ভ্রান্ত রাজপুত যুবক তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। রাম সিংহ ও তাঁহার আরোহী দল ঘোড়া হইতে অবরোহণ করিলেন। পদম সিংহ রামসিংহকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পদম সিংহের সঙ্গীগণও রাম সিংহকে আলিঙ্গন করিলেন। রামসিংহ সেই যুবা রাজপুতগণের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি শ্যাম? এখানকার খবর কি?"

"শ্যাম" বলিয়া যে ব্যক্তি আহুত হইলেন তিনি অন্যূন বিংশতি বৎসর বয়স্ক এক জন যুবা রাজপুত—বালকৃষ্ণ শক্তাবতের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্যাম সিংহ শক্তাবৎ তাঁহার সমবয়স্ক দিগের অপেক্ষা কিছু খর্ব্ব। মুখ খানি অতীব সুন্দর; চক্ষুর্দ্বয় কবিত্বের প্রতিভায় জ্বলিতেছে; প্রশস্ত ললাটের প্রত্যেক রেখায় প্রগাঢ় চিন্তা অঙ্কিত; কিন্তু সেই মুখের ভাবে স্পষ্ট বোধ হয় যে এই যুবা রাজপুত যোধের হৃদয় ঔদাস্যময়—যে কোন কর্ম্মে ইঁহার দৃঢ়তা নাই। সেই সময়ের রাজস্থানের কবি সমাজে, ঠাকুর শ্যাম সিংহ শক্তাবৎ এক জন উচ্চ দরের কবি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শ্যাম সিংহের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি স্ত্রীবৎ ক্ষুদ্র ও সুকুমার; কিন্তু রাজপুত হইলেই যুদ্ধ ব্যবসায়ী হইতে হয় অতএব শ্যাম সিংহ অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার তরবারি মেবারের রাজসভায় প্রসিদ্ধ ছিল। শ্যাম সিংহ বলিলেন—

"আমি আজ রাত্রিশেষে মাত্র এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি এখানকার কিছুই খবর জানি না।"

এমন সময়ে আর এক যুবক বলিয়া উঠিলেন "প্রকাণ্ড রাম দাদা ত আসিয়াসেছেন। আচ্ছা ওঁকেই বলা যাক্। উনি ঠিক্ বিচার করে দিবেন। কেমন শ্যাম, অ্যাঁ?

সুন্দর মুখে ঈষৎ হাসিয়া শ্যাম শক্তাবৎ বলিলেন "না, ঈশ্বরী, রাম দাদার প্রকাণ্ড মস্তকে ও রূপ ক্ষুদ্র কথা প্রবেশ করিবে না। ওঁকে শালীষ মান্য করিও না।"

রাম সিংহ "বলি ব্যাপারটা কি?"

হাসিতে হাসিতে ঈশ্বরী বলিলেন। "শ্যাম শক্তাবৎ কাল' রাত্রিতে বিজয়সেনীর মন্দিরে অপ্সরার সহিত কথা কহিয়াছে। আমি এ খবর শ্যামের এক জন অনুচরের নিকট পাইয়াছি সে আরও বলিল যে কাল'কার ভয়ানক ঝড়ের মধ্যে অপ্সরা লোক হইতে এক আগ্নেয় রথ আসিয়া সেই সুন্দরীকে তুলিয়া লইয়া গেল সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। আর এর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে" ঈশ্বরী অতি গম্ভীর ভাবে শ্যামের দিকে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন "এর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, শ্যাম শক্তাবৎ তুমি সেই পর্য্যন্ত কাহারও সহিত কথা কহিতেছ না, আপনা আপনি সর্ব্বদা বিজ বিজ করিয়া বকিতেছ। শ্যাম শক্তাবৎ তোমার লক্ষণ ভাল নয়।" ঈশ্বরী এই দীর্ঘ বক্তৃতা সমাপন করিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত মাথা নাড়িতে নাড়িতে শ্যাম সিংহকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি সেটা কে হে? মেনকা না রম্ভা?"

এই প্রশ্নে সকলে হাসিয়া উঠিলেন। শ্যাম শক্তাবতের মুখ আরক্ত হইল কিন্তু তিনিও হাসিতে ছাড়িলেন না। এমন সময়ে দুর্গের মধ্যে নাগরা বাজিয়া উঠিল প্রমর আস্তে ব্যাস্তে বলিলেন "শ্রীজীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে এখনই সভা আহূত হইবে। আজ অনেক কাজ আছে। শ্যাম, তুমি রাম দাদাকে সঙ্গে লইয়া তোমার কক্ষে যাও। ওঁর পরিচ্ছদ বদলাইতে হইবে।

শ্যাম ও রাম সিংহ বিদায় হইলেন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

রাজ সভায়।

And who is he that wields the might
 Of Freedom on the Green Sea brink,
Before whose saber's dazzling light
 The eyes of Yemen's warriors wink?

*　　*　　*

'Tis Hafed——name of fear whose sound
 Chills like the muttering of a charm:
Shout but that awful name around,
 And palsy shakes the manliest arm.

Moore.

ভৈঁষরোর গড়ের "সূর্য্যপোল" দিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে এক প্রাঙ্গন পড়ে। সেই প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ প্রস্তরময় অট্টালিকা—চক মিলানের ন্যায় রহিয়াছে। অট্টালিকা গুলি কেবল শোভার জন্য নহে। তাহাদের জানালা নাই কেবল মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দ্বার, তদ্বারা বায়ু ভিতরে যায় এবং প্রয়োজন মতে সেই গবাক্ষ নিচয় হইতে "সূর্য্য-পোলের" ছাদের উপর ও নহবত খানার মধ্যে, এবং কথিত প্রাঙ্গণের উপর, গুলি ও তীর আসিয়া পড়িতে পারে। অর্থাৎ অট্টালিকা গুলি এরূপে সন্নিবেশিত, যে কোন শত্রু যদি কোনও প্রকারে "সূর্য্যপোল" অধিকার করিতে পারে, তথাপি তাহার দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করা ঐ অট্টালিকা নিচয় হইতে প্রতিরোধ করা যায়। অট্টালিকা গুলি চতুষ্কোণের তিন বাহুর ন্যায় দাঁড়াইয়া; সম্মুখে "সূর্য্যপোল" চতুর্থ বাহু। "সূর্য্য-পোল" ও অবশিষ্ট চতুষ্কোণের পার্শ্ববর্ত্তী বাহুদ্বয়ের মধ্য দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার দুইটি পথ রহিয়াছে। সেই পথ দ্বয় আবার প্রস্তর

বিনির্ম্মিত দুইটি "চাদরের" দ্বারা রক্ষিত। প্রাঙ্গনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত মঞ্চ ১২ টি অতি সুন্দর সরু পিলপার উপর স্থাপিত। সেই মঞ্চের খিলান করা ছাদ স্থানে স্থানে ভগ্ন। বিগত যুদ্ধে এই দুর্গ অবরুদ্ধ হইাছিল এবং মোগল গোলা এই মঞ্চের ছাদের উপর দিন কয়েক অবিরত পড়িয়াছিল। মঞ্চের চারি কোণে চারিটি ফোয়ারা ও চারি দিকে সুন্দর পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মঞ্চের মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বেদিকার উপর গণেশের প্রতিমূর্ত্তি আসীন। মঞ্চের পশ্চাতে উদ্যান পার হইয়া এক প্রসস্থ দালান। সেই দালানে, শ্রেণী সন্নিবেশিত প্রমরের রাজপুত গণ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দালান পার হইয়া এক প্রকাণ্ড কক্ষ। কক্ষের অপর প্রান্তে এক রৌপ্য সিংহাসনের উপর মখমলের চন্দ্রতপের তলে মহারাণা অমরসিংহ রণবেশে আসীন। তাঁহার সম্মুখে দুই পার্শ্বে মেবারের ঠাকুর বৃন্দ নিজ নিজ স্থানে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট; তাঁহাদের ও রণবেশ। মহারাণা তাঁহার ঠাকুর গণের দুই শ্রেণীর উপর নেত্রপাত করিলেন। প্রতাপের পুত্রের বীর হৃদয় সাহঙ্কারে একবার জ্বলিয়া উঠিল কিন্তু পিতার কষ্ট সমূহ স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎই তাঁহার হৃদয় আবার ভাঙ্গিয়া গেল। মর্ম্ম পীড়ায় ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিকম্পিত হইল। ক্ষণেক পরে তিনি স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন।

"ঠাকুরগণ! আমি ক্ষুদ্র রাজা জাহাঙ্গীর শাহা ভারতবর্ষের অধিপতি তাঁহার সহিত আমাদের যুদ্ধ করা খাটে না। মেবার একেবারে উচ্ছিন্ন গিয়াছে। ঠাকুরগণ! সন্ধি করাই আমার মত।"

সেই সভায় এই প্রস্তাব শুনিয়া কত বীরহৃদয় একেবারে ভগ্নোন্মুখ হইল কত চক্ষে ক্রোধে, লজ্জায় জল আসিল। ঠাকুরগণ প্রজ্জ্বলিত নয়নে পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিলেন-বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না; এমন সময়ে বাহিরে নাগরা বাজিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত "কার্ন ফোঁড়া যোগী" রণবেশে সেই "দরীখানার" মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই দ্বারে ঠাকুর বৃন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া যোগীবরের সম্মান করিলেন। যোগী অগ্রসর হইয়া মহারাণাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আবার পিছু হাটিয়া আসিয়া ঠাকুর গণের শ্রেণীর দ্বয়ের মধ্যে অমর-সিংহের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন। ঠাকুরগণও উপবিষ্ট হইলেন। শ্যালুম্ব্রা-পতি বৃদ্ধ রাবৎ চন্দ্রবৎজী বলিলেন, "যোগী রাজ! শ্রীজীর আজ্ঞা যে যবনের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয়। আপনার কি মত?"

যোগীর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; শিরে জটাভার কাঁপিয়া উঠিল; উজ্জ্বল লৌহ উরস্ত্রাণ ঘন ঘন উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। সভায় একটা গোল উঠিবার উপক্রম হইল। যোগী উঠিয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ বাহু প্রসার করিয়া গোল থামাইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার কণ্ঠ বাত্যার আগমে দূরবর্ত্তী মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় আস্তে আস্তে সেই প্রকাণ্ড দরীখানার চতুষ্পার্শ্বে শ্রবণ গোচর হইল। ঠাকুর গণ নিঃশব্দে সেই যোগীমূর্ত্তির কথা শুনিতে লাগিলেন।

"প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপের পুত্র! মেবারের সমর সিংহ ঠাকুরবর্গ! আমার—এ ভিক্ষাজীবী যোগীর—এবিষয়ে কি মত জানিতে ইচ্ছা কর? আমার মত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে মেবারের পূর্ব্ব ইতিহাস একবার তোমা-দিগের স্মৃতিপথে আনিয়া দিতে চাই। রাজবাড়ার সমস্ত হিন্দু রাজারা যখন ক্ষত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া একে একে দিল্লীর তাতার বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করেন তখন কেবল মেবারই স্বাধীন ছিল—বাপ্পা রাব-লের পুত্র তুরঙ্কের পদরেণু মস্তকে ধারণ করে নাই। যেদিন স্থানেশ্বরের রণক্ষেত্রে রাজর্ষি "যোগীন্দ্র" সমর সিংহের শূলদণ্ড ভগ্ন হইয়াছিল; যেদিন সেই কাল সংগ্রামে মেবারের বীরগণ রাভীর "লৌহতরঙ্গে" শায়িত হইয়াছিলেন; যেদিন আশ্রয় বিহীনা হিন্দুকুলবালা দুরন্ত তাতা-রের হস্তে অবমাননার ভয়ে প্রথমে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে শিখিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে মেবারের জীবন একটি মহাবিস্তৃত যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দিল্লীর তাতার রাজ এই পুরাতন হিন্দু রাজ্যকে বিলুপ্ত করিতে কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের একত্রিত বাহুবল, সমস্ত ভারতবর্ষের একত্রিত চেষ্টা, রণ-বিশারদ আকবরের সমর কৌশল, সহস্র ধারে, এই ক্ষুদ্র

রাজপুত রাজ্যের উপর বারে বারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বারে বারে সেই অনন্ত বল-তরঙ্গরাশি মেবারের দুর্জ্জয় হৃদয় হইতে মেবারের দুর্দ্দমনীয় "রাজপুতী" হইতে প্রতিহত হইয়া অবশেষে চলিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে উদয়সিংহ মেবারের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। উদয়সিংহ ভীরু কাপুরুষ ছিলেন—ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত নয়নে আমার দিকে চাহিও না—মহারাণা অমর সিংহ—তোমার পিতামহ ভীরু, কাপুরুষ ছিলেন। সেই সময়ে মেবারের দুর্জ্জয় হৃদয়, মেবারের ত্রিভুবন বিজয়ী "রাজপুতী" ঝালা জয়সিংহের সহিত বীরকুলর্ষভ প্রতাপ চন্দাবতের সহিত চিতোরের "সূর্য্যপোলে" অনন্ত রুধির তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। রাজপুত কুললক্ষ্মী, জগন্মাতা, ভীমা, "চিতোর রাণী" চিতোরের প্রাচীরে তাঁহার প্রিয়তম মন্দির ত্যাগ করিয়া মোগল তোপের অগ্রে পলায়ন করিলেন। হিন্দুর সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন, ভারতের গগন নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু দুঃখের আতিশয্য সময়েই বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহেন। নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দিগন্ত মধ্যে বালক প্রতাপ সিংহের তেজোময় "দোধারা"* চমকিতেছে। বাল মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যুবা প্রতাপের যশোরাশি দিগন্ত অতিক্রম করিয়া মধ্য গগনে বিভাসমান হইল। হলদীঘাটে প্রতাপের সূর্য্য "চাঙ্গী" † অস্তোমানোন্মুখ হইল। প্রতাপ ভগ্ন সেনা লইয়া পর্ব্বতে উঠিলেন তখনও পরাজয় স্বীকার করিলেন না। এক স্থির প্রতিজ্ঞ, অজেয় হৃদয়ের সম্মুখে অসংখ্য বলরাশি পরাভূত হইল। সুন্দর মাতৃভূমি, বীর পূর্ব্বপুরুষের আবাস বিধর্ম্মী ছারখার করিতেছে দেখিয়া প্রতাপের হৃদয় দিন দিন দ্বেষ ও হিংসায় আপ্লুত হইতে লাগিল। তাতার সম্রাট এই অজেয় শত্রুকে মনে মনে সম্মান করিতে শিখিলেন। রণ ক্ষান্ত হইল। কিন্তু সেই মহাসমরে প্রতাপের শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। প্রতাপ পরলোক গমন করিলেন। প্রতাপ পরলোক গমন করিলেন কিন্তু তাঁহার যশোরাশি এখনও ত্রিভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অনন্ত কালের তরে থাকিবে। প্রতাপের

---

* "দোধারা" অর্থাৎ দুই ধারে ধার যুক্ত লম্বা অসি।

† মেবারে সূর্য্য নিশান।

যশোরাশি এখনও রহিয়াছে। কে বলে হিন্দুর ইতিহাস নাই? কে বলে হিন্দুর গৌরব করিবার কিছুই নাই? হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর বীরপণা, হিন্দুর মাহাত্ম্য পর্ব্বতে পর্ব্বতে—প্রকৃতির বিশালতম স্তম্ভ সমূহে—এই সমস্ত গগণস্পর্শী প্রাচীরে—অনন্ত কালের তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। বিশ্বপূজিত আর্য্যজাতির পুনরাবির্ভাব সময়ে জগৎ তাহা বুঝিতে পারিবে। এইক্ষণে জগৎ তাহা বুঝিতে পারিবে। কারণ এইক্ষণে আমাদের পুনর্জ্জন্মের সময় উপস্থিত। অমর সিংহ! মহারাণা! তুমিই সেই পুনরাবির্ভাব ঘটাইবে—অতএব অগ্রসর! সন্ধি? শান্তি? অমর রাণা ক্ষান্ত হও। পিতার চিরজয়ী অসি ত পাইয়াছ, শান্তি সেই অসির আগায়? সন্ধি? কেন? মোগল কি রাবলার * দ্বারে? আর যদি তাহাই হয়, ভীরু!—রাজপুতের ন্যায় অসি হস্তে কি মরিতে জান না? অতএব বীরবৃন্দ অগ্রসর! যে এই রণে পরাঙ্মুখ সে নরাধম—রাজপুত নহে।"

রাণা অমরসিংহ এই বক্তৃতা নিঃশব্দে বসিয়া শুনিলেন। তাঁহার হৃদয় কত বিপরীত ভাবে আলোড়িত হইতেছিল। বীরদর্প, লজ্জা, ক্রোধ, অভিমান! অবশেষে বক্তৃতা শেষ হইলে অভিমানে, ক্রোধে অধীর হইয়া অমর সিংহ বলিলেন

"রাজদ্রোহীকে ধৃত কর।"

ঠাকুরগণ যোগীর চারিদিকে নিঃশব্দে নিষ্কাশিত অসি হস্তে যাইয়া দাঁড়াইলেন। অমর সিংহের "গোলা" † দল তাহাদের প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অমর সিংহ চীৎকার শব্দে বলিলেন—

"বিশ্বাসঘাতক!—নিমকৃহারাম!"

এমন সময়ে বৃদ্ধ শালুম্ব্রার রাবৎ আসিয়া অমর সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"ঠাকুরগণ! পেশোলার তীরে মুমূর্ষু বীরকেশরী প্রতাপের বাক্য স্মরণ

---

* অন্তঃপুর।

† ক্রীতদাস।

কর। ‘যে তাতারের সহিত সন্ধি স্থাপন করে সে সীসোদীয় নহে।’ অতএব ঠাকুরগণ আমাদের প্রতাপের পুত্র অমরকে অধঃপতন হইতে রক্ষা কর।”

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ অসি নিষ্কাসিত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় নিকটস্থ প্রাচীরে নিবিষ্ট এক বৃহৎ দর্পণের উপর আঘাত করিলেন। দর্পণ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পড়িল। বৃদ্ধ ভীষণ সিংহনাদে বলিলেন “অমর সিংহের শত্রুদল এইরূপে চূর্ণ হউক,” ও অমর সিংহকে ধরিয়া দরীখানা হইতে বেগে বাহির হইলেন। মেবারের ঠাকুর বৃন্দ ও বৃদ্ধ শালুম্ব্রাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। কিন্তু সেই বীরদলের মধ্যে সেই উত্তেজনালোড়িত যোগীমূর্ত্তি আর দৃষ্ট হইল না। যোগী তাহাদের মধ্য হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরগণ আশ্চর্য্যে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। এই অবসরে অমর সিংহ চক্ষু মুছিয়া আস্তে আস্তে গোঁপে চড়া দিতে দিতে বলিলেন।

“শালুম্ব্রা! আমি আপনার অবমাননা করিয়াছি। ঠাকুরগণ আমি আপনাদের ও শালুম্ব্রাপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।”

অমর সিংহের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল কারণ তখনও অমর সিংহ ঠাকুরগণের কৃত অপরাধ একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু যখন অমর সিংহ দেখিলেন যে শালুম্ব্রার বৃদ্ধ নয়ন জ্বলিতেছে, সেই বীরেন্দ্রবর্গ তাঁহার পিতার যোদ্ধাদল প্রজ্জ্বলিত নয়নে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে তখন অমর সিংহ বীরদর্পে উন্মত্ত হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন।

“দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিব। আমাদের সূর্য্যনিশান গগণপথে উড়িবে। ঠাকুরগণ! জয় বাপ্পা রাবল।”

“জয় বাপ্পা রাবল! জয় অমর সিংহ!” এই জয়ধ্বনি, শত শত মুখ হইতে, সহস্র সহস্র লৌহাবৃত হৃদয়ের অভ্যন্তরে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অরণ্যে অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। সেই প্রাতঃসময়ে শত শত হস্ত অসিতে স্থাপিত হইল, শত শত হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা অঙ্কিত হইল “জয় কিম্বা মৃত্যু।”

ভৈঁষরোরগড়ের পুরাঙ্গনাগণ "স্থহেলীয়ার" মঙ্গল গান আরম্ভ করিলেন। উপর হইতে মহারাণার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই রুদ্রমূর্ত্তি যোগীবর কোথায় ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

অন্তঃপুরে।

দুর্গের বাহিরে যে সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনা গুলি হইতেছিল সেই সময়ে অন্তঃপুরে এক কক্ষে দুইটী রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। রমণী-দ্বয়ের মধ্যে এক জনকে একেবারে বালিকা বলিয়া বোধ হইতে ছিল—বয়স প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর কিন্তু তথাচ বালিকার ন্যায়। মুখ খানি অতীব সুশ্রী—নয়ন-দ্বয় বিশাল কিন্তু নম্র ও অতিশয় উজ্জ্বলপ্রভ নহে; নাসিকা সুন্দর; ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র দ্বয় ঈষৎ গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত; ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ কিন্তু ঈষৎ পুরু এবং স্নিগ্ধ; ক্ষুদ্র চিবুক যেন খোদিত; গণ্ড ঈষৎ আরক্ত ও সুগোল—হাসিলে গালে, মুখের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি গর্ত্ত লক্ষিত হয়—সমস্ত মুখ খানির ভাব অতিশয় কোমল ও মৃদুল। গঠন খর্ব্ব বলিলেও বলা যায়—হাতের তালু রক্তবর্ণ, অঙ্গুলি গুলি ক্ষুদ্র ও কোমল। অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলে সেই ক্ষুদ্র কোমল শরীরে যৌবনের প্রথম লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু হঠাৎ দেখিলে এই রমণীকে ১০। ১১ বৎসরের বালিকা বলিয়া বোধ হয়।

অপর রমণীও সুন্দরী কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার সঙ্গিনীর সৌন্দর্য্য হইতে বিভিন্ন—তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শকের চক্ষে প্রথমেই ঠেকে, তাঁহার সঙ্গিনীর সৌন্দর্য্য কিছুক্ষণ না দেখিলে দৃষ্ট হয় না। একজন উদ্যানের ভালরূপ প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল; অপর জন সন্ধ্যাগমে প্রস্ফুটনো-ন্মুখ মল্লিকা মুকুল। ইহা ভিন্ন একজন প্রায় বালিকা অপর জনের বয়স প্রায় ২০। ২১ বৎসর হইবে।

ইহাদের মধ্যে যিনি বয়ঃকনিষ্ঠা তিনি এক খানি বহুমূল্য আসনে বসিয়া রহিয়া ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গিনী তাঁহার পশ্চাতে

বসিয়া তাঁহার ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ বান্ধিয়া দিতে ছিলেন। তিনি চুল বান্ধিতে বান্ধিতে বলিলেন।

"তা কেনই বা এত কষ্ট করিয়া মরি! উর্ম্মিলে! তোর ত আর বিবাহ হইল না। তোর দাদা বুঝি তোকে বাড়ীতেই রাখিবেন?

উর্ম্মিলা ক্ষুদ্র হস্ত মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সঙ্গিনীকে একটি কিল মারিতে চেষ্টা করিলেন এবং লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ঈষৎ হাসিলেন। উর্ম্মিলার সঙ্গিনী আবার বলিলেন—

"আচ্ছা উর্ম্মিলে! তুই ত এখন আর ছোটোটি নহিস। আচ্ছা এবার কাহাকে রাখী * দিবি বল দেখি?"

উর্ম্মিলা আবার অধোমুখী হইয়া বলিলেন "ভউজী! তোর্ কেবল ঐ কথা। তুই যদি পুনর্ব্বার ঐ কথা বলিস তা হ'লে আমি আর তোর কাছে চুল বান্ধিব না।"

উর্ম্মিলার "ভউজী" উর্ম্মিলার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন এবং হাতে গণিতে লাগিলেন—

"আচ্ছা, বৃহৎরাম সিংহ আছেন—এক। উর্ম্মিলে! রামসিংহকে কেন এবার রাখী দিস্ না।" (উর্ম্মিলা অধোমুখী হইলেন বটে কিন্তু হাসিতেও লাগিলেন) "আচ্ছা, রামসিংহ হইল না। দুই—ঈশ্বরী চৌহানকে রাখী দিতে তোর্ আপত্তি কি? আচ্ছা! ঈশ্বরী চৌহান তোমার কপালে আমাদের ছোট উর্ম্মিলা নাই। তিন—আচ্ছা! শ্যাম শক্তাবতের বিষয় কি বলিস? শ্যাম ত বাস্তবিক সুন্দর পুরুষ, কবি, যোদ্ধা—কি নয়? আচ্ছা উর্ম্মিলে শ্যামের বিষয় কি বলিস?"

এবার উর্ম্মিলার মুখশ্রী গম্ভীর হইল, গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইল। এতক্ষণ যদিও লজ্জায় অস্থির হইয়াছিলেন তথাপি উর্ম্মিলাদেবী হাসিতে-ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার "ভউজীকে" মারিতে ছিলেন কিন্তু এবার উর্ম্মিলা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন ও বিরক্তির সহিত বলিলেন—

* রাখি পূর্ণিমার সময়ে রাজবাড়ার ভদ্র মহিলারা যে পুরুষকে রাখী-দেন সেই পুরুষ তাঁহাদের "রাখীবন্দ ভাই" হয়েন।

"ভউজী! তোর পায়ে পড়ি তুই আর বকিস্ না।"

তাঁহার "ভউজী" হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ভউজী! তোর পায়ে পড়ি তুই আবার বল্।"

এবার উর্ম্মিলা তাঁহার "ভউজীর" হাত হইতে কেশপাশ ছাড়াইয়া লইয়া দৌড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার "ভউজী" ও ঘর হইতে বাহিরে যাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। উর্ম্মিলা, তাঁহার "ভউজীকে" একটি ক্ষুদ্র কিল মারিলেন। তাঁহার "ভউজী" তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া তাঁহার বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। অবশেষে উর্ম্মিলা তাঁহার "ভউজীর" বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার— "ভউজীর" চক্ষেও জল আসিল। উর্ম্মিলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"তুই আর আমাকে ওরূপ বলিস না?"

উর্ম্মিলার "ভউজী" চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "না। এখন এস চুল বান্ধিয়া দেই।"

আবার উভয়ে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বে ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আবার উর্ম্মিলার চুল বান্ধা চলিতে লাগিল। কিন্তু এবার উভয়েই নীরব। অবশেষে চুল বান্ধা শেষ হইলে উর্ম্মিলার "ভউজী" উর্ম্মিলার দিকে স্নেহসিগ্ধ নয়নে একবার চাহিলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার দাড়ী ধরিয়া সস্নেহে তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন,—

"আমার এমন সুন্দর ফুলটী! শ্যাম শক্তাবতের গলায়ই ভাল সাজিবে বলিয়া উর্ম্মিলাকে গাঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে ধরিলেন। এমন সময়ে বাহিরে সিংহনাদ, দুর্গ প্রাচীরে তোপ গর্জ্জন ও অসংখ্য অস্ত্রের ঝঞ্চনা শুনা গেল। রমণীদ্বয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। ভয়ে উর্ম্মিলা তাঁহার "ভউজীর" কোলে লুকাইলেন; তাঁহার "ভউজীও" ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর কিন্তু উর্ম্মিলাকে কোলে লুকাইয়া রাখিলেন। এমন সময়ে পদম সিংহ প্রমর "কৈ ঠাকুরাণী, উর্ম্মিলা, কোথা!" বলিতে বলিতে সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—

"উর্ম্মিলে! তোমরা মঙ্গল গান কর। দিল্লীর সহিত লড়াই আরম্ভ হইল। রাণাজীর হুকুম। জয়! অমর সিংহ!"
বলিয়া উন্মত্ত প্রায় প্রমর—সুন্দর মুখ আহ্লাদে, বীরদর্পে রক্তবর্ণ, উলঙ্গ তলবার মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিলেন।

এতক্ষণ উর্ম্মিলাও তাঁহার "ভউজী" স্থিরনেত্রে দেখিতে ছিলেন। এক্ষণে উর্ম্মিলার "ভউজী" উঠিয়া দাঁড়াইয়া পদম সিংহের অনুকরণ করিয়া বলিলেন,—

"উর্ম্মিলে! তোমরা মঙ্গল গান কর! কেন আমি কি গান করিতে পারি না, না উর্ম্মিলা আমার অপেক্ষা কিছু ভাল গান করে? সতীনের হাড়ে ননদ গড়ে কি না, তাই উর্ম্মিলে তুই আমার স্বামী পর্য্যন্ত বেহাত করিলি।"

উর্ম্মিলা তাঁহার "ভউজীর" গালে একটি ক্ষুদ্র চড় মারিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহিরে গেলেন। পদম সিংহ বলিলেন "পৃথা! তোমার কি আজও ছেলেমানুষী গেল না?" বলিয়া পদম সিংহ পৃথা দেবীকে হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। পৃথা তাঁহাকে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"প্রমর ঠাকুর! আপনার স্ত্রীর নিকট বীরত্ব জাহির করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তলবার কোষে রাখ।"
পদম। "দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।—এই আমি রাখিলাম। কিন্তু এর প্রতিশোধ এখনই লইব।"

বলিয়া প্রমর যেমন তাঁহাকে ধরিতে যাইবেন অমনই পৃথা দেবী দৌড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। পদম সিংহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। পৃথা হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ঠাকুর তোমার কি চাই।"
পদম। "যাহা জোর করিয়া নিতে পারি তাহা চাহিব কেন?"

বলিয়া পদম সিংহ তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। পৃথা সস্নেহে ভর্ত্তার গলদেশে বাহুদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎই সেই আলিঙ্গন ছাড়াইয়া, পলাইয়া যাইয়া অন্যান্য পুরাঙ্গনাগণের সহিত "সুহেলীয়ার" সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

অরণ্যে।

And down the cliff the island virgin came.
  And near the cove her quick light foot steps drew,
While the sun smiled on her with his first flame,
  And young Aurora kissed her lips with dew,
Taking her for a sister——
* * *

Don Juan.

সুহেলীয়ার গান সমাপ্ত হইলে পর পৃথা দেবী স্থির করিলেন যে গড়ের বাহিরে ব্রাহ্মণীর পারে অরণ্যমধ্যে যে আশাপূর্ণার মন্দির আছে; তথায় পূজা দেওয়া উচিত। তাঁহার আদেশে তাঁহার ও উর্ম্মিলার শিবিকা সজ্জিত হইল এবং পুরাঙ্গনাগণ মঙ্গলঘট মাথায় করিয়া ও অন্যান্য পূজার আয়োজন সংগ্রহ করিয়া শিবিকা দ্বয়ের আগে আগে মঙ্গল ধ্বনি করিতে করিতে চলিল। প্রমর আসিয়া পৃথার শিবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন,—

"তোমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য একদল সেনা প্রস্তুত রাখিয়াছি। তাহারা তবে তোমাদের সঙ্গে যাউক ?"

পৃথা বলিলেন—"তুমি কেন এস না ?"

পদমসিংহ উত্তর করিলেন "আমার যাইবার যো নাই শ্রীজী আমার অতিথি সুতরাং এক মুহূর্ত্তের তরেও আমার গড় ছাড়িয়া যাইবার যো নাই।"

পৃথা। "এত লোক রহিয়াছে উনি দণ্ড কতকের নিমিত্ত না থাকিলে সব বয়ে যাইবে! তা'ত নয়। আমি ওর দুই চক্ষের বিষ তাই উনি

যাইবেন না। তা আমাদের সঙ্গে ফৌজ পাঠাইলে আমি কিন্তু যাইবনা।” বলিয়া পৃথা মাথা নাড়িয়া অভিমানে শিবিকার দ্বার টানিয়া দিলেন। পদমসিংহ পৃথাকে চিনিতেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন “কি উৎপাত, সঙ্গে লোক গেলে ত লইবে না। আমিই বা কি করিয়া যাই?” ইতি-মধ্যে শিবিকা চলিয়া গেল। পদমসিংহ চিন্তায় অস্থির হইয়া গোঁফ গুলিকে আস্তে আস্তে অন্যমনে ছিঁড়িতে লাগিলেন। এইরূপ গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে শ্যাম তথায় আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“আচ্ছা, বল দেখি ভ্রমর, যদি কেহ দেনায় পত্রে ডুবিয়া, একেবারে উৎসন্ন যাইবার যো হয় তাহার কি করা উচিত?”

পদমসিংহ অন্যমনে ছিলেন তিনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু রামসিংহ সেই সময়ে সেইখানে আসিয়া প্রশ্নটি শুনিলেন এবং প্রকাণ্ডা-কার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া ও ঈষৎ মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। রামসিংহের মুখ দেখিলে তখন বোধ হইত যে তিনি প্রশ্নের উত্তরে স্থির করিয়া ছিলেন, “যে কি আর করা উচিত। উৎসন্ন যাওয়া উচিত এবং তাহার পর ক্ষান্ত থাকা উচিত।”

এমন সময়ে ঈশ্বরী আসিয়া উচ্চৈর্হাস্য করিয়া বলিলেন “কি শ্যাম, ভ্রমর তোমার প্রশ্নে কি উত্তর দিলেন? আরে রাম দাদার দিকে দেখ—রাম দাদাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছ না কি? ভ্রমর তুমি কি ভাবি-তেছ?”

ঈশ্বরী সিংহ এই রূপে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে উপস্থিত কয় জনের নিকট এক একটী প্রশ্ন করিলেন কিন্তু কোনটির উত্তরের নিমিত্ত প্রতীক্ষা না করিয়া নিজে অতিশয় হাসিতে লাগিলেন; যেন পদমসিংহের চিন্তাকরাটা অতিশয় আশ্চর্য্য! ঈশ্বরীর হাসি শুনিয়া পদমসিংহের চিন্তা ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন “আমি একটা বড় মুস্কীলে পড়িয়াছি। ঠাকুরাণী ও আমার ভগিনী উর্ম্মিলা আশাপূর্ণার পূজা দিতে গেলেন কিন্তু আমার এমনই অসুবিধা আমার লোক সঙ্গে দিবার যো নাই আবার নিজের ও সঙ্গে যাইবার যো নাই।”

রাম। "তোমার ভগ্নী ঊর্ম্মিলা? সেই ছোট মেয়েটি, যে আমার সঙ্গে খেলা করিতে এত ভাল বাসিত। সে কি এর মধ্যে এত বড় হয়েছে যে পূজা দিতে যায়?"

পদম (হাসিতে হাসিতে)। "রাম দাদা সকলেই ত আর তোমার মত নয়, যে দিন দিন ছোট হইবে।"

রামসিংহের এ মাসের কাপড় পরের মাসে আর গায়ে আঁটিত না, ও যে সে ঘোড়ার পৃষ্ঠে রামসিংহ এক বার উঠিলে ঘোড়ার নিশ্চয়ই সেই দিন হইতে "কুমরী" হইত। অতএব সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। সকলের সঙ্গে রাম সিংহও হাসিতে লাগিলেন। ।এমন সময়ে শ্যাম বলিলেন "তা' আচ্ছা, আমি ত এখনই বেড়াইতে যাইব। তা না হয় আশাপূর্ণার মন্দিরের দিকেই যাইব।" বলিয়া শ্যাম সিংহ দুর্গের দিকে চলিলেন। ঈশ্বরী তখন শ্যামের নিকট যাইয়া তাঁহার কানে কানে বলিলেন "বলি অপ্সরার তল্লাসে যাও নাকি?" বলিয়া ঈশ্বরী আবার উচ্চৈর্হাস্য করিলেন। শ্যামের মুখ রক্তবর্ণ হইল কিন্তু তিনি কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে শ্যামসিংহ তাঁহার ধূসরবর্ণ আরবী ঘোড়ায় আরূঢ়—সেই স্থান দিয়া বেগে ছুটিয়া গেলেন।

পাঠক! আপনার যৌবনের প্রথম উদ্ভাস সময়টা একবার স্মরণ করিয়া দেখুন! সেই সময়ে হৃদয় কত প্রশস্ত হয়, হৃদয় কত তরঙ্গায়িত হয়—মনের বৃত্তি সমূহ কি দুর্দ্দমনীয় তেজে বহিতে থাকে। সেই সময়ে হৃদয় জীবনের সঙ্গী খুজিতে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু নিজের হৃদয় স্থিত ভাব সমূহের প্রভাবে কি সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত হয়! সকলকেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়,—সকলকেই ভাল বলিয়া বোধ হয়। একটা অনির্দ্দিষ্ট আগ্রহ হৃদয়কে বিলোড়িত করিতে থাকে। সেই আগ্রহ কিসের জন্য তাহা বলিতে পারা যায় না—কিন্তু তথাপি সেই আগ্রহ—সেই অনির্দ্দিষ্ট আশা! ধন্য তাহারা যাহাদের সেই আগ্রহ—সেই আশা এ জীবনে সফল হয়; কিন্তু অনেকেরই কপালে তাহা ঘটিয়া উঠে না। অনেক হৃদয়েরই সেই আগ্রহ—সেই আশা হৃদয়ে

বিলীন হয়। সেই সময়ে কাহারও বা মনে হয় অমুককে ভাল বাসি। সেই "অমুক" হয়ত একটি অতি জঘন্য চরিত্র; কিন্তু আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে তাহাকে আপনি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। প্রোফেসর মোমেণ্টসের বিষয় লেকচর দিতেছেন আপনি হা করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন কিন্তু সেই সুন্দরীর আকর্ণ নয়নদ্বয় ভাবিতেছেন। সুন্দরীর নয়নদ্বয় আকর্ণ হওয়া দূরে থাকুক হয় ত বিড়াল চক্ষুবৎ শ্যামল ও ক্ষুদ্র! কিন্তু তাহাতে কি? আপনার ক্ষুদ্র চীৎকারকারী ভ্রাতাটি হয়ত আপনার নূতন বান্ধান মিণ্টন খানির উপর পেন্‌সীল দিয়া প্রতিপাতে একটি দাগ দিতেছে ও আহ্লাদে চীৎকার করিতেছে; আপনি নিকটে বসিয়া সেই সুন্দরীর মুখের অলৌকিক শ্রী (যাহা আপনি কখন দেখেন নাই) ভাবিতেছেন। আপনার দুই বৎসর বয়স্কা ভগিনীটি আপনার দোয়াতের কালির অর্দ্ধেক টুকু খাইয়া অপর অর্দ্ধেক মুখে ও হাতে মাখিয়া অবশেষে আর কিছু না পাইয়া আপনার ষ্টীলপেনের একটি নীব্ দিয়া জিহ্বাও মাড়ী কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ভয়ানক চীৎকারে রোদন করিতেছে কিন্তু আপনার ভ্রূক্ষেপ নাই; আপনি ততক্ষণ সেই সুন্দরীর বিষয় একটা অনির্দ্দিষ্ট রূপ কি ভাবিতেছেন।

আমাদের শ্যামসিংহের হৃদয় সেইরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট আগ্রহে—অনির্দ্দিষ্ট আশায়—আলোড়িত হইতেছিল। তাহাতে আবার শ্যামসিংহ কবি ছিলেন। শ্যামের কবি-হৃদয় অজ্ঞাতপূর্ব্ব অস্থৈর্য্যে সহসা অস্থির। এই অস্থৈর্য্য কেন আসিল, কোথা হইতে আসিল, ইহা কি? শ্যাম এই গুলি স্থির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই প্রবল মানসিক বাত্যার মধ্যে এক অপরিস্ফুট স্ত্রী মূর্ত্তি শ্যাম সিংহের হৃদয়ে জাগিতেছিল—চারি দিকে প্রাচীন আরণ্য তরুদল প্রভঞ্জনের ভীষণ ক্রীড়ায় আলোড়িত, গগন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই অন্ধকারের অস্পষ্ট আলোকে সেই স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। ক্রমে এই ছবি শ্যাম সিংহের হৃদয়পট হইতে ফেণ্টেস্মেগোরীয়ার ছবির ন্যায় বিলীন হইল—তাহার পরিবর্ত্তে সেই রুদ্র কান্তি যোগী-যোধ! শ্যামসিংহ ভীত হইলেন এবং অশ্বকে কষাঘাত করিয়া যেন সেই হৃদয়-

স্থিত ভীষণ ছায়া হইতে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। পরক্ষণেই যেন তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। শ্যাম সিংহ হাসিলেন এবং ঘোড়ার রশ্মি সংযত করিলেন। কিন্তু তবুও সেই হৃদয়ের বেগ সংযত হইল না। অশ্বারোহণে শরীর পরিচালনা দ্বারা শ্যামসিংহ যেন সেই স্ত্রীমূর্ত্তিকে হৃদয়-পটে বসিতে দিলেন না—সেই মূর্ত্তি একেবারে অপসৃত হইল; কিন্তু তাই বলিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা, ভাল বাসিবার সে নবোদিত ক্ষমতা ত হৃদয় হইতে অপসৃত হইল না। শ্যাম সিংহ ঘোড়া হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক আশাপূর্ণার মন্দিরের পশ্চাতে এক খণ্ড শিলার উপর বসিলেন, মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন এবং হাত দিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া অনির্দ্দিষ্ট রূপে ভাবিতে লাগিলেন।

হঠাৎ পশ্চাতে শুষ্ক পত্রের উপর মনুষ্যের পদ শব্দ হইল শ্যামসিংহ চকিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন ঊর্ম্মিলা সুন্দরী ভয়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু সে ক্ষণেকের তরে। তৎক্ষণাৎই ঊর্ম্মিলা অগ্রসর হইয়া বলিলেন "ওঃ! ঠাকুর শ্যাম-সিংহ! আমি এই খানে পথ হারাইয়া এত ভয় পাইয়াছিলাম! আমি ঠাকুর পদমসিংহের ভগিনী। মন্দিরে যাইবার পথ খুঁজিতে ছিলাম। হয়ত আমার ভউজী এতক্ষণে আমার জন্য কত ভাবিতেছেন। শক্তাবৎজী আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারেন?"

সেই সরলা বালার অকৃত্রিম, মধুর স্বর শ্যামসিংহের কর্ণে কত মধুর বলিয়া বোধ হইয়া ছিল! শ্যাম সিংহ সেই স্বর শুনিলেন কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিলেন না।

সেই স্বর শুনিলেন, কিন্তু কথা শুনিলেননা। শ্যামসিংহ সেই স্বর আমরণ শুনিলেও পরিতৃপ্ত হইবেননা স্থির করিয়া সেই খানে জড়ের ন্যায় ঊর্ম্মিলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সাগ্রহ দৃষ্টিতে ঊর্ম্মিলার মুখ রক্তবর্ণ হইল হৃদয় উদ্বেলিত হইল। হঠাৎ ঊর্ম্মি-লার মনে হইল তাঁহার বাল্যকাল তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে কিন্তু এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে ঊর্ম্মিলা দুঃখিত হইলেননা। তিনি সসম্ভ্রমে ওড়না খানি টানিয়া মুখে অবগুণ্ঠন দিলেন। শ্যামসিংহ তখন বুঝিলেন

যে তিনি অন্যায় করিয়াছেন! তিনি মস্তকে উষ্ণীষ পুনরায় ধারণ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত ঊর্ম্মিলাকে সেলাম করিলেন এবং বলিলেন,—

"দেবি! আমি আপনার আজ্ঞা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, তাহার জন্য ক্ষমা চাহি। আমার সঙ্গে আসিলে আমি আপনাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারি।"

এমন সময়ে অনন্ত মিশ্র ভৈঁষরোরগড়ের পুরোহিত তথায় অসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—

"এই যে ঊর্ম্মিলা এখানে! আর তোমার জন্য আমরা সমস্ত বন খুজিয়া বেড়াইতেছি! ঠাকুরাণী কান্দিতে আরম্ভ করিয়াছেন! দুষ্ট মেয়ে! এমন করিয়া কি সকলকে ভাবায়? এস পূজা শেষ হয়েছে, এখন বাড়ী যাই।"

ঊর্ম্মিলা আস্তে আস্তে যাইয়া মিশ্র ঠাকুরের হাত ধরিলেন, এবং তাঁহার সহিত সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। শ্যামসিংহ মিশ্র ঠাকুরের রক্ত পান করিতে পাইলে সেই সময়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু ঊর্ম্মিলার সাক্ষাতে ঐ রূপ অপেয় বস্তু পান করা উচিত নয়, স্থির করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন।

সেই দিন হইতে শ্যামসিংহ দিনে রাত্রে, জাগ্রতাবস্থয় ও নিদ্রিতে সকল সময়েই সেই মধুর স্বর শুনিতে পাইতেন—সেই দিন হইতে শ্যামের শূন্য হৃদয়াসনে ঊর্ম্মিলার মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইল—সেই দিন হইতে শ্যামসিংহ কবি-সুলভ আগ্রহের সহিত সেই বালিকা মূর্ত্তি দিবানিশি পূজা করিতে লাগিলেন—সেই দিন হইতে সেই অপর মূর্ত্তি যাহা পাথারের বাত্যার সহিত সংম্রিষ্টাবস্থায় এত দিন অস্পষ্টরূপে শ্যামসিংহের চিত্তে জাগরূক ছিল, তাহা তথা হইতে একেবারে অপসৃত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

শিকারে।

How the grim wild boar fought and fell,
How at his fall the bugles rung
And rock and green wood echo flung,
Rokeby.

পরদিন প্রাতে শ্যামসিংহ ভৈঁষরোর গড়ের বাহির খণ্ডের উদ্যানে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ শালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎ কুলের নায়ক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শালুম্ব্রা পুরাতন সম্প্রদায়ের লোক—প্রতাপ রাণার সহস্র রণে শালুম্ব্রার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিল। এই ক্ষণে বৃদ্ধের অশীতি বর্ষ বয়স—সমস্ত চুল পাকিয়া একেবারে শাদা হইয়া গিয়াছে, ভ্রূযুগল লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু চক্ষের বহ্নি-জ্যোতি মরে নাই, দীর্ঘ দেহ যুবকের ন্যায় সুঠাম ও সোজা, লৌহ-বিনির্ম্মিত বাহুদ্বয়ে বিংশতি বৎসরের বল। শালুম্ব্রা জানিতেন যে, পুরুষের জন্ম প্রথমতঃ যুদ্ধ করিবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ পিতৃ-পুরুষকে পিণ্ড দিবার জন্য। মোগল ওমরাহগণের দেখা দেখি সেই সময়ের রাজপুত যুবক গণ যে বেশ ভূষার পারিপাট্য লইয়া বড় ব্যস্ত থাকিতেন, তাহাতে শালুম্ব্রা হাড়ে চটা ছিলেন। শ্যামসিংহ শক্তাবৎ সেই দলের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া বৃদ্ধ শালুম্ব্রা শ্যামসিংহকে দেখিলে জ্বলিয়া যাইতেন।

শ্যামসিংহ শালুম্ব্রাকে সেলাম করিলেন। বৃদ্ধ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন;—

"আজ আহেরীয়ার শিকার। এত মখমল পরিয়াছ কেন? আমাদের কালে পুরুষে লৌহবর্ম্ম পরিত, আর স্ত্রীলোকে ও ছেলেতে মখমল পরিত। চক্ষে ওকি অঞ্জন পরিয়াছ না কি? স্ত্রীলোক যদি ত পুরুষের ন্যায় কাপড় পরিয়াছ কেন? হা?"

শ্যামের সুন্দর মুখ রক্তবর্ণ হইল। স্বভাবতঃ তাঁহার হাত কটিস্থিত অসিতে পড়িল। বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"ছুরি, কাঁচি লইয়া কি হইবে? ওরকম অনেক ছুরি কাঁচি আমি দেখিয়াছি।"

শ্যাম হাই তুলিলেন এবং পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"অঙ্গার হইতে মধু যে প্রত্যাশা করে সে মূর্খ! চন্দাবৎজী আপনি সত্য বলিয়াছেন। কাটা কাটি করায় একরকম সুখ আছে বটে কিন্তু এত খাটে কে?"

বলিয়া শ্যামসিংহ হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ প্রালুব্ধ ক্রোধে নির্ব্বাক হইয়া সেই খানে দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিলেন।

আজি আহেরীয়ার শিকার। আজি বন্য বরাহ মারিয়া গৌরীকে পূজা দিতে পারিলে সমস্ত বৎসর ভাল যাইবে। মেবাড়ের "খেড়" (অর্থাৎ প্রত্যেক রাজপুত যে অস্ত্র ধারণ করিতে পারিবে) আগামী যুদ্ধের নিমিত্ত অমরসিংহের দ্বারা আহূত হইয়াছে। কিন্তু গৌরীর পূজা না দিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করা হইবে না। আহেরীয়ার পর মহারাণা উদয়পুর যাইয়া সমস্ত সেনা একত্র করিয়া যুদ্ধে যাইবেন।

আজি আহেরীয়ার শিকার। চারি দিকে সবুজ বেশ। উলঙ্গ "দোধারা"* ও মার্জ্জিত "বরচী" ফাল্গুণের সূর্য্যে জ্বলিতেছে। যুবা ঠাকুরগণ আহ্লাদে ইতস্ততঃ ঘোড়া ছুটাইয়া শিক্ষার নানা প্রকার পরিচয় দিতেছেন। ঐ শুন দুন্দুভিধ্বনি। সকলে উৎসাহে অস্থির। পদমসিংহ প্রমর সহসা ঘোড়া ছুটাইয়া শূন্যে "বরচী" আস্ফালন করিয়া আনন্দে সিংহনাদ ছাড়িলেন। সূর্য্য কিরণে যুবা আরোহীর উজ্জ্বল

---

* পত্রের দুই ধারে ধারবিশিষ্ট অসি।

পরিচ্ছদ, বকপুচ্ছ চূড়া জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ঘোড়া উৎসাহে, আনন্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ঐ দেখ ঈশ্বরী প্রসাদ চৌহান—"স্বর্ণকিরীটী" ঈশ্বরী এক মহাকায়, নিবিড় কৃষ্ণ পারশীক অশ্বে আরূঢ়, শিরে স্বর্ণকিরীট জ্বলিতেছে, শ্রবণে কপোত ডিম্ববৎ বৃহৎ মুক্তাকুণ্ডল, গলায় মুক্তার মালা, সুন্দর মুখে যৌবন সুলভ সুখও উৎসাহ ভাবমাণ! ঈশ্বরী সিংহ উৎসাহে টাঙ্গী আস্ফালন করিলেন। তাঁহার ঘোড়া নাচিতে, নাচিতে, লাফাইতে লাফাইতে যে দিকে বৃদ্ধ, লম্বোদর রামধ্যানসিংহ এক শীর্ণকায় হরিদ্রা বর্ণ অশ্বের উপর সভয়ে বসিয়া ছিলেন সেই দিকে গেল। রামধ্যান ক্রোধকম্পান্বিত কলেবর—যেমন সহসা ঘোড়া ফিরাইতে যাইবেন অমনি পড়িয়া গেলেন। রামধ্যানের উষ্ণীশ খসিয়া পড়িল এবং তাঁহার নিষ্কেশ মসৃণ মস্তক দৃষ্ট হইল। ঈশ্বরী অতি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

"রামধ্যান খুড়োর চুল এখনও বাহির হয় নাই। অল্প বয়স কিনা। আর বৎসর তিন চারের মধ্যে সমস্ত চুল বাহির হইলে মস্তক এত নেড়া দেখাইবে না—কি বল রামধ্যান খুড়ো? অ্যাঁ?"

সকলে এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। কারণ সকলেই জানিতেন যে যদিও রামধ্যান সিংহের বয়স অন্যূন ষাটি বৎসরের এক দিন কম নহে তথাপি রামধ্যান যুবক বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে ছাড়িতেন না।

এমন সময়ে ঘন ঘন নাগরা বাজিয়া উঠিল, নহবত খানা হইতে আকাশ পথে সুমিষ্ট সঙ্গীত লহরী উঠিতে লাগিল। রাণাজী আসিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। অশ্বারূঢ় ঠাকুরবৃন্দ অশ্ব হইতে নামিলেন এবং সেই সঙ্গীতের মধুর স্বর ডুবাইয়া, নাগরার রণবাদ্য ডুবাইয়া শত কণ্ঠ হইতে ভীম নাদে জয়ধ্বনি বারংবার ব্যক্ত হইল। অমরসিংহ মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া তাঁহার ঠাকুর বৃন্দকে অভিবাদন করিলেম। এমন সময়ে মেবাড়ের বৃদ্ধ পুরোহিত আসিয়া মহারাণাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "যাও বৎস—শিকারে যাও। গৌরীজী আজি মেবাড়ের উপর প্রসন্না।"

অশ্বারোহীগণ রাণা অমর সিংহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া সূর্য্য পোল হইতে বাহির হইয়া, ব্রাহ্মণীর পারে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

অরণ্যের এক খণ্ডের চারি দিকে ভীল শিকারীরা এক চক্র রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বা পদব্রজে, কেহ অশ্বারোহণে, কেহ হস্তীপৃষ্ঠে। মধ্যে মধ্যে বণ্য পশু তাড়াইবার জন্য ভীলেরা ভয়ানক কোলাহল ও বাদ্যধ্বনি করিতেছে। ক্রমে চক্র ছোট হইয়া আসিতে লাগিল, চক্রের বৃত্ত কেন্দ্রের নিকট নিকটতর হইতে লাগিল। চক্রের মধ্যস্থিত পশুগণ প্রাণভয়ে ভীলব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যেদিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই হরিণ, শশক, "নীলগৌ" প্রভৃতি পশুগণ ছুটিয়া পলাইতেছে,। ভীলেরা কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ পলায়িতক পশুদিগের প্রতি বর্ষা নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ বা তীর ও গুলি মারিতেছে। সেই প্রাচীন বৃক্ষরাজীর তলে আজি অরণ্যবিহারী পশুগণের মহা হত্যাকাণ্ড চলিতেছে।

এক মহাকায় কৃষ্ণসার উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ভীল দিগের চক্রভেদ করিল। বিদ্যুৎতেজে কৃষ্ণসার ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর উঠিতেছে—হরিণের পাগুলি বোধ হয় না যে ভূমি স্পর্শ করিতেছে। হরিণ মুহূর্ত্তের মধ্যে পর্ব্বতের শৃঙ্গে যাইয়া উঠিল একবার পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, পরক্ষণেই আবার প্রাণভয়ে তীরবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, এবার একবারে অদৃশ্য হইল। রাণা অমর সিংহের পার্শ্বে পদম সিংহ প্রমর ঘোড়ার উপর বসিয়া অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঘোড়া নাচিতেছে, লাফাইতেছে, হরিণকে অনুসরণ করিতে চাহিতেছে। ঘোড়া ও আরোহীর উভয়েরই শরীর উৎসাহে কাঁপিতেছে ঘোড়া উর্দ্ধ কর্ণ হইয়া একবার একবার দ্রুতপদ হরিণের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছে, আবার খলিন চর্ব্বন করিতেছে, আবার উৎক্ষিপ্ত মস্তকে ফুৎকার দিতেছে ও মুখ নিঃসৃত ফেনপুঞ্জ সর্ব্ব শরীরে ছড়াইতেছে। প্রমর একবার একবার আকাশে "বরচী" নিক্ষেপ করিতেছেন আবার ঘোড়া ছুটাইয়া শূন্যমার্গে তাহাই ধরিতেছেন, আবার আসিয়া রাণার পার্শ্বে দাঁড়া

ইতেছেন। ঈশ্বরী সিংহ ভীল দিগের সঙ্গে চীৎকার করিতেছেন এবং ইতঃস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। রাম সিংহ স্থির হইয়া কৃষ্ণ কিশোরের উপর বসিয়া এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছেন এবং শ্যাম শক্তাবৎ মাটির দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছেন। ইত্যবসরে অমর রাণা শাদ্রীপতি ঝালার সহিত আগামী সংগ্রামের বিষয় পরামর্শ করিতে ছিলেন। হঠাৎ অমর সিংহ ইঙ্গিত করিলেন, শিকারীরা কুক্কুর দিগকে ছাড়িয়া দিল। কুক্কুরেরা আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে বায়ু শুঁকিতে শুঁকিতে কৃষ্ণসারের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

পদম সিংহ প্রমর, "স্বর্ণ কিরীটী" ঈশ্বরী, রাম সিংহ সকলেই কৃষ্ণসারের অনুসরণে প্রধাবিত হইলেন, কেবল শ্যাম সিংহ পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ছুটিতে ছুটিতে পদম সিংহ "বরচী" সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহা ভূমিতে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যুৎবেগে আসিয়া আবার ধরিয়া ফেলিলেন। সকলে "ধন্য প্রমর যোধ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পদম সিংহ আহ্লাদে উৎসাহে সিংহনাদ ছাড়িলেন। বৃদ্ধ শালুম্ব্রাপতি চিন্তায় মগ্ন শ্যামকে বলিলেন—

"শক্তাবৎ! আপনি হরিণ শিকার করিবেন না? মকমলে ধূলা লাগিবে বলে বুঝি?

শ্যাম সিংহের চিন্তা ভঙ্গ হইল। বৃদ্ধ শালুম্ব্রার মুখে ঘৃণার হাসি দেখিয়া শ্যাম সিংহের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সেইরূপ হাসি মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রধাবিত ঠাকুরগণের দিকে দেখাইলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া শ্যাম শক্তাবৎ অশ্ব চালনা করিলেন, এবং নিষ্পীড়িত দন্তে বলিলেন—

"অচ্ছা, তবে তাই।"

বলিয়া শ্যাম সিংহ মুহূর্ত্ত মধ্যে পদম সিংহের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যাম ঘোড়া ছুটাইতে ছুটাইতে সম্মুখে দূরে উষ্ণীশ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ধাবমান অশ্বকে না থামাইয়া মাত্র নিজ শরীর নোমাইয়া ভূমি হইতে সেই উষ্ণীশ তুলিয়া আবার শিরে পরিধান

করিলেন। সেইক্ষুদ্র স্ত্রীবৎসুকুমার শরীরে এত শক্তি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যে অবাক্ হইয়া রহিল, কেবল বৃদ্ধ শালুম্ব্রাপতি চীৎকার শব্দে "ধন্য শক্তাবৎবীর! খোরাশানী, মুলতানী কা অগ্গল!" বলিয়া আনন্দে সাধুবাদ করিলেন। শ্যাম সিংহ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন বৃদ্ধের মুখ আনন্দে উৎসাহে জ্বলিতেছে। বৃদ্ধ ললাটে হস্তোত্তোলন করিয়া শ্যাম সিংহকে সেলাম করিলেন!

অগ্রসর! অগ্রসর! শ্যামের ধূসর বর্ণ আরব বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিতেছে। শ্যামের কাণে ,পবন বাজিতেছে, সমস্ত ধমনীতে আগুন বহিতেছে। পথের মধ্যে ১০ হাত প্রসস্ত এক গভীর রন্ধ্র। শ্যাম সিংহের ধূসর আরব সহজে এই রন্ধ্র এক লম্ফে অতিক্রম করিল। হস্তস্থিত বরচী উঠাইয়া শ্যাম মনের উল্লাস ব্যক্ত করিলেন। প্রমরের অশ্ব প্রথমে রন্ধ্র হইতে ফিরিল; কিন্তু তাহার আরোহী আবার তাহাকে তথায় আনিলেন। প্রমর এক লম্ফে রন্ধ্র পার হইলেন। ঈশ্বরী সিংহ, রন্ধ্র পার হইতে ঘোড়া অসম্মত দেখিয়া, ক্রোধে তাহার মস্তকের উপর হস্তস্থিত বরচী প্রহার করিলেন। ঘোড়ার খুলি ফাটিয়া গেল। ঈশ্বরী অতিশয় রাগান্বিত হইয়া সেখান হইতে পদব্রজে চলিয়া গেলেন। রাম সিংহ দেখিলেন যে রন্ধ্র পার হইতে গেলে কৃষ্ণ কিশোরের পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, রাম সিংহ সেখান হইতে ফিরিলেন; কারণ কৃষ্ণ কিশোরের কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে রাম সিংহের ভার বহন করার উপযোগী অশ্ব সহসা মিলা ভার।

অগ্রসর! অগ্রসর! ঐ ধূসর আরব ও তাহার আরোহী, ঐ হরিণ সম্মুখে বায়ুবেগে ছুটিতেছে। হরিণের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র নদী। হরিণ জলে পড়িল। হরিণের কৃষ্ণবর্ণ নাসিকাগ্র মাত্র ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতীর ঈশদুৎক্ষিপ্ত বীচিমালার মধ্যে ভাসিতেছে। হরিণ নদী পার হইয়া গাত্র ঝাড়িয়া আবার অবিশ্রান্তে ছুটিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্যাম সিংহ আসিয়া নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলেন। সেই দীর্ঘ অনুসরণে তাঁহার আরব কিছুমাত্র শ্রান্ত হয় নাই সচ্ছ প্রায়, উজ্জ্বল, ধূসর গাত্রে স্বেদোদ্গমের চিহ্ন মাত্র ও নাই; এখনও পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে।

শ্যাম সিংহ ঘোড়ার স্কন্ধে আস্তে আস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া আদর করিলেন। নিমেষের মধ্যে অশ্ব এক প্রকাণ্ড লম্ফে নদী পার হইল। শ্যাম সিংহ আহ্লাদে উন্মত্ত প্রায় হইলেন। পদম সিংহের অশ্ব নদী ডিঙ্গাইতে অসম্মত হইয়া জলে পড়িল এবং সন্তরণে নদী পার হইল। পদম সিংহ নদী পার হইয়া শ্রান্ত ঘোড়ায় শ্যামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন।

হরিণ আর পূর্ব্বের ন্যায় তেজে দৌড়িতেছে না। সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল। শ্রান্ত দেহে হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতি কষ্টে হরিণ সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। মুহুর্ত্তমধ্যে শ্যাম সিংহ আসিয়া তথায় পৌঁছিলেন। হরিণ আর দৌড়িইতে না পারিয়া একটা জলার মধ্যে যাইয়া পড়িল। এমন সময়ে শ্যাম সিংহের নিক্ষিপ্ত বরচী হরিণের পার্শ্বভেদ করিল। সেই অন্যায় সমরে পরাজিত হইয়া অবশেষে হরিণ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া পড়িয়া গেল। স্নিগ্ধ ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, হরিণ প্রাণত্যাগ করিল।

যখন কৃষ্ণসার উন্নত শৃঙ্গ নত করিয়া সমরশায়ী বীরের ন্যায় ভূশয্যায় শায়িত হইল, যখন সেই স্নিগ্ধ নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল, যখন সেই ক্লেশবিস্ফারিত নাসারন্ধ্র হইতে তিরস্কারসূচক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হরিণ প্রাণত্যাগ করিল, তখন শ্যাম সিংহের মনে কষ্ট হইল, তিনি নিজ নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হইলেন। আস্তে আস্তে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া শ্যাম সিংহ হরিণের বিদ্ধপার্শ্ব হইতে বরচী টানিয়া বাহির করিলেন। এমন সময়ে পদম সিংহ প্রমর সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমর সানন্দে সিংহনাদ ছাড়িলেন। সেই চীৎকারে উত্তেজিত হইয়া বন হইতে হটাৎ একটা প্রকাণ্ড বরাহ গর্জ্জন করিতে করিতে বাহির হইল। স্কন্ধদেশে ক্ষুদ্র কেশর রাজি ক্রোধে উচ্চ হইয়া বৃক্ষের কণ্টকের ন্যায় দেখাইতেছে। মুখ হইতে দংষ্ট্রাদ্বয় বহিয়া ফেনা নিসৃত হইতেছে। দন্তাঘাতে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি উৎপাটিত করিতে করিতে বরাহ প্রমরের দিকে ছুটিল।

শ্যাম সিংহ ত্বরায় অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বরাহের দিকে ছুটিলেন এমন সময়ে প্রমর চীৎকার শব্দে বলিলেন,

"শক্তাবৎ বীর ! এ বরাহ আমার।"

বলিয়া প্রমর ঘোড়া ছুটাইয়া, বরচী উঠাইয়া, বরাহের প্রতি আঘাত করিলেন—কিন্তু বরাহকে অল্প আঘাত করিলেন মাত্র ভূমির সহিত গাঁথিতে পারিলেন না। নিকটস্থ এক বৃক্ষের কাণ্ডে লাগিয়া বরচী ভাঙ্গিয়া গেল। আঘাতের জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া বরাহ দ্বিগুণ ক্রোধে ফিরিয়া প্রমরের অশ্বের উদর খুলিয়া দিল। ঘোড়ার অন্ত্র খসিয়া ভূমিতে পড়িল—ঘোড়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইল। প্রমর মৃত অশ্ব হইতে নিমেষের মধ্যে লাফাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াইলেন। বরাহ তাঁহার দিকে বেগে ছুটিল। সাবধান, প্রমর যোধ! প্রমর ভগ্ন বরচীর বাঁট দুই হস্তে দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরিয়া বজ্রতেজে বরাহের মুখে প্রহার করিলেন। প্রহারের বলে বরাহ ভূতলে পড়িল কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া আবার প্রমরের দিকে প্রধাবিত হইল। পদমসিংহ অসি নিষ্কাশিত করিতে সময় পাইলেন না। এমন সময়ে শ্যামসিংহ ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পদমসিংহও বরাহের মধ্যে আসিয়া তাঁহার নিষ্কাশিত "দোধারার" অগ্র বরাহের দিকে লক্ষিত করিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন। প্রচণ্ড তেজে বরাহ সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গের উপর আসিয়া পড়িল। শক্তাবতের দোধারা বরাহের শরীরে আমূল বসিয়া গেল কিন্তু প্রতিঘাতের তেজে শ্যাম-সিংহ পড়িয়া গেলেন। মুমূর্ষু বরাহ একবার শরীরের সমস্ত বল একত্রিত করিয়া ভূমি হইতে উঠিয়া বৃহৎ দংষ্ট্রাঘাতে শ্যামের উরুদেশ বিদীর্ণ করিল। শ্যাম শক্তাবৎ রক্তে প্লাবিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। বরাহ তাঁহার পার্শ্বে প্রাণত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:—

এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া পদমসিংহ প্রমর ক্ষণেক জ্ঞানহারার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন ও তাহার পর শ্যামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন; কিন্তু শ্যামসিংহ অজ্ঞান, প্রমরের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। প্রমর তখন তাঁহার চাদর দিয়া শ্যামের ক্ষত বান্ধিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রক্তস্রাব কিছুতেই বন্ধ হইল না। তখন পদম-সিংহ চীৎকার শব্দে শিকারীগণকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই আসিল না, অবশেষে পদমসিংহ হতাশ হইয়া শ্যামের স্পন্দহীন দেহকে ঘোড়ায় উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্যামের ক্ষত হইতে আরও রক্ত বাহির হইতে লাগিল। উন্মত্তের ন্যায় পদমসিংহ পুনরায় শিকারীগণকে চীৎকার শব্দে ডাকিতে লাগিলেন এবং যখন দেখিলেন যে কেহ আসিল না, তখন পদম সিংহ প্রমর মনের কষ্টে আপনার বক্ষে আঘাত করিলেন। এমন সময়ে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যোগী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পদমসিংহ আগ্রহের সহিত যোগীকে বলিলেন,

"যোগীরাজ আমাকে রক্ষা কর—শ্যাম শক্তাবৎকে বাঁচাও—তাহা না হইলে এ কষ্ট আমার মরিলেও যাইবে না।" যোগী শ্যামের ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া নিকটস্থ বন হইতে একটা শিকড় আনিয়া তাহা চর্ব্বণ করিয়া ক্ষত স্থানে দিলেন, রক্তস্রাব অল্প নিবারণ হইল। যোগী তখন অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া পদমসিংহকে বলিলেন,

"আপনি শীঘ্র যাইয়া গড় হইতে শিবিকা ও বাহক পাঠাইয়া দিউন। এখানে ইহাঁকে রাখিবার স্থান নাই এবং কল্য ইহাঁকে স্থানান্তরে লইতে হইলে আবার রক্তস্রাব হইবার সম্ভাবনা ও তাহা হইলে ইহাকে বাঁচান ভার হইবে।"

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রাণের আশঙ্কা করেন না কি ?"

যোগী। "এখন পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় না----বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।" তাহার পর যোগী আর একবার শ্যামসিংহের ক্ষত ও তাঁহার সমস্ত শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন,----

"রক্ত এক্ষণই বন্ধ হইবে, এবং ইনি অল্প বয়স্ক ও বলবান, বাঁচিবারই অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু আপনি শীঘ্র যাউন, শিবিকা ও বাহক পাঠাইয়া দিউন।

পদমসিংহ আর অপেক্ষা না করিয়া শ্যামের অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া এক লম্ফে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বায়ুবেগে গড়াভিমুখে ছুটিলেন। শ্যামের ধূসর আরব যেন প্রভুর বিপদ বুঝিতে পারিয়া ছিল---অবিশ্রান্তে ছুটিল। পদমসিংহ নানা চিন্তায় ব্যাকুল। যদি শ্যাম মরিয়া যান তাহা হইলে পদমসিংহের জন্য তিনি মরিলেন---এই চিন্তা হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল। তাঁহার জন্য, তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য, যুবা শক্তাবৎ যে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন এই কথা ভাবিয়া পদমসিংহের চক্ষে জল আসিল----তাঁহাব বীরহৃদয় ফাটিতে লাগিল। পদম সিংহ অস্থির হইয়া শ্যাম শক্তাবতের ঘোড়াকে কষাঘাত করিলেন। ধূসর আরব কখন শ্যামের হস্তে এরূপ অবমানিত হয় নাই। তাহার উষ্ণ শোণিত আঘাতে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে প্রকৃত বীর ও উচ্চবংশোদ্ভব। সে বুঝিল যে তাহার প্রভুর জন্যই পদমসিংহ তাহাকে এরূপ অবমানিত করিলেন—সে বুঝিল পদম সিংহ এক্ষণে এক প্রকার জ্ঞানহীন—সে দ্বিগুণ বেগে ছুটিল। ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতীর জল কি নির্ম্মল ও শীতল! সেই নির্ম্মল সলিলের শীতল গন্ধ ধূসর আরবের বিস্ফারিত নাসাদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু—সে বীরহৃদয়, উন্নত চেতা—সেই শীতল জল ত্যাগ করিয়া সে বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল; কারণ তাহার প্রভুর বিপদ। পথ পার্শ্বে ঘাস কি সুন্দর ও শ্যামল! কি মিষ্ট সুগন্ধ ছাড়িতেছে। ধূসর আরবের মনে বড় ইচ্ছা হইল যে সেই খানে শুইয়া সে গড়াগড়ি দেয়, কিন্তু তাহার প্রভুর বিপদ, সুতরাং সে ঘাস পশ্চাতে ফেলিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিল! ফাল্গুনী মার্ত্ত এই

পার্ব্বতীয় পথে কি প্রবল ও উত্তপ্ত! পথ পার্শ্বে কেমন সুন্দর ছায়া! কিন্তু প্রভুর বিপদ অতএব ধূসর আরব তাহার শরীরের সমস্ত বল একত্রিত করিয়া বায়ু বেগে ছুটিতে লাগিল।

পদমসিংহ ভ্রমর যে পথে সেই দিন প্রাতে মৃগের অনুসরণে শ্যামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া যাইতেছেন কিন্তু একাকী! ভ্রমরের মনে হইল যেন তিনি স্বহস্তে শ্যাম সিংহের প্রাণবধ করিয়াছেন। উন্মত্তের ন্যায় পদম সিংহ বক্ষে করাঘাত করিলেন এবং চীৎকার শব্দে বলিলেন "কেন আমি মরিলাম না?" বন হইতে প্রতিধ্বনি হইল "কেন আমি মরিলাম না?" পদম সিংহ আবার ঘোড়াকে কষাঘাত করিলেন। ঘোড়া সেই অবমাননা পুনর্ব্বার সহিল—কিন্তু এবার কষ্টে ঈষৎ চীৎকার করিল। পদমসিংহ বুঝিলেন যে ঘোড়া তাহার যথাসাধ্য করিতেছে এবং তাহাকে প্রহার করা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। পদমসিংহ হাত দিয়া একবার তাঁহার উত্তপ্ত ললাট মুছিলেন এবং পরক্ষণেই ঘোড়ার স্কন্ধে হাত দিয়া তাহাকে আদর করিলেন। ঘোড়া আরও তেজে চলিতে লাগিল।

এবার পদমসিংহ যেখানে রাণাজী ও অন্যান্য ঠাকুরগণ এক মৃত বরাহের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া তিনি গড়ের দিকে তীরবেগে ছুটিলেন। সকলে শ্যাম সিংহের অশ্বের উপর পদম সিংহকে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে ডাকিলেন কিন্তু ততক্ষণে তিনি অদৃশ্য হইয়া ছিলেন।

ঊর্দ্ধশ্বাসে পদম সিংহকে গড়ে আসিতে দেখিয়া, তাঁহার ফৌজদার প্রভৃতি উদ্বিগ্ন চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে।" পদম সিংহ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া হুকুম দিলেন।

"ঠাকুরাণীর শিবিকা ও ১৬ জন বাহক এখনই চাই এবং আর ঘোড়া তৈয়ার চাই।"

বলিয়া পদম সিংহ, অবরোহণ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন পৃথা ও উর্ম্মিলা বসিয়া দশ পচিশ খেলিতেছেন। পদমকে

দেখিয়া পৃথা উঠিলেন এবং বলিলেন "এই যে এতক্ষণে আমাকে মনে পড়েছে! একি? কিছু হইয়াছে না কি? কি হইয়াছে?"

পদম। "হবে আর কি? আমি শ্যাম শক্তাবৎকে মারিয়া ফেলিয়াছি।"

পৃথা যাইয়া ভর্ত্তার হাত ধরিলেন বলিলেন "কি হইয়াছে শীঘ্র বল। মারিয়া ফেলিয়াছ? ও কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

পদমসিংহের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে ছিল অতি কষ্টে বলিলেন——

"পৃথা, আমার নামে চিরকালের তরে কলঙ্ক পড়িল। শক্তাবৎবীর আমাকে বাঁচাইতে গিয়া প্রাণ হারায়াছে আমিই তাহাকে বধ করিয়াছি।——আমিও কেন মরিলাম না?"

এবার পদম সিংহের গণ্ডবহিয়া দুই বড় বড় বিন্দু অশ্রু পড়িল। পদম সিংহ পৃথার হাত ছাড়িইয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আবার ঘোড়ায় উঠিলেন এবং শিবিকা বাহকদিগের সর্দ্দারকে পথ বলিয়া দিয়া আবার উর্দ্ধশ্বাসে যেখানে শ্যাম সিংহ আহত হইয়াছিলেন সেই দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:—

অন্তঃপুরে।

——প্রথম প্রণয় সঞ্চারে
হইল বামার---আহা সলজ্জ বদন।
পলাশীর যুদ্ধ।

এদিকে পৃথাদেবী কি হইয়াছে স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই অস্থির। পৃথা বাহিরে দাসী পাঠাইয়া, গড়ের ফৌজদারকে ডাকাইয়া, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে। ফৌজদার কিছুই বলিতে পারিলেন না। পৃথা কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইয়া তাঁহার দাসীকে গালি দিলেন এবং অবশেষে উর্ম্মিলাকে বক্ষে ধরিয়া, তাঁহার বারম্বার মুখচুম্বন করিলেন।

শ্যাম সিংহ মরিয়াছেন শুনিয়া উর্ম্মিলার সুন্দর মুখ খানির গোলাপী রঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইল, পুরু ; রসাল ওষ্ঠাধর বিশুষ্ক হইল। উর্ম্মিলা সেই আশাপূর্ণার মন্দিরের পশ্চাতে যে নবীন যোধের রূপ দেখিয়া প্রথমে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার বাল্যকাল অপসৃত হইতেছে, সেই মোহন রূপ একবার একবার স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেই উল্লাসিত, যৌবনে আপ্লুত, নবীন জীবন, সেই মধুমাখা কথা স্মরণ করিয়া উর্ম্মিলার মনে; হইতে লাগিল যে শ্যামসিংহ মরেন নাই। সে মোহন রূপ কি মরিতে পারে? সে কবিকণ্ঠ কি নিঃশব্দ হইতে পারে? শ্যাম সিংহ মরেন নাই।

কিন্তু শ্যাম সিংহ মরিয়াছেন কি জীবিত আছেন তাহাতে তোমার কি উর্ম্মিলে? শ্যামসিংহের রূপ অতি মনোহর; শ্যাম সিংহ এক জন কবি; শ্যাম সিংহ বীর; শ্যাম সিংহ শক্তাবৎকুলের তিলক কিন্তু তাঁহার জন্য তুমি ভাবিয়া মরিতেছ কেন? উর্ম্মিলার মুখ খানি রক্ত বর্ণ হইল, তাঁহার হৃদয় সেই ক্ষুদ্র কাঁচলীর উপর শীঘ্র, শীঘ্রতর বাজিতে লাগিল। উর্ম্মিলা দেবী লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। তাহার মনের ভাব তাঁহার "ভউজী" অনেক দিন বুঝিয়া ছিলেন। উর্ম্মিলা দেবী শ্যাম সিংহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মাত্র বুঝিয়া ছিলেন যে শ্যাম তাঁহার নিকট একজন অপর ব্যক্তি মাত্র নহেন; শ্যাম তাঁহার পক্ষে এক জন নিসম্পর্কীয় ব্যক্তি মাত্র নহেন; কিন্তু উর্ম্মিলার "ভউজী" ইহা অনেক দিন বুঝিয়া ছিলেন। শ্যাম সিংহ শক্তাবৎ, উর্ম্মিলা-দেবীর ত স্বসম্পর্কীয় নহেন তবে উর্ম্মিলা দেবী সেই শ্যাম সিংহ শক্তাবতের মৃত্যু সংবাদে অত মর্ম্মপীড়িতা কেন? উর্ম্মিলার ক্ষুদ্র মস্তকের অভ্যন্তরে এই চিন্তা আবির্ভূত হইল; উর্ম্মিলা সুন্দরী বারম্বার আপনার প্রতি এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। আবার সেই লজ্জা! শ্যাম সিংহের মৃত্যুতে উর্ম্মিলা দেবী দুঃখিত হইয়াছেন; তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে; কিন্তু সেইরূপ পরের জন্য দুঃখিত হওয়াতে এত লজ্জা কেন? পর দুঃখে দুঃখিত হওয়াতে লজ্জাকর এমন কি আছে? যখন প্রমরের এক জন রাজপুত, নেহাল সিংহ, যুদ্ধে হত হইয়া ছিল এবং নেহালের জননী তাহার একমাত্র পুত্রের বিয়োগে, শোকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল, তখন সেই পুত্রবিয়োগ বিধুরা উন্মাদিনীকে দেখিয়া উর্ম্মিলা সুন্দরী কত কাঁদিয়া ছিলেন কিন্তু তাহাতে ত তাঁহার লজ্জা বোধ হয় নাই তবে এখন শ্যাম সিংহের জন্য কান্দিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতেছে কেন? এত ভাবিলেন, এত চিন্তা করিলেন কিন্তু তবুও ত লজ্জা গেল না! কি জ্বালা! কেবল মনে হইতেছে যে সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, কেবল মনে হইতেছে যে যেন তাঁহার হৃদয় একটা খোলা মাঠের মত; যাহার ইচ্ছা সেই সে হৃদয়ের ভিতরে কি হই-

তেছে দেখিতে পারে। আর তাঁহার "ভউজী"—তাঁহার মাতৃসমা "ভউজী"—যাঁহার স্নেহে তাঁহায় সেই ক্ষুদ্র শৈশবে মাতৃহীন জীবন এত দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল? ঊর্ম্মিলা সুন্দরী সেই অনন্ত স্নেহে আপ্লুত, যৌবনের সুখে উল্লাসিত, দয়ার স্নিগ্ধ রসে আর্দ্র, পৃথার মুখ পানে চাহিতেও লজ্জা বোধ করিতেছেন। শৈশবের ক্ষুদ্র দুঃখগুলি বালিকা কালের অপরিস্ফুট আশা, অনির্দ্দিষ্ট আগ্রহ গুলি সেই হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া কত সুখী হইতেন? কিন্তু এখন মনের কথা খুলিয়া সেই সেই পৃথাকে বলিতে তাঁহার সহসা এইরূপ লজ্জা বোধ হইতেছে কেন? ঊর্ম্মিলা সুন্দরী বড় মুস্কিলে পড়িলেন কষ্টে হৃদয় ফাটীতেছে! কিন্তু কি জ্বালা! সেই লজ্জা! পৃথাকে সেই কষ্ট বলিয়া যে হৃদয়ের ভারের লাঘব করিবেন তাহার যো নাই। অবশেষে ঊর্ম্মিলা উঠিয়া নিজের কক্ষে গেলেন, এবং তথায় পালঙ্কে শুইয়া পড়িয়া অনবরত কান্দিয়া সেই দারুণ চিন্তা প্রপীড়িত হৃদয়কে শান্তি প্রদান করিলেন; অথচ বুঝিতে পারিলেন না চিন্তা, কষ্ট কেন, কিসের জন্য।

ঊর্ম্মিলা উঠিয়া যাইলে পৃথার মনে কত প্রকার ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। ঊর্ম্মিলার জন্মের অল্প দিন পরেই তাঁহার জননী মরিয়া ছিলেন। সরলা বালিকা শৈশবে মায়ের স্নেহ পায় নাই। পৃথার সহিত পদম সিংহের বিবাহের পূর্ব্বে ঊর্ম্মিলার এক মাশী তাঁহার লালন পালন করিতেন। ঊর্ম্মিলার মাশী অতিশয় পূজা আহ্নিক করিতেন, সর্ব্বদাই দেবার্চ্চনায় ব্যস্ত থাকিতেন। ঊর্ম্মিলা মাশীর নিকট ভয়ে জড় সড় থাকিতেন। আবার সেই সময়ে প্রতাপ রাণার সেই অনন্ত যুদ্ধ চলিতে ছিল। সকলে রণের কথা বার্ত্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। সেই ভয়ানক সময়ে যখন প্রতিহিংসার, স্বামীধর্ম্মের গুরুতর কার্য্য লইয়া সকলে ব্যস্ত, তখন সেই মাতৃহীণা বালিকার খোজ লয়কে? তাঁহার ভ্রাতার সহিত ঊর্ম্মিলা সুন্দরীর প্রায়ই দেখা হইত না। যে দিন অবধি প্রমরের শিশু বাহু খড়্গ উঠাইতে শিখিল, যে দিন অবধি প্রমরের শিশু দেহ পর্য্যাণোপরি স্থির হইয়া বসিতে শিখিল, সেই দিন অবধি তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

ইতি মধ্যে হলদীঘাটের গর্জ্জমান সমরতরঙ্গে তাঁহাদের পিতা নিমর্জ্জিত হইলেন। পদম সিংহ সেই সময় হইতে ভৈষরোরগড়ের অধিপতি হইলেন এবং সেই দুর্গ রক্ষায় ব্যস্ত থাকিলেন। যুবা প্রমর যোধের বীরত্ব, রাজস্থানের চারণগণ, সর্ব্বস্থানে গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই গান শুনিয়া ঊর্ম্মিলার মাশীর বৃদ্ধ নয়ন দেবার্চ্চণা ফেলিয়া কখন কখন জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু ঊর্ম্মিলা তাহা বুঝিতে পারিতেন না, তিনি ভয় পাইতেন। এইরূপে শৈশবে ঊর্ম্মিলার মনের ও হৃদয়ের বৃত্তি সমূহ চাপা পড়িয়া বাড়িতে পায় নাই। তাহার পর পৃথার বিবাহ হইল। প্রমরের শৈলদুর্গের নির্জ্জনে পৃথাদেবী ঊর্ম্মিলার চাপা পড়া হৃদয়ের অনন্ত স্নেহ, শিশুবৎ সরলতা বুঝিতে পারিলেন। পৃথা ঠাকুরাণীও ঊর্ম্মিলাকে মাতৃবৎ স্নেহ করিতে শিখিলেন। সেই অবধি ঊর্ম্মিলা সুন্দরী পৃথার নিয়ত সঙ্গিনী হইলেন। সুখ হউক দুঃখ হউক ঊর্ম্মিলা সুন্দরী পৃথার সহানুভূতিশিক্ত হৃদয়ে তাহা বিশ্বাস করিয়া সুখী হইতেন। পৃথা ভাবিতে লাগিলেন, সেই ক্ষুদ্র জীবনের উপর আজি এই ভীষণ দুঃখের ছায়া আসিয়া পড়িল কেন? সেই জীবন, যাহা তাঁহার যত্নে এত দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছিল—সেই সুন্দর হৃদয়োদ্যান যাহার দুষ্প্রাপ্য কুসুমরাশি তাঁহার যত্নে এই মাত্র ফুটীতে ছিল, এই ভীষণ ঝড়ে একবারে দারুণ মরুতে পরিণত হইবার জো হইয়াছে। পৃথা দেবী কান্দিলেন। সেই নিঃস্বার্থ—অনন্ত স্নেহশিক্ত অশ্রুজল কত পবিত্র! যেন সেই পবিত্র উপহারে তুষ্ট হইয়া দেবতা ঊর্ম্মিলা সুন্দরীর উপর দয়া করিলেন; কারণ সেই সময়ে পদম সিংহ প্রমর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন—পদমের মুখে হাসি! পৃথা জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি খবর?"

পদম। "খবর কিছু ভাল বটে। শ্যামের ক্ষত হইতে আর রক্ত পড়িতেছে না।"

পৃথা। "বাঁচিলাম! শক্তাবৎজী এক্ষণে কোথায়?"

পদম। "তাঁহাকে এই খানে আনিতেছে।"

পৃথা। "তুমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলে না কেন? তিনি কি এখন অজ্ঞানাবস্থায় আছেন?"

পদম। "তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে। আমি তাঁহার জন্য ঘর ও শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত আগে আসিয়াছি।"

পৃথা। "তাঁহাকে আমার ঘর ও আমাদের শয্যা ছাড়িয়া দিব ও আমরা 'বাদল মহলে' থাকিব--কি বল?"

পদম সিংহ সম্মতির লক্ষণ স্বরূপ পৃথার মুখ চুম্বন করিলেন। পৃথা দেবী তাঁহার গালে আস্তে একটি চড় মারিয়া ঊর্মিলার ঘরের দিকে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*-*—

পৃথা দেবী যাইয়া ঊর্ম্মিলাকে তাঁহার পালঙ্কের উপর পাইলেন। ঊর্ম্মিলা উপুড় হইয়া শুইয়া কান্দিতে ছিলেন। পৃথা যাইয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, বলিলেন—

"ওলো ঊর্ম্মিলে তোকে এক সুখবর বলিতে আসিলাম। তা তুই কান্দিতেছিস্ কেন?"

ঊর্ম্মিলা অশ্রু-সঙ্কুল সুন্দর মুখখানি বিছানা হইতে তুলিয়া পৃথার দিকে বড় বড় চক্ষে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পৃথা দেবী আবার বলিলেন

"আ মরি আর কি! তা এত কান্না কিসের জন্য? কই আমার ত কিছুতেই কান্না আইসে না।"

পৃথা দেবী হাসিতে হাসিতে এই কথাগুলি বলিলেন বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সরল মুখখানির সেই মর্ম্মপীড়া ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে, তাঁহার চক্ষে জল আসিল—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্ব্বের ন্যায় ঊর্ম্মিলা সুন্দরী পৃথার দিকে নিরুত্তরে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পৃথা আবার বলিলেন,

"সুখবর—তোমার ভাই তোমার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন।"

ঊর্ম্মিলা সুন্দরী আবার শয্যায় মুখ লুকাইলেন, এবং একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, যেন তিনি যাহা আশা করিয়া ছিলেন তাহা ঘটিল না। পৃথা বলিলেন—

"বিয়ের কথায় কি লোকে নিঃশ্বাস ফেলে? আমার বিয়ের কথা শুনে আমি অনবরত তিন দিন তিন রাত্রি হেসে ছিলাম, তা আমার কেমন সুন্দর বর হইয়াছিল! ঊর্ম্মিলা তোর বরও সেইরূপ সুন্দর হবে, কারণ তোমার ভাই বলিয়াছেন তিনিই তোমাকে বিবাহ করিবেন।

পৃথার ঠাট্টায় ঊর্ম্মিলা হাসিলেন না, ক্ষুদ্র মুষ্টিতে কীল মারিলেন না—দৌড়িয়া ঘর হইতে বাহিরে গেলেন না—তিনি কেবল পূর্ব্বের ন্যায় ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সেই নির্ব্বাক মর্ম্ম-পীড়া দেখিয়া, পৃথা দেবীর হৃদয় ব্যথিত হইল, তাঁহার মুখের ঠাট্টা মুখেই রহিয়া গেল, অনন্ত স্নেহময়ী মাতৃভাবে সুন্দর মুখখানি আপ্লুত হইল তিনি শীঘ্র বলিলেন,

"শ্যাম সিংহ আমাদের গড়ে আনীত হইয়াছেন। তিনি আহত হইয়াছেন মাত্র। আবার ভাল হইবেন।"

ঊর্ম্মিলা সুন্দরী আবার শয্যায় মুখ লুকাইলেন, কিন্তু তাঁহার ঘাড় পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পৃথাদেবী তখন তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিয়া সাদরে বক্ষে ধরিয়া বারম্বার তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বলিলেন

"চল্ ঊর্ম্মিলা আমরা এক জায়গায় যাই।"

ঊর্ম্মিলা উঠিলেন ও পৃথার সহিত চলিলেন। "জায়গাটা" কোথা তাহা ঊর্ম্মিলা সুন্দরী বুঝিলেন কি না তাহা আমরা বলিতে চাহি না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানী আওম।

The King was on his throne
The Satraps thronged the hall,
A thousand bright lamps shone
On that high festival
Byron.

আজি রাত্রে আগ্রার রাজভবনের দেওয়ানী আওম লোকাকীর্ণ। রাজধানীতে উপস্থিত আমীরগণ সকলেই রাজদর্শনে আসিয়াছেন। আজি রাত্রে দেওয়ানী আওমের বৃহৎ গৃহ সুসজ্জিত—আলোকময়, পুষ্পময়, সুগন্ধিময়।

গৃহের মেজে, নীল, লোহিত, পীত প্রস্তরে খচিত। সেই মেজের এক প্রান্তে কাশ্মীরের কোমল ছাগলোমে বিরচিত, বিচিত্র, আসনের উপর বাদসাহের সিংহাসন রহিয়াছে। সেই সিংহাসন সুবর্ণময়—রৌপ্যময় দুইটা বৃহৎ সিংহের উপর সংস্থাপিত—গোলকণ্ডার হীরকে উদ্দীপ্ত। সিংহাসনের ছয়কোন হইতে ছয়টা সুবর্ণময়ী পরীমূর্ত্তি উঠিয়াছে। সেই ছয় মূর্ত্তির মস্তকের উপর লোহিত মখমলের এক অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ স্থাপিত রহিয়াছে। চন্দ্রাতপ হইতে সুন্দর কারুকার্য্যময় মুকুতার ঝালোর দুলিতেছে। উপরে রজততারে বিরচিত, হীরক, পদ্মরাগ, নীলকান্ত, প্রভৃতি মহার্ঘ রত্নে খচিত দেওয়ানী আওমের ছাদ। গৃহের ঠিক মধ্যে জয়পুরী শ্বেতমর্ম্মরের ফোয়ারায় গোলাব জল খেলিতেছে। পার্শ্বে দণ্ডায়মান মুকুতাময়, রত্নময়, সুবর্ণময়, ক্ষীণকলেবর দুই শ্রেণী স্তম্ভ হইতে হৈম দীপিকামালায় নানারঙ্গের আলোক দুলিতেছে। চারি দিকে ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, আসনে ফুল, সিংহাসনে ফুল, গৃহ প্রাচীরে

ফুল, গৃহ পুষ্পময়। ফোয়ারার ঠিক উপরে দেওয়ানী আওমের ছাদ হইতে লম্বমান এক বৃহৎ বেনীসিয় ঝাড়ের সহস্র দীপ হইতে সমুত্থিত আলোক পুঞ্জ কৃত্রিম সূর্য্যের ন্যায় দেখাইতেছে। সেই আলোক, গৃহ প্রাচীর হইতে, রত্নে খচিত ফুল ও ফলের প্রতিকৃতি হইতে, কার্ণীশের হৈম বিট হইতে, হীরকে উদ্দীপ্ত সিংহাসন হইতে, সমবেত আমীর বৃন্দের মণিময়, মহার্ঘ পরিচ্ছদ হইতে, দ্বাররক্ষকগণের মার্জ্জিত আয়ুধ হইতে, প্রতিফলিত হইতেছে; আবার ফোয়ারার উত্তিষ্ঠমান জলকণার উপর পড়িয়া, মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রধনুর অপার্থিব, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইতেছে। অদূরে যমুনার প্রশান্ত বক্ষ হইতে উত্থিত, স্নিগ্ধ পবন, গৃহের মধ্যে আসিয়া, আলোকের তাপে ঈশদুত্তপ্ত হইয়া, গোলাপের উৎসে সুবাসিত হইয়া, মন্দ মন্দ বহিতেছে। নহবত খানায় বাদশাহী নহবত হইতে মধুর নিক্বণে স্বরলহরী নৈশ গগণে উঠিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে সেই তরল সঙ্গীত ডুবাইয়া, সামরিক নাগারার আওয়াজ, ভেরীর গভীর কণ্ঠের সহিত মিশিয়া মিশিয়া, সাহঙ্কারে, সম্পর্দ্ধে, রাজগৃহ কাঁপাইয়া, অদূরে কলনাদিনী, অনন্ত প্রবাহিনী যমুনার ঘন নীল বক্ষে সমুত্থিত, চন্দ্রালোকে হীরকোজ্জ্বল, ক্ষুদ্র বীচিমালা কাঁপাইয়া, রাজগৃহে সমবেত, হীরকময়, রত্নময় আমীর বৃন্দের উষ্ণ শোণিত উল্লাসে কাঁপাইয়া, নৈশগগণের অনন্ত নীলিমা ভেদ করিয়া, ঘন ঘন, উচ্চ—উচ্চতর উঠিতেছে। সাম্রাজ্যের উপস্থিত সম্ভ্রান্তগণও সেই রত্নময়, আলোকময়, পুষ্পময় গৃহের যোগ্য ছিলেন।

সেই খানে, রত্ন সিংহাসনে মহাত্মা আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর শাহা উপবিষ্ট; মহার্ঘ পরিচ্ছদে ভূষিত, উষ্ণীশে কোহিনুর জ্বলিতেছে, মুখের গৌরবান্তি সুরাপানে ঈষৎ রক্তবর্ণ, আরক্ত নেত্রদ্বয় আহ্লাদে, অহঙ্কারে আপ্লুত। সেই খানে সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, শাহাজাদা শুলতান খুরম; ভারতের ভাবী শাজাহাঁ; সুন্দর শ্বেতকান্তি মুখ বীরদর্পে দর্পিত। সেইখানে, যুবরাজের দক্ষিণধারে দাঁড়াইয়া আসফ খাঁ; ইস্পাহানের বিপনীজীবীর পুত্র, এক সম্রাজ্ঞীর সহোদর, আর এক দিন, আর এক সম্রাজ্ঞীর পিতা। সেই

সেই খানে উপস্থিত মির্জা আবদুররহীম; খঁ খাঁনান, সম্রাজ্যের প্রধানতম সেনানী, আকবরের গুরু, বয়রম খাঁর পুত্র। "হেপ্ত হাজারী" মনসবদার দিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া, সেইখানে অম্বর পতি মহারাজ মানসিংহ, প্রাচীন যোধ; বঙ্গবিজেতা, উড়িষ্যা বিজেতা, আশাম বিজেতা, কাবুলে সম্রাটের প্রতিনিধি, ক্ষত্রকুলের গরিমা ও গ্লানী, মস্তকের সমস্ত কেশ শুভ্র, কিন্তু দীর্ঘদেহ এখনও সুঠাম ও সোজা, শ্লথ ভ্রূযুগের নীচে নয়নদ্বয় খরসান অসির ন্যায় তেজোময়। সেইখানে উপস্থিত বীকানীর কুমার রাজা পাত্র দাস "মীর আতষ" গোলন্দাজদলের নায়ক; প্রশান্ত ললাটে প্রগাঢ় চিন্তার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। সেইখানে দাড়াইয়া ভারতের পশ্চিম সীমার সিংহবিক্রান্ত রক্ষক, তুরাবাজ খঁা "সীম কা বকষী।" সেই উচ্চচূড়, রত্নময়, সুগন্ধময় বীর বৃন্দের মধ্যে দণ্ডায়মান, মুসলমান রাজপুত, অহিন্দু ক্ষত্রিয়, বিশ্বাসঘাতক যোদ্ধা; মহব্বত খাঁ, শীশোদীয় কুলের বিপুল বিক্রমে বিক্রান্ত। সেইখানে উপস্থিত আরও এক বীরবর যাহার ভাগ্যদোষে সিংহপরাক্রম, উন্নত হৃদয় রাজার বিশ্বাস, প্রজার স্নেহ, সকল হইতেই পরিণামে মৃত্যুর বিষময় ফল ফলিয়াছিল; খাঁ জাহাঁ লোদী তরুণ আফগান যোধ; ভারত ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব কাহিনীর ভাবী নায়ক। সেই খানে দাঁড়াইয়া, আপাদ মস্তক মার্জ্জিত অয়ষীতে * আবৃত, বুন্দীর বৃদ্ধ সুজন সিংহ হাড়া, সমরে দুর্ম্মদ চৌহান বীর। সেই খানে উপস্থিত মরুদেশের কুমার যশোবন্ত সিংহ, নবীন যোধ, শুলতান খুরমের প্রিয়পাত্র। সেই খানে দণ্ডায়মান শেখ আবদুরহমান আফজাল খাঁ, আবুল ফজলের যোগ্য পুত্র, "তীর ই রুই তরকষ ইউ", পণ্ডিতবর জনকের রণবিশারদ সন্তান। সেই খানে আফজাল খাঁর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "কপট সমরী" রাজা বীর সিংহ বুন্দেলা; রাজপুত কুলকলঙ্ক। সেই খানে আশ্চর্য্যবিষ্ফারিত নয়নে দাঁড়াইয়া সার টমাস রো; ইংরেজ দূত, ভবিষ্যতের গর্ভেন্যস্ত ভারতে ইংরেজের অপূর্ব্ব প্রাধান্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, মোগলের অতুল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যে, সিংহ বিক্রমে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে বিমোহিত।

---

* বুন্দীপতি বাদশাহের সমক্ষে আপাদ মস্তক বর্ম্মে আবৃত অবস্থায় মাত্র বাহির হইতেন।

জাহাঙ্গীরের সময়ে হিন্দু ও মুসলমানে বিজেতৃ বিজিত ভাব অনেকটা অপসৃত হইয়াছিল। আকবরের দূরদর্শী রাজনীতি ইহার মূল। হিন্দু ও মুসলমান একত্রীভুত হইয়া এক নূতন পরাক্রান্ত জাতি সৃষ্ট হয়, এই উদ্দেশে আকবর অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশে আকবর রাজস্থানের রাজবংশদিগের সহিত কুটুম্বিতা করিতেন। এই উদ্দেশে ইসলামের পরিবর্ত্তে, আকবর তাঁহার "দীনই এলাহী" (এক—ঈশ্বরবাদী) ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। আকবরের প্রধান সেনাপতি-গণ, প্রধান মন্ত্রীগণ সকলেই হিন্দু ছিল। তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মান ছিল। তাঁহারই ইচ্ছামত ফেইজী, লীলাবতী পারস্যভাষায় অনু-বাদ করিয়াছিলেন, ফেইজীর বিখ্যাত ভ্রাতা পণ্ডিতবর আবুল ফজল মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। আকবর বুঝিয়াছিলেন যে দুই জাতির মধ্যে যদি দুই স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে জাতি-দ্বয়ের একত্রীভূত হওয়া কষ্টসাধ্য; অতএব তাঁহারই সময়ে "উর্দু" ভাষার প্রথম সৃষ্টি হয়; এবং ঐ ভাষা রাজসভার ভাষা হয়। চিন্তার স্বাধীনতা, যাহা আমরা স্কুলে ও কালেজে শিক্ষা করি, ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজের রাজ-ত্বের সহিত, এই দেশে প্রথমে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আকবরের সময়ে কতদূর প্রচলিত ছিল, তাহা আকবরের জীবনী পড়িলে মাত্র বুঝা যায়। আকবরের সময়ে শ্যামঙ্গ ও গৌরাঙ্গে প্রভেদ ছিল না। শাদা সিবিল সরবিস্ ও কাল কর্ম্মচারীতে কোন প্রভেদ ছিল না, শ্বেত কর্ণেল ও কৃষ্ণ সুবাদারে, রাজার নিকট কোনও প্রভিন্নতা লক্ষিত হইত না। সম্ভ্রান্ত হইলে, কার্য্যক্ষম হইলে, শাদা ও কাল নির্ব্বিশেষে, ক্ষমতা উপ-যোগী কর্ম্ম পাইতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমানতা-স্বাধীনতা-ভ্রাতৃভাব, এদেশে প্রবেশ করে নাই; সুতরাং রাজা যাহা প্রজার নিকট অঙ্গীকার করিতেন তাহা পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না, প্রজাও সর্ব্বদা রাজার উপর অসন্তুষ্ট থাকিতেন না, রাজা ও প্রজায় বাৎসল্য ভাব ছিল, বৈরীভাব ছিল না। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত গুণ না থাকিলে বৃহৎ সাম্রাজ্যই হউক, আর সম্মানিত বংশই হউক, স্থাপিত হইতে পারে

না, সেই সমস্ত গুণ তৈমুর বংশীয় সম্রাটগণের অনেকেরই ছিল। গোমাংস ভক্ষণ, স্থান নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের সমক্ষে চীৎকার, ও অনবরত স্ত্রীসেবা করিলেই, যদি জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করা যাইত, তাহা হইলে বাঙ্গালী বাবুরা এত দিনে জগতে শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্যনিষ্ঠা, উচ্চ মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, দার্ঢ্য ব্যতীত রাজ্যস্থাপন হয় না। তৈমুর বংশীয় প্রথম রাজারা এই সমস্ত গুণে বিভূষিত ছিলেন। রণক্ষেত্রে বা রাজসভায় তাঁহাদের ক্ষমতা সমানে দৃষ্ট হইত। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদশায় যে সকল মহাপাপ এই জগৎবিখ্যাত বীর বংশের উপর, রুধিরাক্ত অবগুণ্ঠণের ন্যায় বিলম্বিত হইয়াছিল, সেই পাপ রাশি এই বংশের প্রথম মহাপুরুষদিগের অজ্ঞাত ছিল। বাবর বা হুমায়ুন বা আকবরের মার্জ্জিত লৌহ পরিচ্ছদে, বিশাল বা নীচাশয়তা স্থান পায় নাই। জহাঙ্গীরের সময়ে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অসীম পরাক্রমের সহিত অসীম রূপের মিলন হইয়াছিল। তাহাতে আবার জাহাঙ্গীর শাহা অর্দ্ধেক রাজপুত ছিলেন; মহারাজ ভগবানদাসের দৌহিত্র, মহারাজ মানসিংহের ভগিনী পতি; জাহাঙ্গীকে তাঁহার হিন্দু প্রজারা হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিত।

আমীরগণ নীরবে সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া; বক্ষের উপর হস্তদ্বয় ন্যস্ত করিয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সিংহাসনের বামে মোল্লা ও রাজবাটীর কর্ম্মচারী ও রাজসেনার অধিনায়কবৃন্দ।

জাহাঙ্গীর বলিলেন, "দারোগা খাওয়াস, উদয়পুরের দূতকে আন।" দারোগা খাওয়াস, এরাদত খাঁ কুর্ণীষ করিয়া পিছু হটিতে হটিতে দেওয়ানী আমের চন্দনকাষ্ঠ বিনির্ম্মিত বৃহৎ দ্বার দিয়া বাহির হইলেন, এবং চারিদিকে চোপদারে বেষ্টিত করিয়া উদয়পুরের দূতকে আনিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত করিলেন। দূত আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত যোগীবর। সেই গৈরিক বসনে আবৃত সমর বেশ, মস্তকে সেই জটাজূটের আবরণ, হস্তে সেই প্রকাণ্ড ত্রিশূল। এরাদত খাঁ ত্রিশূলটি হাত হইতে লইয়া সেই খানে রাখিলেন, বলিলেন,

"জাহাঁপণার সমক্ষে অস্ত্রের প্রয়োজন নাই"

দূত সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন,

"তা, আচ্ছা। তবে রাখুন,

এরাদত্ত। "বাদসাহের সমক্ষে আপনাকে প্রণিপাত করিতে হইবে।"

দূত। "শ্রীশ্রীএকলিঙ্গ ব্যতীত আমি কাহারও সমক্ষে প্রণিপাত করি না।"

এরাদত খাঁ আর কিছু না বলিয়া চোপদারদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। চোপদারেরা দেওয়ানী আওমের দ্বার সম্পূর্ণ না খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ মাত্র খুলিল। গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে দূতকে আগে মাথা গলাইতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার প্রণাম করা প্রকারতঃ হইবে। দূত তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সগর্ব্বে হাস্য করিয়া সেই গবাক্ষ পথে প্রথমে পা গলাইয়া দিলেন। অবশেষে ক্ষুন্নমনা এরাদত খাঁ তাঁহাকে আনিয়া জাহাঙ্গীরের সিংহাসনের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। জাহাঙ্গীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"দূত! উদয়পুরের বিদ্রোহী জাইগীরদার মহারাণা—অমরসিংহ আমাদের প্রস্তাবে কি বলেন।"

দূত। "মহারাণা অমরসিংহ বিদ্রোহী জাইগীরদার নহেন; তিনি স্বাধীন রাজা। তিনি বলেন অন্তল, চিতোর প্রভৃতি তাঁহার নগর গুলি যাহা আপনি বলপূর্ব্বক দখল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিউন; আপনার রাজ্যমধ্যে গোবধ নিবারণ করুণ, তাহা হইলে ভারতের শান্তি অভগ্ন থাকিবে, নতুবা তিনি সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবেন।"

জাহাঙ্গীর। হাঁ! উদয়পুর আমার স্বর্গীয় পিতার প্রদত্ত শিক্ষা কি এত শীঘ্র ভুলিয়াছেন?"

দূত। "জাহাঁপনা! উদয়পুর আপনার পিতার প্রদত্ত শিক্ষা ভুলেন নাই—আপনার পিতার প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে, উদয়পুর শিখিয়াছেন যে এক স্থিরকল্প হৃদয়ের বলে সমস্ত পৃথিবী বিজিত হইতে পারে; যে, মনের বলে—হৃদয়ের বলেই সংগ্রামে জয়লাভ হয়।"

জাহাঁঙ্গীর। "তোমার প্রভু কি জানেন না, যে তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য আমার ইচ্ছা হইলে, আমি একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিতে পারি ?"

দূত ঈষৎ হাসিয়া সগর্ব্বে বলিলেন—

"আলমগীর! আপনার পিতা, মহাত্মা আকবর যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই কিন্তু—সফলপ্রযত্নও হইতে পারেন নাই।"

জাহাঙ্গীরের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন,

"তোমার প্রভুকে বলিও তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর আমার তোপের মুখ হইতে দুই মাসের মধ্যে বনাসের তীরে তিনি পাইবেন। মীর তাজক! বীড়া আন, আমি সেনা পতি বরণ করিব। তরুণ যোদ্ধাগণ! তোমাদের মধ্যে এই যুদ্ধে কে সেনাপতি হইতে চাহ?"

খাঁ জাহাঁলোদী, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি যুবা সর্দ্দার দল সকলে সাগ্রহ নয়নে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু মীর তাজক স্বর্ণপাত্রে পাণের বীড়া যেমন লইয়া যাইতে ছিলেন, জাহাঙ্গীরের পুত্র শুলতান খুরম অগ্রসর হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন ও উষ্ণীশে পরিধান করিলেন। জাহাঙ্গীর সাহ্লাদে বলিলেন,

"পুত্র! তুমি মোগল কুলের গৌরব। দূত! তুমি সমস্ত দেখিলেত এক্ষণে বিদায় হও। উজীর! দূতকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ইনাম দাও! ওমরাহ গণ! সভা ভঙ্গ হইল।"

বলিয়া জাহাঙ্গীর উঠিলেন। দূত এমন সময়ে বলিলেন,

"জাহাঁপনা! আমি ব্রাহ্মণ, যবনের দান গ্রহণ করি না।"

জাহাঙ্গীরের মুখ আবার রক্ত বর্ণ হইল, কিন্তু তিনি কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

লুকিয়ে প্রণয়।

রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া খাঁজাঁহা লোদীর এরাদত খাঁয়ের সহিত দেখা হইল। এরাদত বলিলেন," লোদী তুমি কোথা যাইতেছ?"

লোদী। "আমি? আমার একটু প্রয়োজন আছে।"

এরাদত। "বলি কোন দিকে যাইতেছ?"

লোদী। "কোন দিকে?—তাইত, কোন দিকে?" বলিয়া লোদী দ্রুত পাদ বিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন।

এরাদত বলিলেন "এই যে তুমি যমুনার দিকে চলিয়াছ, আমিও সেই দিকে যাইব। চল একত্রে যাই।"

লোদী ভাবিলেন " কি উৎপাত!" কিন্তু কিছু না বলিয়া আরও দ্রুত চলিতে লাগিলেন। এরাদত মোটা মানুষ শীঘ্রই হাঁপাইয়া পড়িলেন, বলিলেন,

"লোদী, তুমি রূপ সিংহকে কাবুলে দেখিয়াছ কি?" (লোদী দ্রুত চলিতে চলিতে) "রূপ সিংহ? রূপ সিংহ কে? আমি চিনি না।"

এরাদত। [হাঁফাইতে হাঁফাইতে]। "রূপ সিংহকে চেন না? লোদী তুমি বড় অভদ্র! এত দৌড়িলে তোমার সঙ্গে মানুষে চলিতে পারে? রূপ সিংহ মান সিংহের জামাতা।"

লোদী প্রাণের দায়ে একটু আস্তে চলিতে লাগিলেন, বলিলেন "রূপ সিংহ? বক সিংহ। সেই লম্বা অসভ্য—"

এরাদত। "লোদী খবরদার!! মান সিংহের জামাতা সম্বন্ধে ও রকম করিয়া কথা বলা উচিত নয়। আহা! কি সুন্দর রাত্রি!—"

লোদী। "অতি চমৎকার! তারাগুলি আকাশের উপর মানুষের গায়ে বসন্তের ন্যায় ফুটিতেছে! চাঁদের আলোকে গাছগুলা শাদাটে

মেরে মহাব্যাধিগ্রস্ত রোগীর ন্যায় দাঁড়ায়ে আছে! অদূরে কলকণ্ঠ কুক্কুর গুলির ডাক কি মধুর বোধ হইতেছে! সুমুখে গোময়ের ঢিবি থেকে কি মনোহর দুর্গন্ধ উঠছে! ও বাবা! ওটা কি?—"

বলিয়া লোদী দৌড়িতে লাগিলেন। এরাদত "কি?"—বলিয়া লোদীর কাপড় ধরিয়া গজেন্দ্র লম্বোদরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর লোদী বলিলেন,

"এরাদত! সম্রাট তোমাকে কেমন ভাল বাসেন, তুমি আমার জন্য একটা কাজ করিতে পার?"

এরাদত নিজের প্রতিপত্তিতে গর্ব্বিত হইয়া লোদীর কাপড় ছাড়িয়া দিয়া সাহঙ্কারে বলিলেন "কি কাজ?"

লোদী দ্রুত চলিতে চলিতে বলিলেন, "তা'ইত। কি কাজটা ভাল! দাঁড়াও মনে করি।"

উভয়েই যমুনার তীরে একটা গাছ তলায় দাঁড়াইলেন। লোদী আস্তে আস্তে তাঁহার পরিধানে মহার্ঘ পরিচ্ছদ একে একে খুলিয়া একটি গাঁটরী বান্ধিতে লাগিলেন। এরাদত বলিলেন, "কি কাজ? তা, তুমি কাপড় খুলিতে লাগিলে কেন?"

লোদী (গাঁঠরী বান্ধিতে বান্ধিতে)। "আমি ভাবিবার সময় সমস্ত কাপড় না খুলিলে, বিস্মৃত বিষয় কিছুতেই মনে করিতে পারি না। এরাদত! ও গাছে ও কি—ই—ই!"

বলিয়া, এরাদত যেমন তাঁহাকে ধরিতে যাইবেন, অমনই লোদী লাফাইয়া যমুনার জলে পড়িলেন। এরাদতের আর কথা কহিবার সাধ্য ছিল না। কতক ক্ষণ এরাদত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, অবশেষে লোদীকে ডাকিলেন, যমুনার মধ্য হইতে "মও" করিয়া উত্তর অসিল। এরাদত আবার ডাকিলেন এবার যমুনার জল "মেউ" করিয়া উঠিল। এরাদত খাঁ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কোন প্রকারে বাড়ী আসিয়া, শীরাজের স্নিগ্ধ সুরা টানিতে টানিতে তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিলেন; যে তিনি স্ব চক্ষে দেখিয়াছেন যে খাঁজাহাঁ লোদীকে যমুনার তীরে একটা বৃক্ষ হইতে শয়তান আসিয়া গ্রাস করিয়াছে, যে তিনি কোরাণের

বয়েৎ আওড়াইয়া সেই শয়তানের হাত হইতে কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছেন।

এদিকে খাঁজাহাঁ লোদী যমুনার অপর পারে উঠিয়া, এক খানা শূন্য নৌকার উপর বসিয়া আপনা আপনি হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

"কি বলাই? কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িবে না? রূপ সিংহ, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা শুনিলে কত হাসিবে! যাহা হউক, সহরে আর এক মাস থাকিতে হইলেই ত মারা গিয়াছি! সহরে এরাদতের ন্যায় ভূতগুলার প্রভুর্ভাব। যাহার পক্ষে অগ্রার জল বায়ু ভাল, তাহার পক্ষেই ভাল, জাঁহাঁ লোদীর পক্ষে ত নয়! বারুদের ধুয়াঁ লোদীর নিশ্বাসের বায়ু, ঘোড়ার পীঠ লোদীর রত্নময় মস্‌নদ্, মার্জ্জিত তলবার লোদীর রাজ-দণ্ড, রণমত্ত শিপাহীর হুহুঙ্কার লোদীর সুমধুর গাণ! আগ্রা থেকে পালাতে পারিলে বাঁচি। তা এলামই যদি ত একবার দেখা করিয়া যাইব না? তা এরাদত খাঁর পাল্লায় পড়িয়া দেখা করা হইয়া ছিল আর কি? যা হউক এখন সেইদিকে যাওয়া যাউক।"

লোদী এইরূপে অপনা আপনি বকিতে বকিতে পরিচ্ছদ পরিলেন। কটিবন্ধে অসি ঝুলিল। অল্প টানিয়া সেই চিরবিশ্বস্ত বন্ধুকে কোষের মধ্যে আল্গা করিয়া রাখিলেন। হঠাৎ লোদীর ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল, সেই পরিষ্কার প্রশস্ত ললাটগগণ, চিন্তার মেঘে, আচ্ছন্ন হইল "যদি তাহার হৃদয় আর কাহারও হয়?" লোদী দ্রুত পাদ বিক্ষেপে চলিলেন দক্ষিণ হস্ত তরবারি বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়াছে। আবার ক্ষণ-কাল পরেই ললাট পরিষ্কার হইয়া গেল, লোদী গুণ গুণ রবে গাণ করিতে করিতে চলিলেন। অল্পদূর যাইয়া একটা প্রাচীরের খড়া বহিয়া উঠিয়া, এক উদ্যানের মধ্যে নিঃশব্দে লাফাইয়া পড়িলেন, নিক-টস্থ বৃক্ষের তলায় এক যুবতী বসিয়া। যুবতী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা প্রসন্নময়ী, যাঁহাকে আমরা বিজয়সেনীরমন্দিরে যোগীর সহিত দেখিয়া ছিলাম।

আফগানের আগমনে, প্রসন্নময়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "ভাই আছেন ত?"

লোদী (বিহ্বলের ন্যায়)। "হাঁ আপনি ভাল আছেন ত?"

প্রসন্ন (লোদীর প্রশ্নে উত্তর না করিয়া)। "আপনি এখানে আসিলেন কেমন করিয়া?"

লোদী ফাপরে পড়িলেন। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন তাহা ত আর বলিতে পারেন না? অথচ বলেনইবা কি? ভাবিয়া অস্থির। প্রসন্ন তাঁহার প্রতীক্ষায় কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া অবশেষে হাসিয়া ফেলিলেন, লোদী ও নিজের মূখতায় হাসিতে লাগিলেন, এবং একবারে মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "গাছ থেকে পড়েছি।"

প্রসন্ন আরও হাসিতে লাগিলেন। লোদী আপনাকে মনে মনে অত্যন্ত গোরু বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এবং নিজের অপ্রতিভ অবস্থা, হাসিয়া ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া, বিফল প্রযত্ন হইয়া, আরও অপ্রতিভ হইলেন। মনে করিলেন কথোপকথন আরম্ভ করিবেন কিন্তু কি বলিয়াই বা প্রথম আরম্ভ করেন। একবার ঠাওরাইলেন এই বলি---না ওটা তত ভাল না---এই রকম করিয়া আরম্ভ করা যাউক---না উহাতেও সুবিধা হয় না---দূরহউক ত বলাই বা যায় কি? কতকি বলিবেন মনে করিয়া আসিয়া ছিলেন এক্ষণে বলাই বা যায় কি? লোদীর অবস্থা অতি শোচনীয়! এমন সময়ে সেই উদ্যানে মনুষ্যের কথোপকথনের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। লোদীর হাত কটিস্থিত তরবারে ন্যস্ত হইল, কিন্তু প্রসন্ন তখন বলিলেন,

"পিতা ও মহারাজ এই দিকে আসিতেছেন? আমি চলিলাম।'

লোদী এবার সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন, "তা কাল' এমনই সময় এখানে দেখা হইবে কি? আমার অনেক কথা বলিবার আছে।'

প্রসন্ন "আচ্ছা" বলিয়া সরিয়া গেলেন। লোদীও এক বৃক্ষ দিয়া প্রাচীরে উঠিলেন এবং তাহার পর আবার খড়া বহিয়া বাহিরের দিকে নামিলেন। পথে আসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,

"কি উৎপাত! স্ত্রীলোকেরা যথার্থই রাক্ষসী বটে। তা না হইলে উহাদের সম্মুখে ভয় হয় কেন? যদি আজ প্রাতে আমাকে কেউ ভীরু বলিত, আমি তাহার রক্ত দর্শন না করে জলগ্রহণ করিতাম

না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি কি? কতকি বলিব মনে করে আসি-লাম শেষে বলিলাম কি না আমি গাছ থেকে পড়েছি! মনেই বা করিবে কি? যে আমি একটি বানর? যাক মরুক আজ যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে কাল দেখা যাইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে লোদী অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

পিতা ও পুত্রী।

লোদী উদ্যান হইতে যেমন গেলেন অমনই সেই স্থানে প্রাচীন বুন্দী পতি, সুজন সিংহ হাড়া, ও আমাদের যোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগী বলিতেছিলেন,

সুজন! তুমি চিরকালের জন্য যবনের দাস হইয়া থাকিবে?"

সুজন। "না থেকে কি করি?"

যোগী। "কি কর? তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা কি করে ছিলেন?"

সুজন। "সে কাল আর একাল?"

যোগী আগ্রহ সহকারে বলিলেন "প্রকৃত যে বীর হয়, তাহার কাছে কালভেদ নাই।"

সুজন। "তুমি পাগলের মত কথা কহিতেছ। আমাদের সাধ্য কি?"

যোগী। "এত দিনে বুঝিলাম যে সিংহ অনেক দিন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিলে অবশেষে কুক্কুরের স্বভাব প্রাপ্ত হয়।"

সুজন সিংহের মুখ রক্ত বর্ণ হইল। তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত আলু হাড়ার বীরশোণিত সেই ঠাট্টায় আগুন হইয়া উঠিল, কিন্তু সুজন কিছুই বলিলেন না। যোগী আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি সেই চৌহান কুমার—কাশীতে আমার সহপাঠক? হায়! তোমার এই দশাও আমাকে দেখিতে হইল!"

সুজন সিংহ বন্ধুর নিরাশায় কাতর হইলেন, তিনি বলিলেন, "তা তোমার মহাব্রতটা কি? আগে তাহাই কেন বল না? তাহার পর ওসব কথা হইবে এখন।"

যোগী। "তোমাকে বলে কি হইবে? তোমার স্বার্থ এক, আমার স্বার্থ এক।"

সুজন। "তোমার ব্রত উদ্ধারের সঙ্গে আমার স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্ক কি?"

যোগী হটাৎ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিলেন,

"আমার মহাব্রতটা কি তা শুনিবে? অমার মহাব্রত---আর্য্যের উদ্ধার, দুষ্টের দমন।"

সুজন। "চ—!"

যোগী পরুষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "সাবধান! সুজন ছাড়া!

সুজন। "ছেলে বেলার কথা একবারে কি ভুলা যায়?"

যোগী। "ছেলে বেলা! আমার ছেলে বেলাও নাই, সুতরাং ছেলে-বেলার কথাও নাই।"

সুজন। "তুমি পাগল হয়েছ।"

যোগী। "আমি পাগল! সুজন ছাড়া! তুমি যদি আমার মত ভুগিতে তা হলে তুমিও পাগল হইতে। পাগলে না পূর্ব্বের কথা সব ভুলে যায়? আমি ত ভুলিতে পারি না! পিতার অবমাননা, মাতার মৃত্যু, পাপকলুষিত যৌবন, নিষ্ফল মনুষ্যত্ব! আর সেই বালি-কার স্নেহময়ী মুখখানি---কই কিছুইত ভুলিতে পারিলাম না?" যোগীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; মর্ম্মপীড়ায় যোগী হাত দিয়া মাথা টিপিয়া ধরিলেন। ছাড়াও নীরবে শৈশববন্ধুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ছাড়ার চক্ষে বিপুল দয়া---সহানুভুতি। ক্ষণকাল পরে যোগী উন্মা-দের ন্যায় হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সেই সব কথা কেবল সময়ে সময়ে ভুলি। যখন ঘন ঘন তোপের আওয়াজে মন প্রাণ মেতে উঠে, যখন শত্রুর অস্ত্র হইতে আমার এই ত্রিশূল ভীম প্রতিঘাতে প্রতিহত হয়—তখনই কেবল সেই সব কথা ভুলে যাই।"

যোগীর চক্ষু হইতে অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই বিশাল দেহ, হৃদয়ের আগ্রহে বিশালতর দেখাইতে লাগিল। যোগী আবার বলিলেন,

"সুজন! তুমি ত জান, প্রসন্নের গর্ভধারিনীকে কত ভাল বাসিতাম; হৃদয়ের সহিত, মনের সহিত, প্রাণের সহিত, ভাল বাসিতাম। সেই মুখ খানি মনে পড়িলে এখনও প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠে। সেই স্নেহের প্রতিমা জাহ্নবী জলে বিসর্জ্জন করিয়া আমার জীবনের আর উদ্দেশ্য থাকিল না। আমি বনে বনে, নদী শৈকতে, পাহাড়ে, পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। পাগল বলিয়া, যে দেখিত, সেই ঠাট্টা করিত, ঢীল মারিত। শেষে এক দিন জননীকে স্বপ্নে দেখিলাম। সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি আর একবার দেখিলাম। মনে করিলাম ছেলেবেলার মত মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইব। মা বলিলেন, 'বাছা! তুই অমন করিয়া, পাগল হইয়া বেড়াস কেন? জীবনে তোর দ্বারা একটা মহৎ ব্যাপার সংসাধিত হইবে—আর্য্যের উদ্ধার দুষ্টের দমন! পথে অনেক বাধা পড়িবে সেই বাধা অস্ত্রপ্রহারে অপসৃত করিবি। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি অবশেষে সফল প্রযত্ন হইবি।' সুজন হাড়া! সেই দিন অবধি আমি এক উদ্দেশ্য পাইলাম, সেই দিন অবধি আমার উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমি এইরূপ—নির্ম্মম ও নির্ভীক! সময়ে সময়ে জীবনভার অবহনীয় হইয়াউঠে। তখন মরিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করি। কিন্তু জীবন ত যায় না! রণক্ষেত্রে কত উচ্চ জীবন, কত যুবা জীবন, কত নিষ্কলঙ্ক জীবন, আমার চারি দিকে যায়; কিন্তু আমার এ পাপজীবন ত যায় না!"

যোগীর স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। হৃদয়ের হতাশ্বাস কঠোর মুখের প্রত্যেক রেখায় দেখা যাইতে লাগিল। যোগী হস্তদ্বারা মুখ আবরিত করিলেন। সুজন সিংহের বীরহৃদয় এই নির্ব্বাক মনঃকষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হইল। স্নেহভরে, হাড়া যোধ, যোগীর স্কন্ধে হাত দিলেন। যোগী সুজনের মুখের দিকে সাগ্রহ নয়নে চাহিলেন; সুজনের চক্ষে সহানুভূতির, অকপট স্নেহের, অশ্রু দেখিয়া, যোগীর সেই কঠিণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল—ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিকম্পিত হইল, চক্ষে জল আসিল। কিন্তু সে ক্ষণেকের তরে। যোগী বিপুল চেষ্টায় সেই হৃদয়ের বেগ দমন করিলেন—মুখ পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্ত ও কঠোর হইয়া উঠিল—

হৃদয় হইতে স্নেহ, মমতা, সমস্ত কোমলভাব দূর হইল। যোগী আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন।

"সম্প্রতি আমি এক বিপদে পড়িয়াছি। তুমি আমার সহপাঠক, যৌবনের বন্ধু, তাহাতে আবার তুমি সরলচেতা, উন্নতহৃদয়—বীরকেশরী। তুমি সাহায্য করিলে, সে বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি। সুজন হাড়া! তুমি কি আমাকে সাহায্য করিবে?"

সুজন। "আমার স্বামীধর্ম্ম বাঁচাইয়া যা করিতে বলিবে তাতেই আমি প্রস্তুত।"

যোগী। "হাড়ার বাক্য—অন্যথা হয় না।"

সুজন সিংহ কটিতে বিলম্বিত অসির মুষ্টি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া, বলিলেন।

"ঢাল তলবার কি আন—আমি সত্য করিলাম।"

যোগী সুজন সিংহকে হৃদয়ে ধরিলেন। সেই প্রাচীন যোধদ্বয় ক্ষণেক এইরূপে নীরবে থাকিলেন। সুজন বলিলেন,

"কি সাহায্য করিতে হইবে বল।"

যোগী। "হাড়াবীর! তুমি ত জান, এক্ষণে প্রসন্ন আমার একমাত্র স্নেহের সামগ্রী। তাহার মায়াতে আমি বড়ই ঠেকা। দুর্দ্দমনীয় হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি জয় করিয়াছি, কেবল এই স্নেহটা জয় করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার জীবনের দশা ত এই—কখন মরি তাহার ঠিক নাই। আমি মরিলে আমার বালিকা কাহার কাছে থাকিবে?"

এবং তিনি অভাবে কন্যার কি হইবে ভাবিয়া, সেই সিংহবিক্রান্ত, নির্ম্মম, যোদ্ধার চক্ষে জল আসিল। হৃদয়ের উদ্বেলনে মার্জ্জিত উরস্ত্রাণ ঘন ঘন উঠিতে লাগিল, পড়িতে লাগিল। সুজন সিংহ বলিলেন,

"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি প্রসন্নকে রক্ষা করিব।"

এমন সময়ে অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া, প্রসন্ন সহসা পিতার সমক্ষে দাঁড়াইলেন। বীর অহঙ্কারে উৎফুল্ল সুন্দর মুখ খানি, পিতার উচ্চ উদ্দেশ্যে গর্ব্বিতা প্রসন্নময়ী। সেই মুহূর্ত্তে যোগীর কঠোরতা-

-ব্যঞ্জক মুখের সহিত সেই সুন্দর মুখ খানির কত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া ছিল! উচ্চহৃদয়তা, যোদ্ধার বীরগর্ব্ব, আবার রমণী হৃদয়ের অনন্ত স্নেহ, একত্র মিশিয়া, সেই মুখের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল! পিতার দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া, প্রসন্ন আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বাবা! মাতৃ আজ্ঞা পালন করুন। ত্রিশূলের প্রহারে এই বাধা আপনার পথ হইতে অপসৃত করুন। আপনার অস্ত্রে বিদীর্ণ হইয়া, আপনার মহাব্রত সাধনের জন্য, আমি প্রাণ দিব---এর অপেক্ষা সুখের মরণ আমার আর কি আছে? অতএব মারুণ---আমি বুক পাতিয়া দিলাম।"

বলিয়া, বালিকা সাহঙ্কারে বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইলেন। যোগী এত ক্ষণ দাঁড়াইয়া থর থরে কাঁপিতে ছিলেন, হটাৎ "জয় কালী! ব্রত সাধনের জন্য আমার সর্ব্বস্ব ধন বলি দিলাম!" বলিয়া হুহুঙ্কারে ত্রিশূল উঠাইলেন। চন্দ্রের শীতল আলোকে সেই নিষ্ঠুর ত্রিফলা একবার চমকিল। তখনও বালিকার নির্ভীক মুখে সেই সাহঙ্কার, অথচ অনন্ত স্নেহময়ী হাসি! এমন সময়ে বৃদ্ধ হাড়া যোধ নিমেষের মধ্যে তলবার নিষ্কাশিত করিয়া, ভীম প্রহারে সেই লক্ষিত ত্রিশূল ফিরাইলেন---

"কি সর্ব্বনাস! থাম!'

উত্তোলিত ত্রিশূল ধীরে ধীরে সংযত হইল। যোগী কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পড়িলেন। প্রসন্নময়ী ত্রস্তে অগ্রসর হইয়া পিতাকে ধরিলেন, ভূতলে বসিয়া, সেইজটাজুট বিভুষিত মস্তক সস্নেহে, ধীরে ধীরে, আপনার অঙ্কে রাখিলেন। যোগী জ্ঞান শূন্য! আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় আকৃষ্ট হৃদয়ের গুণ শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র সহস্র আবেগ হৃদয় গগণে আবির্ভূত হইতেছে আবার বিলীন হইতেছে---কাজেই জ্ঞান শূন্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন সন্ধ্যার পর, লোদী আসিয়া উদ্যানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু প্রসন্নময়ী সেখানে নাই। লোদী এদিক ওদিক করিয়া খানিক বেড়াইলেন, নিকটস্থ গাছ হইতে গোটাকতক পাতা ছিঁড়িলেন, অবশেষে ঘণ্টা খানেক পরে অতিশয় চটিয়া যে পথে আসিয়া ছিলেন, সেই পথে চলিয়া গেলেন। পথে তাঁহার রাগ কমিতে লাগিল মনে মনে বলিতে লাগিলেন "হয়ত ওবাটীতে নাই। হয়ত কোন কার্য্যবশতঃ বাপের সঙ্গে আগ্রা থেকে চলিয়া গিয়া থাকিবে।" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে লোদীর মনে হঠাৎ উদয় হইল "যাই, ফিরে যাই, বাটীতে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" লোদী এই মনে করিয়া কতক দূর প্রসন্নময়ীর বাটীর দিক ফিরিয়া চলিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মনে হইল, যে তিনি বাটীর কাহারও নাম জানেন না, ফিরিয়া যাইয়া, কি বলিয়া জিজ্ঞাসাই বা করিবেন? অতএব ক্ষুণ্নমনে তাঁহাকে আবার ফিরিতে হইল। তিনি ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে এক গলীর মধ্যে দেখিলেন, যে এক জন লোক একটা প্রাচীরের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া, হাতে উলঙ্গ তলবার, এবং চারি জন লোকে তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। নিঃশব্দে যুদ্ধ হইতেছে। উভয় পক্ষের কেহই চীৎকার করিতেছে না। যা কিছু শব্দ হইতেছে সে কেবল অস্ত্রের ঝন্ ঝনা। লোদীর তলবার মুহূর্ত্তমধ্যে নিষ্কাশিত হইল। তিনি হঠাৎ আক্রমণকারীদিগকে প্রচণ্ড তেজে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে যে ব্যক্তি এতক্ষণ আক্রান্ত হইতে ছিলেন, তিনি ও অবসর বুঝিয়া দ্বিগুণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দস্যুরা পলায়ন করিল, তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র সেই স্থানে থাকিল, কারণ লোদীর তলবার এক সাংঘাতিক আঘাতে তাহার স্কন্ধদেশ

খুলিয়া দিয়াছিল। লোদীও অপরিচিত পুরুষ, উভয়েই, মুমুর্ষু দস্যুর নিকট গেলেন। অপরিচিত পুরুষ লোদীকে কর্কশস্বরে বলিলেন।

"তুমি সরে দাঁড়াও। আমি দেখি কে এটা।"

লোদী এই সম্বোধনে অতিশয় চটিলেন এবং বলিলেন,

"মহাশয়! ভদ্র লোকের ভদ্র কথা, ও ভদ্র আচার ব্যবহার। আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করিলাম, আর আপনি আমার সঙ্গে কথা কহিলেন ঠিক যেন আমি একটা বাজারের মুটে, আর আপনি যেন বাদশাহজাদা।"

অপরিচিত পুরুষ কেবল মাত্র "হুঁ!" বলিয়া, লোদীকে ঠেলিয়া, সেই মুমুর্ষু দস্যুর নিকট গেলেন। হেঁট হইয়া দেখিয়া অতিশয় ঘৃণার সহিত বলিলেন,

"এতিমাদ খাঁ! তুমি এখন চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ না কি? হা?"

দস্যু। "না খুরম! আমি চোর নই, তোমাকে প্রতিশোধ দিতে আসিয়াছিলাম।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ।"

এতিমাদ। "তুমি জাননা! তুমি আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

যুবরাজ। "ভাল প্রতিশোধ! তোমার কন্যা দুশ্চরিত্রা, আমার দোষ কি?"

এতিমদাদ। "তাহাকে কে দুশ্চরিত্রা করিয়াছিল? তুমি, খুরম তুমি প্রবঞ্চক—তুমি—"

যুবরাজ আর বিলম্ব না করিয়া মুমুর্ষু এতিমাদের বক্ষে তলবার দ্বারা আঘাত করিলেন। এতিমাদ একবার একটা অস্পষ্ট শব্দ করিল এবং তখনই মরিল। লোদী, যুবরাজ খুরমকে সেই খানে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হন নাই। সম্রাটের বাস স্থানের নিকট এইরূপ হত্যাকাণ্ড প্রায়ই ঘটিত। যুবরাজের নির্দ্দয়তায় লোদীর মনে রাগ হইল বটে, মৃত এতিমা-

দের জন্য লোদীর মনে একটু দুঃখ হইল বটে, কিন্তু লোদীর এটুকু জ্ঞান ছিল, যে রাজার ছেলে দুইটা একটা অন্যায় কর্ম্ম করিলে বিজ্ঞ লোকের কিছু বলা উচিত নহে—লোদী বরং মনে মনে মৃত এতিমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ছিলেন, যে তাঁহার দ্বারাই যুবরাজের সহিত লোদীর এরূপে আজি দেখা হইল---যে তাঁহার কার্য্যবশতঃ লোদী যুবরাজের প্রাণরক্ষা করিতে আজি সমর্থ হইলেন। যুবরাজ লোদীর নিকটে আসিলেন, তাঁহার মুখের গৌরকান্তি যুদ্ধের উদ্যমে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া ছিল, চক্ষুদ্বয় নিষ্ঠুরতায় উদ্দীপ্ত। তিনি সর্পগর্জ্জন স্বরে, চুপি চুপি লোদীর কর্ণের নিকট মুখ দিয়া বলিলেন, "খাঁ জাহাঁ! তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি?"

খাঁজাহাঁ মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি ব্যক্ত করিলেন।

তাঁহার গণ্ডে যুবরাজের উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়িতে ছিল। অজ্ঞাতে লোদীর হস্ত, তাঁহার অস্ত্র আরও বজ্রমুষ্টিতে ধরিল, যেন কোন বিপদ-পাত সন্নিকট। যুবরাজ আবার পূর্ব্বের ন্যায় সর্পগর্জ্জণে বলিলেন

"আজিকার রাত্রের কথা কাহাকেও বলিও না।"

লোদী। "আচ্ছা!"

যুবরাজ। "তুমি আগামী যুদ্ধে আমার অধীনে কাজ করিতে সম্মত আছ?"

লোদী সেলাম করিয়া বলিলেন। "যুবরাজের ফরমা বরদারী অপেক্ষা আমার নিকট অন্য কোন কর্ম্ম অধিক আদরনীয় হইতে পারে না।"

যুবরাজ। "তোমাকে আমার অধীনে সমস্ত রেসালার নায়ক নিযুক্ত করিলাম।"

লোদী যুবরাজকে বারংবার সেলাম করিলেন।

যুবরাজ। "আমি কাল একদল অশ্বারোহী উদয়পুরের দিকে আগে পাঠাইতে চাই। তুমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে?"

লোদী ভয়ানক ফাঁপরে পড়িলেন। কালই আগ্রা ছাড়িয়া যাইতে হইবে? কি বিপদ? কালি যে তিনি প্রসন্নময়ীর সংবাদ লইবেন স্থির করিয়া ছিলেন? প্রসন্নময়ী যে আগ্রা হইতে গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনু-

মান ব্যতীত আর কিছুইত নহে! কালিকার দিনটা দেখিতে পাইলে, তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন। কিন্তু কিই বা করেন? ওদিকে যুবরাজ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, কোন উত্তর না পাইয়া, বলিলেন,

"কি তুমি যেতে অস্বীকার? হাঁ?"

লোদী। "জাহাঁপনা---আমি—আমি যেতে অস্বীকার না।"

যুবরাজ। "বস্! তবে যাও, এখন বাটী যাও। কাল প্রাতে আগ্রা হইতে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হওগে। দশ হাজার অশ্বারোহীর নায়কত্ব করিতে হইবে। মাষাল্লা! সাবধান! কি কি করিতে হইবে সে বিষয় আজি রাত্রেই চিটি পাইবে এখন। আলেকম সেলাম!"

বলিয়া যুবরাজ চলিয়া গেলেন। লোদীও অস্থির মনে নিজের গৃহে ফিরিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

And still he lay and on his thin worn cheek
A purple hectic played like dying day
On the snowtops of distant hills ; the streak
Of sufferance yet upon his forehead lay,
Where the blue veins looked shadowy, shrunk and weak,
*   *   *   *   *

Don Juan.

এদিকে শ্যাম সিংহ অনেক দিন রুগ্ন শয্যায় পড়িয়া অবশেষে কিছু আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এখনও দুর্ব্বল, লাঠির উপর ভর দিয়া একটু আধটু হাঁটিতে পারেন। পৃথাদেবী দিনরাত্র তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং মনে মনে উর্ম্মিলার সহিত তাঁহার সমন্ধ আঁটিতেছেন। পদম সিংহ কখন উদয়পুরে কখন ভৈঁষরোরগড়ে যুদ্ধের আয়োজন লইয়া মহাব্যস্ত। ভৈঁষরোরগড়ের বাহিরের প্রাচীরাদি সারান হইতেছে, পরিখার খাত আরও গভীর করা হইতেছে, ছয় মাসের উপযোগী আহার দ্রব্য আনিয়া ভাণ্ডারে রাখা হইতেছে; প্রাচীরের উপরে ও গড়ের চতুর্দ্দিকে স্থান বিশেষে, তোপ সন্নিবেশিত করা হইতেছে; প্রমরের অধীনে প্রজাবর্গ তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি লইয়া গড়ের মধ্যে আসিতেছে, পুরুষেরা যুদ্ধে যাইবে, স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধের সময় গড়ের মধ্যে থাকিবে। মোগলের সমরবাত্যা প্রথমেই "পাথারের" উপর পড়িবে। প্রমর, নিজের সেনা দলের শিক্ষা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। গড়ের প্রাঙ্গনে দিন রাত্র তাহাদের শিক্ষা চলিতেছে। আর উর্ম্মিলা? উর্ম্মিলা সেই সমরোদ্যোগে, ভীতা হরিণীর ন্যায়, এক পার্শ্বে থাকিয়া, কেবল একখানি সুন্দর মুখচ্ছবির চিন্তা করিতেছেন।

সেই হুল স্থূলের মধ্যে পদম সিংহ এক দিন প্রাতে শ্যামের সহিত গোপনে কি কথা কহিয়া বাহিরে আসিয়া পৃথাকে বলিলেন,

"পৃথা, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে! তুমি আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলে, তা' আমি তোমার যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য শ্যামকে বিয়ের কথা আজ' বলিয়াছি, তিনি সম্মত হইয়াছেন। তুমি এখন আয়োজন কর। অনন্ত মিশ্রকে একটা দিন দেখিতে বল, তাহা হইলেই সব কাজ সমাধা হয়, তোমার হাত থেকে আমি বাঁচি।"

পৃথা দেবী হর্ষোৎফুল্ল লোচনে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"বিয়ের কথায় যন্ত্রণা হইবেই ত', মনে ত আর ছিল না যে উর্ম্মিলার বিয়ে দেবে।" পদম সিংহ পৃথার গালে একটি আস্তে চড় মারিলেন, সুন্দর গাল ঈষৎ আঘাতে লাল হইয়া উঠিল। প্রমর তখন পৃথাকে হৃদয়ে ধরিয়া বারম্বার চুম্বন করিলেন। পৃথা কৃত্রিম রাগভরে বলিলেন,

"আর আদরে কাজ নাই। মেরে আদর! অমন আদর চাই না।"

পদম। বলিলেন "পৃথা ওটা মিথ্যা কথা বলিলে?"

পৃথা। "কি মিথ্যা কথা।"

পদম। "যে আমার আদর চাও না।" পৃথা কৃত্রিম অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "মর'চি।"

বলিয়া পৃথাদেবী রাগভরে যেমন সেখান হইতে চলিয়া যাইবেন, অমনই প্রমর তাঁহার ওড়না খানি ধরিয়া টানিলেন। পৃথা ফিরিয়া বলিলেন,

"প্রমর ঠাকুর! আপনি বড় অত্যাচারী হইয়াছেন, স্ত্রীলোকের উপর দৌরাত্ম্য করা আপনার একটা কুস্বভাব হইয়াছে দেখিতেছি।"

প্রমর কিছু না বলিয়া পত্নীকে হৃদয়ে ধরিয়া বারম্বার চুম্বন করিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ খানি লাল করিয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন,

"যেমন কার তেমনই! কেমন জব্দ করিয়াছি?"

পৃথা স্বামীর আলিঙ্গন হইতে মুক্তি পাইয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন, এবং পলায়নের সময় ছোট হাত খানি তুলিয়া একটি ক্ষুদ্র কীল স্বামীকে দেখাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

এদিকে শ্যাম সিংহ বিবাহে সম্মতি ব্যক্ত করিয়া উর্ম্মিলার প্রতি-

শয় উপকার করিয়াছেন স্থির করিয়া শুইয়া আছেন। অনেক দিন পীড়িতাবস্থায় কালযাপন করিলে লোকে অতিশয় স্বার্থপর হয়। সকলকে অনেক দিন হইতে সেবা করিতে দেখিয়া, মনে হয় বুঝি আমার সেবা করিবার জন্যই ইহাদের জন্ম হইয়াছে। সেই সময়ে সেবকদিগের কোন ইচ্ছা পীড়িতের দ্বারা পূর্ণ হইলে, পীড়িত ব্যক্তি মনে করেন যে সেবকের তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকা উচিত। অতএব শ্যাম সিংহ যখন উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন তখন তিনি মনে করিলেন যে তিনি উর্ম্মিলার এক মহান্ উপকার করিলেন। উর্ম্মিলাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু তথাপি তিনি সেই সময়ে মনে করিয়া ছিলেন যে উর্ম্মিলা তাঁহার দ্বারা অত্যন্ত উপকৃতা হইলেন। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে শ্যাম সিংহ প্রথমে ঈষৎ ঢুলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে পৃথা দেবী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন অনেক দিনের পীড়ায় শ্যাম অত্যন্ত কৃশ হইয়া ছিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখ খানিতে কালী পড়িয়া ছিল, চক্ষের কোলে কালী, পাতলা ঠোঁট দুইটী আরও পাতলা দেখাইতে ছিল; বিশাল গৌরকান্তি ললাটে কষ্টের চিহ্ন। দেখিয়া পৃথার হৃদয়ে বড় মায়া হইল। তাঁহার উর্ম্মিলা, যাহাকে এত আদরে, এত কষ্টে পালন করিয়াছেন, সেই উর্ম্মিলা এত দিন পরে পরের হইবে। পৃথার হৃদয় উচ্ছলিয়া উঠিল—কি যেন একটা উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। পৃথা চক্ষের জল মুছিলেন। তাঁহার এত সাধের আশা আজি সফলোন্মুখ দেখিয়া পৃথার চক্ষে জল আসিল কেন? মানুষের গতিই এই। যত দিন না আশা সফল হয়, ততদিন হৃদয়ে সেই আশা বলবতী থাকে সেই আশার সফলতা হইতে যে কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী কষ্ট সমুৎপাদিত হয়, সেই সমস্ত সে সময়ে মনে থাকে না; কিন্তু সেই সাধের আশা সফল হইলে সেই কষ্টগুলি দৃষ্টিপথে আইসে, এবং তখন তাহারা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে, তখন ইচ্ছা হয়—যদি আশা না সফল হইত!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:—

প্রণয়।

মরমে পৈঠল স্নেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী ॥

বিদ্যাপতি।

শ্যাম সিংহের সহিত উর্ম্মিলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও শ্যাম সিংহ ভাল করিয়া সারিতে পারেন নাই। উর্ম্মিলার সহিত ভাল করিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেও পারেন নাই। উর্ম্মিলাসুন্দরীকে যখন পৃথা দেবী হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিতেন,

"কি লো উর্ম্মিলে! শক্তাবৎজী তোকে খুব আদর করেন ত?"

উর্ম্মিলা মস্তক অবনত করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। পৃথা দেবী ইহাতে দুঃখিত হইতেন, এবং দুঃখের শান্তি জন্য পদম সিংহের সহিত ঝগড়া করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত দুই এক ঘণ্টা কথা কহিতেন না। আর উর্ম্মিলা সুন্দরী? উর্ম্মিলা কেবল চুপ করিয়া থাকিতেন। স্নেহোচ্ছাসিত হৃদয় কোন বাহ্যিক কার্য্যের দ্বারা উপশমিত হইত না। হৃদয়ের স্নেহ হৃদয়েই থাকিত। শ্যামের মুখ পানে চাহিলে চক্ষে জল আসিত। সরলা বালিকা মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেন বটে, কিন্তু সেই কষ্ট লুকাইত রাখিতে চেষ্টা করিতেন, পাছে পৃথা জানিতে পারিলে শ্যামের উপর রাগ করেন। নিষ্ঠুর শ্যাম সিংহ! কবিকুলের কলঙ্ক! যোদ্ধৃকুলের কালী! অবলা বালিকাকে এরূপ অন্যায় কষ্ট দিতেছ কেন? এইরূপ কিছু দিন যায় এক দিন শ্যাম সিংহ উর্ম্মিলাকে বলিলেন,

"উর্ম্মিলা! আমার কাছে একটু বস।"

ঊর্ম্মিলা বসিলেন। শ্যাম উর্ম্মিলার ক্ষুদ্র হাত খানি আপনার হাতে লইলেন। উর্ম্মিলার চক্ষে জল আসিল, তিনি কান্দিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্নেহভারপীড়িতহৃদয় এত দিনে শান্ত হইল। হৃদয়ের দ্বার এত দিনে উন্মুক্ত লইল শ্যাম সিংহ স্নেহভরে সেই ক্ষুদ্র মস্তকটি হৃদয়ে ধরিলেন। স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়, স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়ের সহিত মিলিত হইল। সেই প্রধান মুহূর্ত্ত অপেক্ষা জীবনে সুখের আর কি আছে? জীবন জলধিতে তোমায় আর একাকী যাইতে হইবে না, শ্যাম সিংহ! দুঃখে সহদুঃখিনী, সুখে সহসুখিনী পাইয়াছ! কবিত্বের সহিত প্রকৃতির মিলন হইয়াছে। তোমার ন্যায় জগতে কয় জন সুখী? সেই বাসন্তী সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু কি সুন্দর দেখাইতেছে! কালবিজয়ী ঐ প্রকাণ্ড তরুরাজির পল্লবোপরে মৃদু চন্দ্রালোক পড়িয়া কি সুন্দর হইয়াছে? পাতা নাড়িয়া আমাদের সুখে তোমাদের আহ্লাদ জানাইতেছ, তরু প্রজাপতিদল? ঈশ্বর তোমাদের সুখে রাখুন! গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপ যেন তোমাদের পক্ষে শীতল বারিধারা সদৃশ স্নিগ্ধ হয়! সুখে থাক প্রকৃতি! ভীমপরাক্রমশালিনী জননী! সুখে থাক! তোমার সমস্ত সন্তান আমার ন্যায় সুখে থাকুক!

"ঊর্ম্মিলা! আমাকে ভাল বাস কি?" বলিয়া শ্যাম সিংহ এই তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন; উর্ম্মিলা অন্য কোন উত্তর না দিয়া, শ্যামের বক্ষে ক্ষুদ্র মুখ খানি লুকাইলেন এবং আনন্দে কান্দিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র আলোড়িত হৃদয় এখনও শান্ত হও নাই? শ্যাম সিংহ, বক্ষোপরে রক্ষিত মুখ খানি নিজের মুখের উপর তুলিয়া রাখিলেন। বারম্বার স্নেহভরে চুম্বন করিয়া উর্ম্মিলার শিক্তগণ্ডপ্রবাহিত অশ্রু ধারা মুছিয়া দিতে লাগিলেন। উর্ম্মিলা মাথা তুলিলেন। অধরে হাসি, নয়নে অশ্রু—মুখ খানি যেন প্রভাতনীহারশিক্ত রক্তপদ্ম, অস্ফুট, অনন্ত, স্নেহে ঢল ঢল করিতেছে। শ্যাম সিংহ অবার সেই মুখকমল চুম্বন করিলেন। ধীরি ধীরি উর্ম্মিলা মস্তক নামাইলেন। ধীরি ধীরি প্রবাল বিনিন্দিত রক্তবর্ণ, রসাল, ওষ্ঠাধর, শ্যামের পীড়ামলিন ললাটে, স্থাপিত হইল। ধীরি ধীরি অনন্ত স্নেহের, অনন্ত প্রত্যয়ের মধুর গাথা প্রেমগদগদ স্বরে ব্যক্ত হইল।

উর্ম্মিলা সুন্দরী শ্যামের পার্শ্বে বসিয়া আছেন, ক্ষুদ্রবাহুদ্বয় শ্যামের গলায়, ক্ষুদ্র সুন্দর মুখ খানি শ্যামের বুকে। স্নেহের ভারে হৃদয় ঢল ঢল করিতেছে। কথা আর বাহির হয় না। সেই নির্জ্জন স্থানে, ক্ষীণ-চন্দ্রালোকে, মনের উল্লাসে, আমাদের ক্ষুদ্র উর্ম্মিলা সুন্দরী ও শ্যাম সিংহ বাক্যরহিত হইয়া বসিয়া আছেন। কথা আর বাহির হয় না। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশে প্রচলিত, সর্ব্বসাধারণ, নয়নব্যক্ত ভাষাতে সেই প্রণয়ীদ্বয়ের কথোপকথন চলিতে ছিল। নয়নে নয়নে সাক্ষাৎ হইতে ছিল। হৃদয়ের ভাব নয়নে ব্যক্ত হইতে ছিল।

যদি এ পৃথিবীতে কোন ভাষা সম্পূর্ণ থাকে তাহা হইলে সে নয়-নের ভাষা। কত অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছা, কত অনির্ব্বচনীয় চিন্তা, কত অনি-র্ব্বচনীয় ভাব, যাহা অন্য কোন প্রচলিত ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না; কিন্তু নয়নের ভাষায় পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত করা অনায়াসসাধ্য! গ্রীস্মের মধ্যাহ্ন সূর্য্যে তাপিত, শ্রান্ত, স্ত্রীলোকটি, পিপাসায় মৃত শিশুটিকে কোলে করিয়া উম্মাদিনীর ন্যায় পথের পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। আপনি উহার অনির্ব্বচনীয় দুঃখে আর্দ্র হইলেন। নিঃশব্দে অপনার চক্ষে জল আসিল। কথায় কি উহার সহিত অতদূর সহানুভূতি প্রকাশ করা যায়? সহানুভূতির অশ্রুবারিতে শিক্ত হইয়া উহার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। কথা দ্বারা কি অপনি এই কার্য্য করিতে পারিতেন? আপনার প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে। শোকার্ত্ত হইয়া আপনি মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাইতে না যাইতেই আপনার চক্ষে তিনি নিজের অদৃষ্ট পড়িয়া লইলেন। কথা দ্বারা কি সমস্ত বলিতে আপনার ক্ষমতা হইত? নয়নের ভাষা এ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সরল এবং সহজে বোধগম্য। অঙ্কস্থিত শিশু হইতে শুভ্রকেশবৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এই ভাষায় পণ্ডিত। এমন কি ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত এই ভাষা বুঝিতে পারে। নয়নের ভাষা স্নেহের ভাষা। যখন পরিপূর্ণ হৃদয়ে স্নেহ আর ধরিতেছে না, তখন কি আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়? কিন্তু তাই বলি-য়াই কি প্রণয়ীর হৃদয়ের ভাব সহ প্রনয়ী হইতে গুপ্ত থাকে? তাহা থাকে না। নয়ন হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত সমস্ত কথা বলিয়া দেয়। নয়নের

ভাষা কত সুস্পষ্ট, কত বলবতী! সরস্বতি তুমি বাগেদবী, কিন্তু স্নেহ তুমি নয়ন-দেব! সরস্বতি তুমি প্রাণীমাত্রকেই বুঝাইতে পার! স্নেহ তুমি অপ্রাণবাণকেও বুঝাইতে পার! সরস্বতি তুমি প্রাণীশ্বরী! স্নেহ তুমি বিশ্বেশ্বর! ধন্য তোমাকে স্নেহ, তোমার অনন্ত শক্তি এ বিশ্বে এমন কেহই নাই যে মানে না! ধন্য তোমাকে স্নেহ তুমিই যথার্থ শক্তি! ধন্য তোমাকে স্নেহ সহস্র বার ধন্য! অনন্ত পরাক্রান্ত বীরেন্দ্র পিতঃ, প্রকৃতি মাতার যোগ্য স্বামী, সন্তানকে ভুলিও না, সর্ব্বদাই চরণে স্থান দিও! যুগে যুগে, কালে কালে, এ বিপুল বিশ্বের জন্মাবধি ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তোমাকে কত নামেই পূজা করিয়াছে, তোমার চিরপবিত্র নাম লইয়া কত নরহত্যা, কত স্ত্রীহত্যা, কত পাপই করিয়াছে। সন্তানের মৃত্যু, সন্তানের কষ্ট, ও বিশাল উরসে কতই দারুণ ক্ষত রাখিয়া গিয়াছে! বিশ্ব-রাজ, সৃষ্টির একছত্র, সর্ব্বশক্তিমান রাজা, তোমার চরণে যেন সুখে দুঃখে সকল সময়ে আমার মতি থাকে! পিতঃ তোমায় আমি হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া যেন অহর্নিশি পূজা করি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

গঙ্গৌরী উৎসব।

বসন্ত শীঘ্রই গ্রীষ্মে পরিণত হইবে। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত চুম্বনে ফুলকুল শুকাইয়া উঠিয়া অবনতশিরঃ হইতেছে। কিন্তু এখনও গোলাপ ফুটিতেছে ও শ্বেত ও পীত চামেলী ও চম্পক ও রক্তজবা। এই সমস্ত ফুল, মালায় গ্রথিত হইয়া তরুণী রাজপুত্রীদের ঘনকৃষ্ণ কেশপাশে, শ্রবণে, ও বলয়রূপে হস্তে শোভা পাইতেছে। এই মদনোৎসবের প্রারম্ভ। তরুদল পাকা ফলের ভরে শাখা অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নানা জাতীয় ফুলের পরিমলে বিভোর পবন তরুণ গ্রীষ্মের উত্তাপে তপ্ত হইয়া বহিতেছে। প্রকৃতি গ্রীষ্মের নবাগমে পরিণামে কি হইবে ভাবিয়া জড় সড়, তাই সমস্ত চুপ; কেবল মাত্র কোকিলের স্বর লহরী গহন আম্রকাননের সুশীতল ছায়ার মধ্য হইতে মধুর নিক্বনে, একবার একবার বাহির হইতেছে। অহিফেন ফুলের রক্ত রূপমাধুরী, পক্ক যবের শীষের পীত সুবর্ণের সহিত মিশিয়া অন্নপূর্ণার শিরে অপূর্ব্ব মুকুটের রূপ ধারণ করিয়াছে।

উদয়পুরে আজি বড় আনন্দ। উদয়পুরে আজি গৌরীর উৎসব। উদয়পুরে আজি গৌরীর আগমে অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শৈলতনয়া পিতৃগৃহে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অবারিত পার্ব্বতীয় বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেন, অন্তঃপুরের বড় ধার ধারিতেন না। জগন্মাতার পক্ষে সমগ্র জগৎই অন্তঃপুর। আজি তাঁহার উৎসব। সেই জন্য আজি অন্তঃপুরের দ্বার উন্মুক্ত—সকলেই স্বাধীন। তাহাতে আবার এই উৎসব প্রকৃত পক্ষে একটী স্ত্রী উৎসব। পুরুষেরা এই উৎসবে প্রকাশ্যরূপে

যোগ দিতে পারেন না। আজি রাজ পথে পুরসুন্দরীরা সকলে বাহির হইয়াছেন। চারিদিকে ফুলের তোরণ, ফুল আভরণ মধ্যে মধ্যে নানা রঙ্গের নিশান উড়িতেছে। দোকানদারেরা তাহাদের সমস্ত বহুমূল্য পণ্য আজি বাহির করিয়া দোকান ও পথ সুসজ্জিত করিতেছে। আজি পথে, পথে, পাড়ায়, পাড়ায়, গান ও বাদ্য ধ্বনি। পথে, পথে, পাড়ায়, পাড়ায়, পুষ্পাভরণা, পুররমনীগণ হাত ধরাধরি করিয়া, মঙ্গল ঘট শিরে, আনন্দোৎফুল্ল মুখে গৌরীজীর স্তব গান করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন। চরণে ঘুঙ্গুর রোল, কল কণ্ঠ নিঃসৃত স্বরলহরীর সহিত, মিশিয়া নির্ম্মল, ঘননীল গগণে বারে বারে উঠিতেছে। মহার্ঘ ওড়নার অবগুণ্ঠণের মধ্য হইতে হাসিমাখা নয়ন উঁকি মারিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে আয়তনয়নে কটাক্ষ হানিয়া কোন "নাগিনীজুল্‌ফ মৃগনয়নী" কোন নির্ভীকহৃদয় রাজপুত যোধের প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিতেছেন। উদয়পুরের প্রাচীরের মধ্যে আজি চারি দিকে আনন্দ। আজি গৌরীজী পেষোলার হ্রদে স্নান করিতে যাইবেন।

আজি উদয়পুরে সকলেই সুখী। মাতার আগমে রাজা ও প্রজা সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। সেই উৎসবের মধ্যে দাঁড়াইয়া আকুঞ্চিত ভ্রূযুগ আমাদের যোগী চিন্তায় মগ্ন। কঠোর ললাটে আনন্দের চিহ্ন মাত্র নাই, নয়নদ্বয় উন্মীলিত কিন্তু সম্মুখের বস্তু দেখিতেছে না। দেহ সেই উল্লাসিত উৎসবের মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু মনভাবী রণক্ষেত্রের প্রত্যেক রক্ষণীয় ও অরক্ষণীয় স্থানের নির্ণয় করিতেছে। হটাৎ চিন্তা ভাঙ্গিল। ঔদাশ্যব্যঞ্জক স্বরে যোগী ক্লান্তভাবে বলিতে লাগিলেন "আর কতদিন! মা! আর কতদিন!" এমন সময়ে প্রসন্নময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগীর মুখ হইতে তাঁহার স্বাভাবিক কঠোরতা ক্ষণেকের তরে অপসৃত হইল। কোমল স্বরে যোগী বলিলেন, "কি মা? কি প্রয়োজন?"

প্রসন্ন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আজ' গৌরীজীর স্নান, অমি যেতে পারি?"

'যোগী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "আচ্ছা!"

এদিকে গৌরীর উৎসবে উদয়পুর যাইতে হইবে বলিয়া পৃথা দেবী পদমসিংহের উপর মহা ধুম করিতে আরম্ভ করিলেন। পদম পৃথার জ্বালায় অস্থির হইয়া বলিলেন,

"কেমন করে তোমরা যাইবে তা'ত বুঝি না। পথে—

পৃথা। "পথে কি— ?"

পদম। "শত্রু থাকিতে পারে।"

পৃথা। "শত্রু ? মোটে এখনও কোথাও কিছু নয়, এক্ষনই শত্রু! ও সব ত কিছুই নয়, কেবল তুমি আমাদের যেতে দেবে না তাই।"

বলিয়া পৃথাদেবী অভিমানে মুখ ফিরাইলেন, এবং সেখান হইতে যাইবার জন্য উঠিলেন। প্রমর তাঁহাকে ধরিলেন, কিন্তু তিনি প্রমরের গালে একটি ক্ষুদ্র চড় মারিলেন, প্রমর বলিলেন, "বস'।"

পৃথা। "বস'ব না। বস'ব কেন? কিজন্য? এ সংসারে আমার একটি কথাও থাকিবে না। আমি যেন বাঁদী দাসী!"

বলিয়া পৃথা অনেক কৌশল করিয়া দুই চক্ষু দিয়া দুই ফোটা অশ্রু জল ফেলিলেন। পদমসিংহ অস্থির হইলেন এবং বলিলেন,

"আচ্ছা যেও। এখন হল' ত?"

পৃথা অনেকটা স্থির হইলেন, এবং পদমসিংহ অনেক প্রকার কাকু-বাদ করাতে অবশেষে পৃথা হাসিলেন। পদম বলিলেন,

"কিন্তু শ্যামের কি হইবে? তোমরা ত চলিলে।"

পৃথা। "কেন? দেখিতে কষ্ট হয় বুঝি তাহাই শ্যামকে এই গড়ের ভিতর চাবী দিয়া রাখিবে?

পদম। "কি বালাই! আমি বল'ছিলাম শ্যামকে সঙ্গে লইয়া যাবে কেমন করে?"

পৃথা। "কেন পাল্কী করে।"

এই কথা বার্ত্তার পর পৃথা দেবী ও উর্ম্মিলা ও শ্যাম সিংহ গৌরীর উৎসব উপলক্ষে উদয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পদম সিংহ গড়ে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অতএব এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় যে উৎসবের কথা বলিতে ছিলাম সেই সময়ে পৃথা

দেবী, ঊর্ম্মিলাও শ্যামসিংহ উদপুরে পেষোলার তীরে ভ্রমরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। পেষোলার তীরে আম্র ও লেবু ও চম্পক ও কদলী ও তিন্তীড়ী বৃক্ষের সুন্দর কাননে আবৃত সেই মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত ভবন; দূরে চারিদিকে উচ্চ শৈল শৃঙ্গ রাশি একের উপর অপর উঠিয়া গগণস্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া, মধ্যে পেষোলার স্বচ্ছ ঘননীল বারি রাশি! শ্যামের পীড়া প্রপীড়িত মন আহ্লাদে নিমজ্জিত হইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একলিঙ্গগড় হইতে ঘন ঘন তোপ গর্জ্জন হইতে লাগিল, অদূরে রাজবাটী হইতে নাগরার আওয়াজ ভেরীর গভীর কণ্ঠের সহিত মিশিয়া পুরবাসীদিগকে জানাইতে লাগিল যে গৌরীজী এবার স্নানে নামিবেন। মহার্ঘ পরিচ্ছদে ভূষিত পুরবাসীগণ পেষোলার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজভবনের সম্মুখে প্রাঙ্গণে মেবাড়ের ঠাকুরবৃন্দ অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন। মহারাণা অমর সিংহ তাঁহার সভাসদগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হ্রদের ধারে আসিয়া বসিলেন।

উৎসবের স্থান ও উৎসবের যোগ্য বটে। পেষোলার ঘননীল জল হইতে তীর ক্রমশঃ উঠিয়া উঠিয়া অবশেষে এক অনুচ্চ পর্ব্বতের রূপধারণ করিয়াছে। সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে রাজভবন ও ঠাকুরগণের প্রাসাদ সমূহ বিরজমান। সেই প্রাসাদ সমূহের ছাদ, গবাক্ষপথ, বারান্দা সর্ব্বস্থানই দর্শকে পরিপূরিত। এবং রাজবাড়ীর "ত্রিপোল" হইতে পেষোলার জল পর্য্যন্ত মর্ম্মর প্রস্তরের ঘাট, উৎসব দর্শনেচ্ছু নানা অলঙ্কার ও বিচিত্র বসনে বিভূষিত রমণীবৃন্দে পূর্ণ। উদয়পুরের সমস্ত পুরসুন্দরীরা আজি সেই খানে। আজি সকলেরই মুখে হাসি। সর্ব্বোপরে মেঘ শূন্য গগণের অনন্ত ঘন নীল চন্দ্রাতপ। নিম্নে পেষোলার স্বচ্ছ ঘননীল জলরাশি; মধ্যে মধ্যে উপরিস্থিত প্রাসাদ ও বৃক্ষ সমূহের ছায়া পড়িয়াছে। এবং চারিদিকে দিগন্ত ব্যাপিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গ শ্রেণী একের উপর অপর উঠিয়া গগণ ভেদ করিয়া রহিয়াছে। অস্তমানসূর্য্যকিরণ সেই সকল শৃঙ্গের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে তপ্তকাঞ্চনে মণ্ডিত করিতেছে। দর্শকেরা সকলেই স্থির নেত্রে গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; রাজবাটীর "ত্রিপোলের" দিকে সকলেই সাগ্রহ হইয়া

চাহিয়া রহিয়াছে। সকলেই স্থির। ঐ দেখ পর্ব্বতের পার্শ্বে পথ দিয়া এক দল, পুষ্পাভরণে ভূষিতা রাজপুত সুন্দরী, হাতে রজতময় যষ্টি, গাণ করিতে করিতে চলিতেছে। পশ্চাতে এক প্রকাণ্ড পাটের উপর, স্বর্ণালঙ্কারে ও রেশমী বস্ত্রে ভূষিত গৌরীর মূর্ত্তি। দুই সুন্দরী, গৌরীর দুই ধারে, রজতময় চামর ব্যজন করিতেছে। ক্রমে গৌরী ও তাঁহার পরিচারিকাগণ আসিয়া মহারাণার নিকট উপস্থিত হইলেন। অমরসিংহও ঠাকুরবর্গ উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে মাতার সম্মান করিলেন। গৌরী অবশেষে জলের ধারে এক সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরসুন্দরীরা হাত ধরাধরী করিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতেছেন। বামাকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর স্বরলহরী, গৌরীর প্রসংশায়, মদনের প্রসংশায়, মেবাড়ের "রাজপুত্রীর" প্রসংশায়, গগণে উঠিতেছে। আহা! কি অঙ্গভঙ্গী! সলজ্জ ও মধুর! কি রূপের ছটা! যেন প্রত্যেক সুন্দরী পর্ব্বত তনয়ার একটি একটি প্রতিকৃতি! কি মধুরকণ্ঠ! কখন স্নেহে অস্ফুট, কখন বীরঅহঙ্কারে দুন্দুভির ন্যায় উৎসাহপ্রদ! সুন্দরীরা সংযুক্তার স্বয়ম্বর গাইতেছেন। সয়ম্বরের সভা গাইলেন—ভারতের সমগ্র ক্ষত্ররথী একত্র সমবেত—মনিমুক্তা, স্বর্ণরচিত বর্ম্মের উপর দীপালোক জ্বলিতেছে, উচ্চচুড় বীরবৃন্দের পদভরে কান্যকুব্জ রাজভবন কাঁপিতেছে; প্রাঙ্গনে ঘোড়ার হ্রেষারব, হস্তীর গর্জ্জন;—সভায় ফুলের তোরণ, ফুল আভবণ—সভা পুষ্পময়; লক্ষ লক্ষ দীপ, লক্ষ লক্ষ মার্জ্জিত রাজমুকুট মণ্ডিত লৌহ কিরীটের উপর চমকিতেছে;—মহারাজ জয়চন্দ্র সভার মধ্যে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট,—সংযুক্তা সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা, বরমালা হাতে, সভায় প্রবেশ করিলেন—"মরি! কি প্রতিমাখানি! অনঙ্গরূপিণী!"—একবার লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন; আবার মুখ তুলিলেন। আহা! কি গ্রীবাভঙ্গী! আহা! কি নয়ন! সহস্র বীরহৃদয়, সহস্র লৌহকবচের তলায় নাচিয়া উঠিল—সংযুক্তা সাগ্রহ নয়নে সকলের মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন—এইত সে সভা যথায় ভারতের চিরবিজয়ী রাজরথীবৃন্দ সকলেই উপস্থিত, কিন্তু কোথায় সেই চৌহান যোধ,

ক্ষত্রশ্রেষ্ঠ, দিল্লীরাজ? ঐ কিরীট সহস্রের নীচে কত সুশ্রী কত উন্নত বীরমুখ রহিয়াছে—সংযুক্তা যে মুখ খুঁজিতে ছিলেন কেবল সেই মুখই তথায় নাই। সংযুক্তা মর্ম্মপীড়া ব্যঞ্জক নিঃশ্বাস ছাড়িলেন—সভায় গোল হইতে লাগিল—অবমানিত রথীবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইলেন—হঠাৎ বাহিরে নাগরা হইতে সমরনাদ বাজিয়া উঠিল—বর্ম্মে আবৃত, দীর্ঘকায়, উচ্চচূড় একবীর উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে সভায় প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "মহারাজ জয়চন্দ্র! চৌহান অনাহূত আপনার সভায় আসিয়াছে।"—সংযুক্তা, অধরে হাসি, নয়নে অশ্রু—চৌহানের গলায় বরমালা ফেলিয়া দিলেন, দ্বার খুলিল, ঘোড়া সম্মুখে—চৌহান শূর সংযুক্তাকে ধরিয়া ঘোড়ায় উঠিলেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে—জয়চন্দ্রের—সভাস্থ কাহারও বাক্যস্ফুর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে বর কন্যা অদৃশ্য!

গান থামিল। আহা কি কলকণ্ঠ! কি তান! কি লয়! মুখে কি উন্নত ভাব! কে তুমি সুন্দরী যাহার মোহন কণ্ঠ শ্রবণে অমরসিংহের হৃদয় দ্রবীভূত হইল? কে তুমি নবীনা গায়িকা যাহার কবিত্বে পুরাকালের দৃশ্য সমূহ, পুরাকালের বীরগাথা, পুনর্জ্জীবিত হইল? যাহার উন্নত হৃদয় মৃগনয়নের প্রত্যেক কটাক্ষে ব্যক্ত হইতেছে? তুমি সেই যোগী যোধের দুহিতা, প্রসন্নময়ী।

সেই কলকণ্ঠের স্বরলহরী শুনিয়া মহারাণার নিকটে উপবিষ্ট শ্যামসিংহের মনে কত ভাবেরই উদয় হইল! সে কণ্ঠ ইহার পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছেন। সেই মোহিনী মূর্ত্তি ইহার পূর্ব্বে তিনি দেখিয়াছেন। শ্যামসিংহ হাত তুলিয়া উত্তপ্ত ললাট মুছিলেন। বিজয়সেনীর মন্দিরে সেই রাত্রি তাঁহার স্মরণ পথে আবার আসিল। শ্যামের হৃদয় এক অনির্দ্দেশ্য ভাবে আলোড়িত হইল।

ক্ষণেক পরে গৌরীর পরিচারিকাবৃন্দ তাঁহার মূর্ত্তির সহিত রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন। অমর সিংহ ও তাঁহার পারিষদবর্গ হ্রদে নৌকায় বেড়াইতে গেলেন। শ্যাম সিংহ প্রগাঢ় অথচ অনির্দ্দিষ্ট চিন্তায়মগ্ন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতে পৃথাদেবী, ঊর্ম্মিলা ও শ্যামসিংহ ভৈঁষরোর গড়ে ফিরিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

হতাশ।

Haideo was Nature's bride—Haidee was Passions child
She knew not this
Born when the sun showers triple light
And scorches even the Kiss
Of his gazzele eyed daughters.

Don Jaun.

পরদিন প্রাতে পৃথাদেবী ঊর্ম্মিলা ও শ্যামের সহিত ভৈঁষরোরগড়ে যাত্রা করিলেন। শ্যামসিংহ সমস্ত সময় চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে সেই যোগীকন্যার সুন্দর মুখখানি, কর্ণে সেই কলকণ্ঠ বাজিতেছে। মনে মনে এই প্রশ্ন উঠিতেছে "আমি কি ঐ যোগীকন্যাকে ভাল বাসি?" আবার মনে মনে এই উত্তরও উঠিতেছে "না!" আবার মনে হইতেছে "তবে তা'র মুখ ভেবে মরি কেন?" শ্যামসিংহ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু পারিতেছেন না। একবার শ্যামসিংহ মনে করিলেন "দূর হ'ক আর ভাব'ব না" কিন্তু সেই মুখচ্ছবি তাঁহাকে ছাড়িবার নয়। শ্যামসিংহ আপনার উপর আপনি বিরক্ত হইলেন; কিন্তু সেই মুখখানি চিন্তা করা কি মধুর, কি সুখকর! অতএব শ্যামসিংহ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং সেই সময়ে ঊর্ম্মিলার সংসর্গ তাঁহার ভাল লাগিল না। আবার ঊর্ম্মিলাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল; কারণ তিনি বাস্তবিকই ঊর্ম্মিলাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু সেই ভালবাসার সহিত তাঁহার অজ্ঞাতসারে অন্য ভাবেরও মিশ্রণ ছিল। তিনি

ঊর্ম্মিলার ভ্রাতাকে বাঁচাইয়াছেন অতএব ঊর্ম্মিলার উচিত তাঁহাকে ভালবাসা। ঊর্ম্মিলা তাঁহাকে ভালবাসিতেন বলিয়া শ্যামসিংহ ঊর্ম্মিলার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন না। তাহাতে আবার ঊর্ম্মিলা বালিকা একেবারে অশিক্ষিতা। ঊর্ম্মিলা শ্যামের সঙ্গী হইতে পারিতেন না। ঊর্ম্মিলার প্রতি শ্যামের ভালবাসা শিশুর পুত্তলের প্রতি ভালবাসার ন্যায় ছিল।

আর ঊর্ম্মিলা সুন্দরী? ঊর্ম্মিলা শ্যামকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। একমুহূর্ত্তের জন্য শ্যাম তাঁহার কাছ ছাড়া হইলে ঊর্ম্মিলা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। শ্যামের প্রতি প্রগাঢ়তম স্নেহই ঊর্ম্মিলার সর্ব্বস্ব ছিল। শ্যাম কোন প্রকারে অসুখী হইলেই ঊর্ম্মিলার হৃদয়ে শেল বিঁধিত।

এখন সেই যোগীদুহিতার ছায়া ঊর্ম্মিলাও শ্যামের মধ্যে আসিয়া পড়িল। শ্যামসিংহ অসুখী হইতে লাগিলেন কিন্তু ঊর্ম্মিলার নিকট সেই অসুখ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন। ঊর্ম্মিলা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে ভয় হইল, বুঝি শ্যাম ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আর ভাল বাসিবেন না।

প্রত্যয়ই প্রকৃত প্রণয়ের ভিত্তি। যদি একবার প্রত্যয়ের হ্রাস হয় তবে প্রণয়েরও সেই সঙ্গে হ্রাস হইবে। শ্যামের আর ঊর্ম্মিলার প্রতি প্রত্যয় নাই। শ্যামের ঊর্ম্মিলার প্রতি ভালবাসারও হ্রাস হইল। সুখ স্বপ্ন কি ভাঙ্গিল ঊর্ম্মিলে? এত আশায় কি ছাই পড়িল? নির্জ্জনে ঊর্ম্মিলাসুন্দরী কাঁদিতেন কিন্তু শ্যামের সাক্ষাতে চক্ষু মুছিয়া শ্যামের পরিতোষের জন্য হাসিমুখে বেড়াইতেন। এই রূপ মনঃকষ্টে ঊর্ম্মিলার শরীর দিন দিন হীনবল হইতে লাগিল। উজ্জ্বল নয়ন আভাহীন হইতে লাগিল। চক্ষের কোলে কালী পড়িতে লাগিল। ক্ষুদ্র, স্নেহময়, সহিষ্ণুহৃদয় নির্জ্জনে ভগ্ন হইতেছ! তোমার হতাশা, তোমার অনির্ব্বচনীয় কষ্টের ইতিহাস কে জানিবে? প্রিয়তম—জীবনাপেক্ষা সহস্রগুণে প্রিয়তম শ্যামকে নিজের স্বার্থপর কষ্ট জানাইয়া কষ্ট দিতে অসম্মত বলিয়া নির্জনে ভগ্ন হইতেছ, ধীর-

হৃদয় ! একটি মাত্র কথার উপর তোমার সমস্ত নির্ভর করিতেছে, কিন্তু তাহা বলিলে পাছে শ্যাম কষ্ট পান তাই বলিবে না ? স্ত্রীহৃদয়ের বীরধৈর্য্য কে বুঝিবে ? স্ত্রীহৃদয়ের প্রকৃত বীরত্ব কে বুঝিবে ? স্ত্রীহৃদয়ের নীরব সহিষ্ণুতা কে বুঝিবে ? নিষ্ঠুর সমাজের নির্দ্দয় নিয়মে প্রপীড়িত হইয়া কত স্ত্রীহৃদয় নীরবে ভগ্ন হয় ! মনের দুঃখ মনেই থাকে। দুঃখ নিবারণ করিতে কোন চেষ্টা করিবার জো নাই তাহা হইলে সমাজ আসিয়া স্ত্রীসর্ব্বস্বধন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কালী দিবে ! দুঃখ কাহাকেও বলিবার জো নাই তাহা হইলে সমাজ টের পাইবে। কোন মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দুঃখ ভুলিবার জো নাই তাহা হইলে সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ হইবে, সমাজ চীৎকার করিবে। মনের দুঃখ মনেই থাকে।

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের এক মাত্র ভরসা পতিস্নেহ। পতিপরায়ণা হিন্দু সতীর পতিস্নেহই সর্ব্বস্বধন। সেই স্নেহ কোন প্রকারে বিনষ্ট হইলে পৃথিবীতে সতীর আর কি রহিল ? ঊর্ম্মিলা মনে করিলেন তাঁহার সর্ব্বস্বধন বিনষ্ট হইয়াছে। সেই মৃত স্নেহের চিতায় ঊর্ম্মিলার হৃদয়ও দগ্ধ হইতে লাগিল। এবং সেই হৃদয় দাহর কষ্ট কি ভয়ানক ! একবার একবার শ্যামকে সমস্ত খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু তাহা হইলে পাছে শ্যামের কষ্ট হয় ! আবার শ্যামকে বলিয়া নিজে ছোট হইবেনই বা কেন ? শ্যাম ত তাঁহাকে আর ভাল বাসেন না। ঊর্ম্মিলার অহঙ্কার ব্যথিত হইত। ভয় নাই, ঊর্ম্মিলে ! শ্যাম সিংহ তোমাকে ভাল বাসেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভয় নাই, সরল, অশিক্ষিত, হৃদয় ! তোমার শ্যাম তোমারই হইবেন। এ পৃথিবীতে স্নেহের প্রতিদান আছেই।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

———:*:———

বিদায়।

With helm arrayed,
And lance and blade,
And plumes in the gay wind dancing.

পৃথা দেবী উর্ম্মিলা ও শ্যাম সিংহের সহিত ভৈঁষরোরগড়ে ফিরিয়া আসার ছয় দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে একজন রাজপুত অশ্বারোহী স্বেদাক্ত শ্রান্ত ঘোড়ায় দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পদম সিংহের হস্তে এক খান পত্র দিয়া, তৎক্ষণাৎই আবার তীর বেগে চলিয়া গেল। পদম সিংহ পত্র পাঠ করিয়া আস্তে ব্যস্তে তাঁহার অনুচর দুই সহস্র রাজপুত সেনাকে গড়ের বাহিরে দুই ঘণ্টার মধ্যে সমবেত হইতে আদেশ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

গড়ে ঘন ঘন নাগরা বাজিতেছে। মুহুর্মুহুঃ ভেরীর গর্জ্জন প্রমরের যোদ্ধৃদলকে "সাজরে, সাজরে, সাজ" শব্দে সমবেত হইতে ডাকিতেছে। চারি দিকে অশ্বারোহীগণ ছুটিয়া যোদ্ধাগণের বাড়ীতে খবর দিতেছে। ...ার দুর্গ প্রাচীর হইতে তিন বার তোপ গর্জ্জন হইল। চারি দিক হইতে ...স্ত্রধারী প্রমরের আরোহীবর্গ আসিয়া গড়ের সম্মুখে দলবদ্ধ হইতেছে। অশ্বের হ্রেষারব হস্তীর বৃংহিত, যোদ্ধৃবর্গের কোলাহল, অধিনায়কগণের চীৎকার শব্দে ব্যক্ত অনুজ্ঞা, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ সমস্ত মিশিয়া একটা ভয়ানক গোলযোগ হইতেছে। আবার সেই গোলযোগ ডুবাইয়া ধমনীতে, ধমনীতে, শিরায়, শিরায় শত ধারে উৎসাহ ঢালি... প্রমরের নহবত হইতে স্বরলহরী সেই নির্ম্মল আকাশে উঠি-

তেছে। সেই বাজনায় উন্মত্ত হইয়া প্রমরের আরোহীবর্গ একবার একবার সিংহনাদ ছাড়িতেছে। প্রমরের পৈত্রিক নিশান হস্তে পৃথ্বী সিংহ হাড়া আসিয়া সেই সেনা দলের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সহস্র সমরে সেই ধ্বজার ছায়ায় এই বীরবৃন্দ যুঝিয়াছে। সেই ধ্বজা দেখিয়া সেই সমস্ত সমরের কথা সকলের মনে পড়িল; অসহ্য কষ্ট বীরধৈর্য্যে বিজিত; অসংখ্য বিপদ সিংহবিক্রমে পরাভূত! যোদ্ধাগণ "জয় জয়" নাদে নিশানের অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু সেই উৎসাহোদ্দীপ্ত চিত্রের আরও এক দিক আছে। সেই বীরমদে মত্ত বীরদলের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী কষ্ট উপস্থিত। নিঃসহায় অন্ধ পিতা তাঁহার এক মাত্র সহায় যুবা পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। আদরের শিশু সন্তানটী পিতার লৌহমণ্ডিত বক্ষে ধৃত হইয়া, চারিদিকে রণসজ্জায় ভীত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। হঠাৎ একজন অধিনায়কের মুখ হইতে অনুজ্ঞাব্যক্ত হইল—"সারি দে!" পিতাকে ফেলিয়া পুত্র, শিশুকে ফেলিয়া পিতা, যাইয়া সহসৈনিকদিগের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইল। সেই দুই হৃদয় পবিত্র স্নেহভারে প্রপীড়িত হইয়া লৌহ উরস্ত্রাণের অভ্যন্তরে ফাটিতে লাগিল।

এদিকে প্রমর তাঁহার "ঠাকুরাণীর" নিকটে আসিয়া বলিলেন,

"পৃথা! আমাদের এখনই যাইতে হইবে।"

পৃথা দেবী প্রমরের নিমিত্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ছিলেন, তিনি মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "তা' আর আমাকে বল'তে এসেছ কেন? তুমি কবে বাড়ী থাক?" বলিয়া পৃথা মাথা নাড়িলেন! প্রমর বলিলেন,

"তা' নয়। আমার সেনাদল লইয়া উদয়পুরে যাইতে হুকুম আসিয়াছে।'

পৃথা। "কেন? কিসের জন্য?"

পদম। "যুদ্ধের জন্য।"

পৃথার মুখ খানি শুকাইয়া উঠিল, মিষ্টান্ন প্রস্তুত বন্ধ রহিল। এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল,

"ঠাকুরজী! আপনাকে বাহিরে ডাকিতেছে।"
পদম সিংহ উঠিয়া যাইয়া তাঁহার ফৌজদারের সহিত কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎই ফিরিলেন, এবং পৃথা যে গৃহে বসিয়া ছিলেন তথায় আসিয়া দেখেন যে মিষ্টান্নের পাত্র সম্মুখে, দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া পৃথা দেবী সম্মুখস্থ প্রাচীরের দিকে হা করিয়া তাকাইয়া আছেন। পদম সিংহ আস্তে আস্তে পা টিপিয়া পৃথার পশ্চাতে যাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ হইতে হস্ত বাড়াইয়া পৃথা দেবীর চক্ষু আবরিত করিলেন। পৃথা বলিলেন

"তোমার কেবল ঐ সব! চোক্ ছাড়।"

পদম। "তোমার নিকট বিদায় হইতে আসিলাম।"

পৃথা। "তবে বিদায় হও।"

পদম সিংহ বিরক্তির সহিত বলিলেন,

"পৃথা! তুমি পাষাণময়ী।"

পৃথা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তা'বটে। এখন চল তোমায় সাজাইয়া দিগে'।"

পদম সিংহ নীরবে পৃথার সহিত তাঁহার শয়নগৃহে গেলেন। তথায় অস্ত্রাগার (শিলেখানা,) হইতে তাঁহার অস্ত্রাদি আসিয়াছে। পৃথা স্বামীর বক্ষে উজ্জ্বল উরস্ত্রাণ পরাইতে গেলেন। কি আপদ! কড়াগুলা খুজিয়া পাওয়া যায় না! একটা পাওয়া যায়ত আর একটা পাওয়া যায় না! কি জ্বালা! পদম সিংহ হাসিয়া উঠিলেন, এবং একটি অঙ্গুলি তুলিয়া পৃথার গালে গর্ত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। পৃথা সেই অঙ্গুলিটি ধরিয়া ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। হঠাৎ পদম সিংহ বলিলেন,

"না। আর দেরী করা হইবে না। পৃথা! শীঘ্র নাও। একেই ত লোকে আমাকে স্ত্রৈণ বলে।"

পৃথা। "স্ত্রৈণ বলুল? তোমার প্রসংশাইত করে।"

পদম। "কি প্রসংশা! মরে যাই!"

পৃথা। "তোমাকে যা'রা স্ত্রৈণ বলে তা'রা বুঝি তা'দের স্ত্রীদের ধরিয়া মারে?"

বলিয়া পৃথা দেবী স্বামীর ললাটে স্নেহভরে চুম্বন করিলেন। পদম সিংহ পৃথাকে হৃদয়ে ধরিলেন, কিন্তু পৃথা তাঁহার ভুজবন্ধন হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে একটি চড় মারিলেন, এবং বলিলেন "এস তোমাকে সাজাই।"

পৃথা দেবী অনেক যত্নে উরস্ত্রাণটা পরাইয়া দিলেন। পরে কিরীটটা লইয়া আপনার মস্তকে ধরিলেন। আলুলাইত কেশ পাশ নিতম্বে আসিয়া পড়িয়াছে। নয়ন আনন্দে, বক্রতায় হাসিতেছে, গৌরকান্তি সুন্দর মুখ খানি হাসিতেছে। পদম সিংহ সহসা অসি নিষ্কোষিত করিয়া পৃথার হাতে দিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে জানুপাতিয়া বসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"চামুণ্ডে! আপনার নিকট দাস এক ভিক্ষা চায়।"

হাসিয়া "চামুণ্ডা" জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি ভিক্ষা?"

পদম করযোড়ে বলিলেন,

"রণে জয়।"

পৃথা দেবী গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"তথাস্তু।"

বলিয়া হস্ত স্থিত তলবার পুনরায় কোষে রাখিয়া স্বামীর কটিতে বান্ধিয়া দিলেন, এবং পরক্ষণেই স্বামীকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। বাহিরে ঘন ঘন নাগরা বাজিতেছে। পদম সিংহ ব্যস্ত হইলেন! পৃথা ভর্ত্তার বক্ষ হইতে মুখ তুলিলেন—নয়নে অশ্রু! পদম সিংহ বলিলেন,

"পৃথা! কাঁদ কেন?"

পৃথা পদমের গালে একটি ক্ষুদ্র চড় মারিলেন, এবং পদম যেমন কৃত্রিম কষ্টে গালে হাত বুলাইবেন অমনি পৃথা দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,

"কাঁদিব কেন? মর'ছি।"

বলিয়া পৃথা ঠাকুরাণী পদমের মাথায় কিরীট পরাইয়া দিলেন।

পদম তাঁহাকে বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শেষে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

গড়ের "বাদলমহলের" এক কক্ষে শ্যামসিংহ বসিয়া। শ্যাম শুনিয়াছেন যে পদমসিংহ আজি যুদ্ধে যাত্রা করিবেন। শ্যামসিংহ যুদ্ধ বিগ্রহ বড় একটা ভাল বাসিতেন না, কিন্তু আজি যুদ্ধে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণমনা! পদমসিংহের উপর তিনি অতিশয় রাগিতেছেন। ভাবিতেছেন তিনি যদি আহেরীয়ার শিকারে পদমকে বরাহের দশন হইতে না রক্ষা করিতেন তাহা হইলে কে আজি এত সমারোহে যুদ্ধে যাইত? ভাবিতেছেন যে পদমসিংহের জন্যই তাঁহার যশোলাভে ব্যাঘাত পড়িল। ঊর্ম্মিলা প্রমরের ভগ্নী। অতএব শ্যামসিংহ ঊর্ম্মিলার উপর অতিশয় চটিলেন। এমন সময়ে ঊর্ম্মিলা সুন্দরী গৃহের মধ্যে আসিয়া বলিলেন,

"খাবার হইয়াছে আনিতে বলিব?"

শ্যাম খাতার নাদারত, কোন উত্তর করিলেন না। ঊর্ম্মিলা সভয়ে সস্নেহে শ্যামের নিকটে যাইয়া বসিলেন; একখানি ক্ষুদ্র হাত শ্যামের স্কন্ধে স্থাপিত করিলেন। শ্যামসিংহ সেই হাত খানিকে আস্তে আস্তে সরাইয়া দিলেন। ঊর্ম্মিলা সুন্দরী তাহাতে ব্যথিত হইলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কি খাবে?"

শ্যাম অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"ছাই খা'ব।"

ঊর্ম্মিলা সুন্দরী অতিশয় মনঃপীড়িতা হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। শ্যামসিংহ তাহাতে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এমন সময় পদমসিংহ রণবেশে আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন। পদমের গৌরকান্তি উৎসাহে উৎফুল্ল, প্রশান্ত ললাটে সহৃদয়তা, উদারতা মাখা। পদম হাসি মুখে আসিয়া শ্যামের নিকট বসিলেন। শ্যামের মনে মনে অতিশয় রাগ হইল। পদম বলিলেন,

"ভাই শ্যাম! আমি তোমার কাছে বিদায় হইতে আসিয়াছি। তুমি রইলে এদের সকলকে দেখিও।"

শ্যামসিংহ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পদম বলিলেন,

"যুদ্ধে যাইতে পাইলে না বলিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইও না। কি করিবে? আগে আপনার শরীর।"

শ্যাম অতিশয় চটিয়া বলিলেন,

"চুলোয় যা'ক আমার শরীর! আমার শরীরকে এ সময় অকর্ম্মণ্য হইতে বলিয়া ছিল কে?"

পদমসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং দুঃখিতও হইলেন। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শিকারে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ বলিয়া, দুঃখিত না কি, শ্যাম?"

শ্যামসিংহের রাগ পড়িয়া গেল তিনি অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন এবং আস্তে আস্তে পদমের হাত ধরিলেন। পদম তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,

"তবে বিদায় হই।"

বলিয়া পদমসিংহ সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। শ্যামসিংহ কিয়ৎকাল নীরবে বসিয়া রহিলেন, এবং অবশেষে প্রমরের যাত্রা দেখিবেন বলিয়া গবাক্ষের নিকট যাইবার জন্য উঠিতে গেলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে না পারিয়া পড়িয়া গেলেন। বড় লাগিল, এবং তাঁহার হৃদয় আবার দ্বেষে পরিপূরিত হইল; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পদমসিংহ, ঊর্ম্মিলা—প্রমর গোষ্ঠীর উপর অত্যন্ত চটিয়া বসিয়া রহিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

সমবেত।

But woe to the chief and woe to his cause
When Albyn her claymore indignantly draws
When her bonnetted chieftains around her shall crowd
Clanranald the dauntless and Moray the proud
All plaided and plumed in their tartan array.

Lochiel's warning.

আজি উদয়পুরের বাহিরে চৌগাঁর মাঠে অমরসিংহের সমুদয় বল সমবেত হইতেছে। সংবাদ আসিয়াছে যে মোগল সেনার "হেরোল" * যুবরাজ পারবেজ ও মহব্বত খাঁ ও খাঁ জাহাঁ লোদীর নায়কত্বাধীনে মেবাড়ে প্রবেশ করিয়াছে—যে বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ পাঁচ সহস্র রাজপুত লইয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে পিছু হটিয়া চিতোরের নিকট আসিয়া এক দুর্গম অবস্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং মহারাণার নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন---যে ঈশ্বরী সিংহ চৌহান তাঁহার অধীনে দুই সহস্র অশ্বারোহী লইয়া খাঁ জাহাঁ লোদীর দশ সহস্র মোগলকে আক্রমণ করিয়া ছিলেন, এবং আফগাণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বালকৃষ্ণ শক্তাবতের শিবিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

মহারাণা অমরসিংহ এই সমস্ত সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের সমস্ত বল একত্রিত হইতে আদেশ দিয়াছেন

আজি অশ্ব গজ ও পদাতিকে প্রায় এক লক্ষ সেনা চৌগাঁর মাঠে সমবেত। মাঠের এক প্রান্তে মহারাণার তোপ শ্রেণী সাজান রহি-

* সম্মুখ রক্ষক সেনা (Vanguard.)

য়াছে। প্রত্যেক তোপের উপর এক ছড়া করিয়া রক্তজবার মালা ও শিন্দুর। রাজপুরোহিত তোপগুলিকে পূজা করিয়াছেন। গোলন্দাজ দল সশস্ত্রে তোপ শ্রেণীর নিকট দণ্ডায়মান। উপরে মেবাড়ের রক্তনিশান উড়িতেছে। সেই নিশানের তলায় তোপ শ্রেণীর সম্মুখে উজ্জ্বল বর্ম্মে আবৃত, কিরীটে বকপুচ্ছ চূড়ার সহিত তুলশীর পবিত্র শাখা, মহারাণা অমর সিংহ তাঁহার পারিশদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান। মহারাণার পশ্চাতে মেবাড়ের রক্ত "চাঙ্গী"

ঘন ঘন নাগরার আওয়াজ। ঘন ঘন দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খ নাদ। ঐ দেখ! যোগীচমূ ধীরপাদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের নায়ক তাহাদের আগে আগে--পাদব্রজে। সশস্ত্র যোগী শ্রেণীর ধারে ধারে তাহাদের মোহন্তবর্গ-উলঙ্গ খাণ্ডা সূর্য্যকিরণে চমকিতেছে! যোগীনায়কের মুখ আহ্লাদে উৎফুল্ল। ধীরে ধীরে, যোগীচমূ মেবাড়ের রক্ত নিশানের নিকট আসিয়া পৌছিল। ধীরে ধীরে, তাহাদের দীর্ঘ বল্লমরাজি সেই নিশানের সমক্ষে নমিত হইল। মহারাণার নাগরা সমূহ হইতে ঘন ঘন সমর বাজানার সাহঙ্কার স্বর বাহির হইতে লাগিল। যোগী নায়ক মেঘগর্জ্জনস্বরে আদেশ করিলেন।

"গোল দে! পারেগা *!"

যোগীচমূ এক নিরেট চক্রে নিবিষ্ট হইল। সেই চক্র হইতে বল্লম রাজি সজারুর কণ্টকের ন্যায় বাহির হইল। যোগী নায়ক অগ্রসর হইয়া মহারাণাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অশ্ব হইতে একলম্ফে অবরোহণ করিয়া অমর সিংহ যোগী নায়ককে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন

"যোগীরাজ! আপনার উদাসীনদের নিকট অনেক আশা করি। কি সুন্দর শিক্ষা!"

যোগীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি সাহঙ্কারে বলিলেন "শ্রীজী!

---

* এক সহস্র সেনা।

আমার যোগীরা তাহাদের সত্যপ্রতিপালন করিতে চলিয়াছে। আর্য্যের উর্দ্ধার দুষ্টের দমন!”

যোগীচমূ উল্লাসে হাঁকিল “আর্য্যের উর্দ্ধার দুষ্টের দমন।”

যোগী নায়ক কটি হইতে ছোরা বাহির করিয়া বাম হাতের তালুতে আঘাত করিলেন। রক্ত স্রোত ছুটিল। সিংহ নাদে যোগী বলিলেন,

“ধীরে! পায়েগা! ধীরে! তোমরা সকলে শুন! আজ’ আমার এই রক্ত স্পর্শ করিয়া সকলে সপথ কর যে আগামী যুদ্ধে তোমাদের সঙ্কল্প জয় কিংবা মৃত্যু।”

পায়েগা ভগ্ন হইল। মূহুর্ত্ত মধ্যে সেই উদাসীন বীরবৃন্দ তাড়াতাড়ি সাগ্রহে দৌড়িয়া আসিয়া, সেই পূত রক্ত স্পর্শ করিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া, একলিঙ্গকে সাক্ষী মানিয়া, সপথ করিল “জয় কিম্বা মৃত্যু।” সেই উল্লাসে উল্লাসিত হইয়া অমর সিংহ যোগীর রক্তে আপনার ললাটে টীকা দিয়া, সহসা উজ্জ্বল “দোধারা” নিষ্কাশিত করিয়া, হুহুঙ্কারে বলিলেন “জয় কিম্বা মৃত্যু।” মহারাণার গোলন্দাজবৃন্দ হুহুঙ্কারে ধ্বনি করিল “জয় কিম্বা মৃত্যু!”

দেবগড়াধিপতির অধীনে অগুয়ান চন্দাবৎকুল ভীম রবে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিল “জয় কিম্বা মৃত্যু!” পশ্চাতে সাদ্রীগড়ের আরোহী দল সিংহনাদে সেই ভীষণ গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত করিল “জয় কিম্বা মৃত্যু।” উদাসীণ নায়ক “এক লিঙ্গের দেওয়ান”, মহারাণা অমর সিংহকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; অমর সিংহ তাঁহাকে বীরউল্লাসে হৃদয়ে ধরিলেন। যোগীর জটাভার মহারাণার উচ্চ চুড়ার সহিত মিশিল। আবার সেই ভীম সিংহ নাদ “জয় কিম্বা মৃত্যু!” চৌগাঁর ক্ষেত্র জুড়িয়া সেই উল্লাসিত সিংহ নাদ বারে বারে উঠিতে লাগিল। একলিঙ্গড়ের দুর্গ হইতে তোপগর্জ্জনের সহিত সেই সিংহনাদ! যোগী নায়ক তখন আদেশ করিলেন,

“চলে! পায়েগা!”

যোগী পায়েগা। পূর্ব্বের ন্যায় গাম্ভীর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। প্রজ্জ্বলিত নয়নে মাত্র, দৃঢ়তর মুষ্টিতে বল্লম আকর্ষণ করাতে মাত্র, তাহাদের মনের উল্লাস, হৃদয়ের আগ্রহ, ব্যক্ত হইতে ছিল।

ঐ দেখ! একদল বর্ম্মে আবৃত অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সূর্য্য কিরণে প্রজ্জ্বলিত, মার্জ্জিত বরচীফলকশ্রেণী, ঘন নীল-অম্বরে আলোকের বীচিমালার ন্যায় দেখাইতেছে। অশ্বারোহীদল লৌহ বিনির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে। সম্মুখে তাহাদিগের মহাকায় নায়ক—প্রকাণ্ডাকার কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়ায় আরূঢ়। ও যে চন্দাবৎ কুল! শালুম্ব্রার ও দেবগড়ের আরোহী দল! ঠাকুর রামসিংহের বিজয়ী পায়েগা! ঠাকুর রামসিংহ অগ্রসর হইয়া মহারাণাকে সেলাম করিলেন। অশ্বের রশ্মিসংযত করিলেন, কৃষ্ণকিশোর গ্রীবা বাঁকাইয়া মহারাণার সম্মুখে চিত্রিতের ন্যায় দাঁড়াইল। বৃদ্ধ শালুম্ব্রা-পতি ও মহারাণা অমরসিংহ এক বার ঘোড়া ছুটাইয়া সেই সেনা-শ্রেণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিলেন। ঘন ঘন দুন্দুভিধ্বনি ও নাগরার মেঘগর্জ্জন ও ভেরীর গম্ভীর সঙ্গীত! ঠাকুর রামসিংহ উলঙ্গ দোধারা ললাটে উঠাইয়া মহারাণাকে আবার সেলাম করিলেন। তাঁহার গভীর কণ্ঠে অনুজ্ঞা ব্যক্ত হইল,

"চলে পায়েগা!"

আবার সেই ভীমনাদ "জয় কিম্বা মৃত্যু!" পায়েগা চলিল। ঐ দেখ উচ্চ উষ্ণীশশ্রেণী—সাদ্রীপতি ঝালার আরোহীদল। সাদ্রী-গড়ের সেনাদল অগ্রসর হইয়া মেবাড়ের লোহিত ধ্বজাকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রে ঘন ঘন সিংহনাদ ও তোপগর্জ্জন ও রণবাজনার গভীর সঙ্গীত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভান পুরা।

As down the steep of Snowdon's shaggy side
He wound with toilsome march his long array.

The Bard.

প্রায় তিন ক্রোশ জুড়িয়া যত দূর দৃষ্টি চলে ততদূরই পথের দুই ধারে নিবিড় অরণ্যে আবরিত উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী। পথ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম বাহী। মালব হইতে মেবাড়ে প্রবেশ করিতে হইলে এই গিরিসঙ্কট দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। আজি নিদাঘ পবনের বহ্নিময় নিশ্বাসে সমস্ত প্রকৃতি যেন বিশুষ্ক কণ্ঠ। আরণ্য নিম ও বট, বাবুল ও তিন্তিড়ী, পর্ব্বতশরীরে, গ্রীষ্মের প্রভাবে, নীরব—নিশ্চেষ্ট। মধ্যে মধ্যে গ্রীষ্ম প্রিয় কোন বন্য ফুল হইতে উত্তপ্ত পবনে প্রখর সুগন্ধি আনিতেছে। চারি দিকে সমস্তই নীরব ও নিশ্চেষ্ট; কেবল চীল ও বাজ প্রভৃতি মাংশভুক্ পক্ষী গুলা একএকবার চীৎকার করিতেছে। পর্ব্বত শিখরে তরুণ রৌদ্র বহ্নিময় মুকুটের ন্যায় জ্বলিতেছে। গগণের নীলিমা ক্রমশঃ অগ্নির রঙ্গে পরিণত হইতেছে। এমন সময়ে পথের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে খাঁ জাহাঁ লোদী ও আর এক জন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে অতি সাবধানে পথে অগ্রসর হইলেন। লোদী তীব্রদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন, ক্ষণেক পরে বলিলেন,

"রাজা সাহেব! আমি বড় ভাল বুঝি না। এ জায়গাটা কেমন কেমন ঠেকে।"

যে ব্যক্তি "রাজা সাহেব" বলিয়া আহূত হইলেন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"তাহা কি করিবে? সেনাপতির হুকুম ত মানিতে হয়।"

লোদী কিছু উদ্ধত ভাবে বলিলেন,

"সেনাপতি! সেনাপতিটা কে? বালক পারবেজ? নব্য মুসলমান মহব্বত?"

রাজা সাহেব সভয়ে বলিলেন,

"লোদী! তুমি বড় মুখ আল্লা।"

লোদী নিষ্পীড়ীত দন্তে বলিলেন,

"মাষাল্লা!"

উভয়ে খানিক দূর অগ্রসর হইলেন। সকলই নিস্তব্ধ; প্রভাত পবন ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া আগুনের হল্কার ন্যায় আসিতেছে। কিন্তু সকলই নীরব। লোদী ও তাঁহার সঙ্গী অনেক ক্ষণ ধরিয়া সেই পার্ব্বত্য অরণ্যের দিকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে রাজা সাহেব বলিলেন,

"হয় ত আমাদেরই ভ্রম হইয়া থাকিবে। কই কিছুই ত দেখা যায় না।"

লোদী। "তা এরা কি এত আহ্মুক হইবে? আমি বলি জন কতক পাএক পথের দুই ধারী পাহাড়ের উপর উঠাইয়া দেওয়া যাউক। আর তাহারা কিছু আগু হইলে, পথ দিয়া সেনা সমস্ত অগ্রসর হউক। কি বল?"

রাজা সাহেব। "আমি আর বলিব কি? তুমি কেন মহব্বত খাঁকে এই পরামর্শ দাওনা?"

লোদী কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মহব্বত খাঁ সেই সময়ে দ্রুত অশ্বারোহণে আগুয়ান হইলে লোদী চুপ করিলেন। মহব্বত অগ্রসর হইয়া চারিদিকে একবার দেখিলেন, পরক্ষণে কর্কশ স্বরে লোদীকে বলিলেন,

"আপনি আপনার সেনাদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিউন। প্রথমে তাহারা এই গিরিসঙ্কট পার হউক।

লোদী উত্তর করিলেন "আমার বিবেচনায়—"

মহব্বত। "মাষাল্লা! আপনার আবার বিবেচনা! হুকুম তামীল করুণ।"

লোদীর মুখ রাগে রক্তবর্ণ হইল। দন্ত নিষ্পীড়িত করিয়া লোদী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রাজা সাহেব লোদীর অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু প্রকাশ্যে হাসিলেন। মহব্বত বলিলেন "কি পাত্র দাস? তোমারও ভয় করে না কি?"

পাত্রদাস বিকানীরের কুমার, রাঠোরবংশীয় রাজপুত, কিন্তু পাত্র-দাস্ মোগল সম্রাটের সভাশদ্। পাত্রদাসের হৃদয় ক্রোধে জ্বলিতে ছিল, কিন্তু তিনি হাসিমুখে বলিলেন,

"আপনি সেনাপতি থাকিতে আমাদের ভয় কি?"

এমন সময়ে লোদীর অশ্বারোহীসেনা দ্রুতগতিতে সেই গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিল। দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেই অশ্বস্রোত নীরবে চলিতেছে। তাহাদের নায়কের মুখ চিন্তায় গম্ভীর। মহব্বত খাঁ অনেকক্ষণ সেই সুশিক্ষিত সেনাশ্রেণী নীরবে নিরীক্ষণ করিলেন। ক্রমে যখন তাহাদের শেষ দল চলিয়া গেল মহব্বত পাত্রদাসকে বলিলেন,

"কুমার! তোমার তোপ ও গোলন্দাজ লইয়া লোদীর অনুবর্ত্তী হও যদি আফগান অগ্রসর হইতে না চাহে, উহার পায়েগার উপর তোপ দাগিও।"

পাত্রদাস। "সেনাপতির হুকুম অবশ্য তামীল করা উচিত। কিন্তু অধান লিখিত হুকুম চায়। কারণ বাদসাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঁচ হাজারী পায়েগার উপর তোপ দাগিলে আমার প্রাণ দণ্ড হইতে-পারে।"

মহব্বত। "আমি সেনাপতি। আমার হুকুমে করিবে তাহাতে ভয় কি?"

পাত্রদাস। "অধীন লিখিত হুকুম পাইলে করিতে পারে। মৌখিক হুকুম! কি জানি! শেষে যদি আপনি ভুলিয়া যান! আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী!"

মহব্বতের মুখ রাগে রক্তবর্ণ হইল কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া মহব্বত বলিলেন,

"আচ্ছা! লিখিত হুকুমই পাইবে।"

বলিয়া মুহব্বত খাঁ ঘোড়া ছুটাইয়া ফিরিয়া গেলেন। লিখিত হুকুম আসিলে রাজা পাত্রদাস তাঁহার তোপ ও গোলন্দাজদলকে সেই পথ দিয়া লোদীর সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হুকুম দিলেন।

ক্রমে বেলা অধিক হইল। আকাশ প্রখর সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া বহ্নিময় সমুদ্রের ন্যায় দেখাইতেছে, গিরিসঙ্কটের প্রস্তর রাশি সেই আগ্নেয় গ্রীষ্মে তাপিত হইয়া আগুন হইয়া উঠিল। নিদাঘ পবন আগুনের হলকার ন্যায় বহিতে লাগিল। লোদীর অশ্ববল অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধে, সেই উতপ্ত সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চমকিতেছে। বর্ম্মে আবৃত আরোহীগণ তপ্ত লৌহ পরিচ্ছদের মধ্যে ভাজা হইয়া উঠিবার জো হইল। ঘোড়ার পদশব্দ, নায়কগণের অনুজ্ঞা ও মধ্যে মধ্যে ভেরী ও নাগরার আওয়াজ ব্যতীত সমস্তই নীরব। সেই উতপ্ত গ্রীষ্মের প্রভাবে প্রকৃতি একবারে নিশ্চেষ্ট।

লোদীর সেনাদলের পশ্চাতে রাজা পাত্রদাসের বার তোপ অগ্রসর হইতেছে। হস্তী তোপ টানিতেছে। গোলন্দাজগণ তোপগুলার উপরে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিয়াছে। তোপশ্রেণীর পশ্চাতে দুই সহস্র বন্দুকচী, দুই সহস্র বর্শাধারীসেনার সহিত মিশ্রিত হইয়া, শ্রান্ত ভাবে, দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। তাহাদের পরে তিন সহস্র অশ্বারোহীসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া দুই হস্তীর পৃষ্ঠে শাহাজাদা পারবেজ ও সেনাপতি মহব্বত খাঁ; এবং তাঁহাদের পশ্চাতে উষ্ট্র ও হস্তী পৃষ্ঠে তাম্বু আদি শিবিরোপযোগী দ্রব্য চলিয়াছে।

ধীরে ধীরে সেই সেনা অগ্রসর হইয়া গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হইল। লোদীর অশ্ববল পথের পশ্চিমপ্রান্তে আসিয়া প্রায় উপনীত হইল। সমস্তই নীরব—নিশ্চেষ্ট। সকলেই শ্রান্ত----তৃষ্ণায় বিশুষ্ক কণ্ঠ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—

প্রতিঘাত।

বাজিল তুমুল রণ চাহিলা বিস্ময়ে—
দেব নর দোঁহা পানে—

মেঘনাদ।

সকলই নীরব। সেনাগণও নীরবে চলিতেছে। পথের বাম পার্শ্বে অরণ্যের মধ্য হইতে হটাৎ এক ধুমস্তম্ভ অগ্নিময় গগণে উঠিল! এবং পর মুহূর্ত্তে সেই পার্ব্বতীয় পথে সহস্র প্রতিধ্বনি জাগাইয়া বজ্রপাতের ন্যায় এক অগ্নিময় গোলা আসিয়া মহব্বত খাঁর হস্তীর পার্শ্ব ভেদ করিল। হস্তী ভীষণ চীৎকারে পড়িয়াগেল এবং তৎক্ষণাৎই প্রাণত্যাগ করিল। সহসা সেই সেনাশ্রেণী সেই গিরিসঙ্কটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টলিয়া উঠিল, এবং আহত সর্পের ন্যায় বারম্বার নড়িতে লাগিল! সকলেই ভয় পাইয়াছে! অধিনায়কগণ, শিপাহীগণ, কেহ অগ্রসর হইতে, কেহ পশ্চাৎ ফিরিতে, নানা প্রকার বিপরীত হুকুম দিতেছে। ইতিমধ্যে সম্মুখে মুহুর্মুহুঃ তোপগর্জ্জন ও বন্দুকের আওয়াজ! লোদীর অশ্ববল শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ঠাকুর রামসিংহ চন্দ্রাবতের পায়েগা অগ্রসর হইয়া লোদীর শ্রান্ত সেনাদলের উপর ঝটিকা তেজে পড়িল। "হর! হর! খাণ্ডাদে।"— আফগানের ভয়াকুল সেনা রণে পরাঙ্মুখ হইল। লোদী কত বলিলেন, কত বুঝাইলেন, তাহারা কিছুই শুনিল না—উর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাৎ ফিরিয়া পলাইতে লাগিল। লোদী ক্ষুদ্রদল আরোহী লইয়া রাম

সিংহের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। লোদীর আক্রমণে রামসিংহের সম্মুখ গতি প্রতিরুদ্ধ হইল। এমন সময়ে রামসিংহের পশ্চাতে ঘন ঘন শঙ্খনাদ আর সেই সমর হুঙ্কার "আর্য্যের উদ্ধার! দুষ্টের দমন! বোম বোম।" রামসিংহ হুকুম দিলেন "রাস্তা দে।"

তাঁহার আরোহীশ্রেণী দ্বিভাগ হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। এবং তৎক্ষণাৎই সেই প্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বতরঙ্গের মধ্যে মেবাড়ের উদাসীন পায়েগা সমরে অগ্রসর হইল। সম্মুখে লক্ষিত বল্লমশ্রেণী ক্ষণপ্রভার ন্যায় চমকিতেছে। জটাজূটের নীচে অহিফেণে, প্রতিহিংশায়, রক্তবর্ণ নয়নরাশি অপার্থিব আলোকে জ্বলিতেছে। যোগীচমূ একতালে পা ফেলিয়া দ্রুত---দ্রুততর ছুটিতেছে। ঘন ঘন তোপ গর্জ্জন। মুহুর্মুহুঃ ঘোড়া ও আরোহী পড়িতেছে। চারি দিকে ভীষণ কোলাহল, হুহুঙ্কার ও আর্ত্তনাদ, অশ্বের হ্রেষা ও হস্তীর বৃংহিত, উষ্ট্রের চীৎকার ও বন্দুকের শব্দ। কিন্তু সেই সমস্ত শব্দ জিনিয়া যোগী নায়কের বীরকণ্ঠ হইতে সেই ভীষণ সমর হুঙ্কার "আর্য্যের উদ্ধার! দুষ্টের দমন। বোম্। বোম।"

উদাসীননেতার কঠোর মুখ আজি আহ্লাদে আপ্লুত---আয়ত নয়নদ্বয় বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। আজি, যাহা কেহ কখন দেখে নাই, যোগীরাজের মুখে হাসি! ত্রিশূলের ত্রিফলা হইতে বিন্দু বিন্দু রুধির ঝরিতেছে, গৈরিক বসন আরও রক্তবর্ণ, শিরে জটাভারের মধ্যে পূত তুলসীর শাখা! যোগীবাহিনী আসিয়া লোদীর অশ্ববলের উপর উন্মত্তের ন্যায় পড়িল। সেই রুদ্রমূর্ত্তি শ্রেণী—অপার্থিব উন্মত্ততায় উন্মত্ত—সেই ভীষণ নয়নরাশি, দেখিয়া লোদীর সেনা ভীত হইল—লোদীর সিংহ হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হইল। পদাতিক কি কখন অশ্বারোহী সেনাকে আক্রমণ করিতে পারে? যোগীরা শয়তানের বলে বলী তাহাই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। লোদীর সেনা ভয় পাইল। এমন সময়ে যোগীরা আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল। ভীষণ সিংহনাদে যোগীনায়ক চীৎকার করিলেন,

"বরচী দে!"

লোদীর সেনাগণ পলাইতে লাগিল। লোদী সেই উন্মত্ত উদাসীন দিগের মধ্যে একাকী পড়িলেন। যোগীনায়কের ত্রিশূলে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার অশ্ব পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ত্রিশূল লোদীর বক্ষের দিকে লক্ষিত হইল। তলবারের প্রহারে সেই উত্তোলিত ত্রিশূল ফিরাইতে লোদী বৃথা চেষ্টা করিলেন। তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিল। এমন সময়ে রামসিংহ আসিয়া ঘোড়া হইতে শরীর নোয়াইয়া, ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। যোগীনায়ক নিষ্পীড়িত দন্তের অভ্যন্তর হইতে বলিলেন "মূঢ়!" এবং পরক্ষণেই পলাতক মোগল সেনার অনুসরণে প্রধাবিত হইলেন।

এদিকে মহব্বত খাঁ মৃতহস্তী হইতে লাফাইয়া উঠিয়া তলবার নিষ্কাশিত করিলেন এবং কতক বন্দুকচী ও বর্ষাধারী সেনা লইয়া পথ-পার্শ্বে পর্ব্বত হইতে শত্রু দিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। পর্ব্বত হইতে পদমসিংহ প্রমরের রাজপুতেরা গুরুভার প্রস্তররাশি মোগল সেনার উপর নিক্ষেপ করিতেছে; অরণ্যের ভিতর হইতে অলক্ষিত ভাবে বন্দুক ছাড়িতেছে; এবং ভীলদলের "কামটা" সমূহ হইতে তীররাশী শ্রাবণেরধারে সন্ সন্ রবে পড়িতেছে। মহব্বত পর্ব্বতে উঠিতে গেলেন; তাঁহার বন্দুকচীদিগের অস্ত্র হইতে ঘন ঘন দেওড় ছুটীতে লাগিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎই প্রমরযোধ সদলে উপর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বরচী হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সেই আক্রমণের তেজে অধীর হইয়া মহব্বতের সেনা চলিয়া পথে আসিয়া পড়িল। মহব্বত ক্রোধে উম্মত্তপ্রায়, ঘোড়ায় উঠিয়া সম্মুখে বাধা কাটিয়া পথ পরিষ্কার করার মানসে, অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন লোদীর ভগ্নঅশ্ববল বিশৃঙ্খলে পলাইতেছে; পশ্চাতে ক্রুদ্ধ উদাসীনবল্লম চমকিতেছে! মহব্বত পাত্রদাসের তোপশ্রেণীর নিকটে আসিয়া হুহুঙ্কারে বলিলেন "দাগো!"

গোলন্দাজেরা সেই ভয়াকুল সেনার মধ্যে স্থির, শ্রেণীবদ্ধ, অভগ্ন, জলন্ত পলিতা হাতে স্ব স্ব তোপের নিকট দণ্ডায়মান। মহব্বত বলিলেন "দাগো!"

সম্মুখে লোদীর পলায়মান অশ্ববল,—গোলন্দাজেরা পরস্পর মুখ চাহা চাহি করিতে লাগিল। মহব্বত একজন গোলন্দাজকে সেই খানে কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাহার হাত হইতে পলিতা লইয়া তোপে অগ্নি-প্রদান করিলেন। তোপ আওয়াজ হইল—গোলা ছুটিল। মহব্বত বলিলেন

"দাগো শূ'য়র !"

ঘন ঘন তোপ ছুটিতে লাগিল। সেই বহ্নিবাত্যায় আহত হইয়া যোগী পায়েগা টলিতে লাগিল! তাহাদের নায়ক তাহাদের সম্মুখে আসিয়া সিংহনাদে বলিলেন,

"গোল দে! পায়েগা।"

পায়েগা চক্রে নিবিষ্ট হইল। এমন সময়ে মহব্বত লোদীর অশ্বসেনার কিয়দংশ একত্র করিয়া যোগীদের উপর ঝটিকাতেজে পড়িলেন! বারে বারে মহব্বত আক্রমণে প্রধাবিত হইলেন; বারে বারে সেই জটাজূট রাশি হইতে--সেই চক্রে নিবিষ্ট দীর্ঘ বল্লম শ্রেণী হইতে তাঁহার সেনাদল ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। মহব্বত আক্রমণ হইতে নিরস্ত হইলেন। আবার তোপ ছুটিল। সেই উদাসীনদিগের মধ্য দিয়া চষিয়া চষিয়া আগ্নেয় গোলা চলিতে লাগিল। তোপ নিরস্ত হইলেই মহব্বতের অশ্ববল আক্রমণে প্রধাবিত হয়। এইরূপ ক্ষণেক হইল। উদাসীনচক্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময়ে রামসিংহ তাঁহার পায়েগা লইয়া অগ্রসর হইলেন। মহব্বতের অশ্ববল সেই আক্রমণের সমক্ষে আবার ভগ্ন হইল; কিন্তু আবার পাত্র দাসের তোপ ছুটিল। রামসিংহের পায়েগা টলিল---পিছু হটিল। মহব্বত আবার আক্রমণে প্রধাবিত হইলেন। সেই বিঘূর্ণিত, বিলোড়িত, অশ্বতরঙ্গের আবর্ত্তের মধ্যে যোগী চক্র, অভগ্ন,--দণ্ডায়মান। যোগীনায়ক চক্রের বাহিরে আসিয়া ভূমিতে ত্রিশূল ফেলিয়া দিয়া করযোড়ে বলিলেন,

"যোগী পায়েগা! লাজ রাখিও!"

যোগীরা হুহুঙ্কারে উত্তর দিল। যোগী নায়ক তখন ত্রিশূল তুলিয়া লইয়া সিংহনাদে বলিলেন,

"আগে বাড়ো পায়েগা!—বরচী দে!"

সেই আক্রমণে যোগীরা একবারে পাত্রদাসের তোপ শ্রেণীর উপর যাইয়া পড়িল। তোপগুলাকে রক্ষা করিতে মহব্বত বারম্বার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু উদাসীনসেনা নড়িল না। গোলন্দাজেরা প্রাণপণে হাতে হাতে, পায় পায়, যুঝিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এমন সময়ে সেই খান দিয়া রামসিংহের বর্ম্মাবৃত আরোহীরা প্রবল বাত্যার ন্যায় চলিয়া গেল। মোগলের মধ্য আক্রান্ত হইল! বালকৃষ্ণ শক্তাবতের সেনা পূর্ব্বদিকে মোগলের পশ্চাতে পড়িয়াছে! রামসিংহের পায়েগা সম্মুখে। পদম সিংহ প্রমর বাম পার্শ্বে। ঈশ্বরী চৌহান দক্ষিণ পার্শ্বে। মহব্বত শরীররক্ষকদিগকে একত্র করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ফিরিতেছেন; একবার একবার প্রচণ্ডতেজে আক্রমণ করিতেছেন। তলবারের প্রহারে, বল্লমের প্রহারে, অশ্বের সম্মুখ পদের প্রহারে, মহব্বত একবার একবার সেই ঘন নিবিষ্ট শত্রুচক্রের মধ্য দিয়া পথ করিতেছেন; কিন্তু বারে বারে তাড়িত হইয়া পারবেজের হস্তীর নিকট আসিয়া পড়িতেছেন। তাঁহার সেনাগণ তৃষ্ণায় বিশুষ্ক কণ্ঠ—তৃষ্ণায়, অশ্বপদোৎক্ষিপ্ত ধুলায়, তাহাদের বুকপর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছে। আহতগণ সেই অশ্বঝটিকার চরণতলে নিস্পেষিত হইতেছে! এমন সময়ে সন্ধ্যা হইল। সান্ধ্য অন্ধকারের তলে সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড! অন্ধকার ভেদ করিয়া বন্দুক নিঃসৃতঅগ্নি সর্পের বিলোলিত জিহ্বার ন্যায় দেখাইতেছে। ইতিমধ্যে উদাসীনগণ বর্ষা প্রহারে আহত অনাহত নির্ব্বিশেষে, শত্রু মারিতে মারিতে, বোম বোম হাঁকিতে হাঁকিতে, আবার আক্রমণে প্রধাবিত হইল। মহব্বত নিরুপায় দেখিয়া সেই গোলে মালে একাকী পলায়ন করিলেন। পারবেজ পদমসিংহের দ্বারা ধৃত হইলেন। যে কয়জন মোগলসেনা জীবিত ছিল তাহারা পরাজয় স্বীকার করিল, এবং রাম সিংহ তাহাদিগকে যোগীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। সেই নৈশ গগণে "জয় কালী মায়ী! জয় হিন্দুপৎ!" এই উল্লাসিত জয়ধ্বনি বার বার উঠিতে লাগিল। সেই দীর্ঘ দিবসের ঘোর রণে রুধিরাক্ত, স্বেদাক্ত, ধুলা ও বারুদের ধুমে বিকৃত, তৃষ্ণায়

বিশুষ্ক কণ্ঠ, বীর বৃন্দ, সেই লোহিত ক্ষেত্রে, পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। আবার আবার সেই উল্লাসিত জয়ধ্বনি! আবার আবার সেই নাগরার গগণভেদী আওয়াজ!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পাখী পলাইয়াছে।

শাহাজাদা শুলতানখুরম পারবেজের পরাজয় বার্ত্তা শুনিয়া চম্বল পার হইয়া মালবের দিকে হটিতেছেন। ঈশ্বরীচৌহান তাঁহার দ্রুত-গতি অশ্বসেনা লইয়া খুরমের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছেন। যখন তখন সেই স্বুবর্ণ কিরীট—সেই দুরন্ত টাঙ্গী, পলায়মান মোগলের আক্রমণে প্রধাবিত হইতেছে; যখন তখন—সেই প্রবল নিদাঘের আগ্নেয় নিঃশব্দ ভেদ করিয়া, সেই নৈশ অন্ধকারের শীতল নীরবতা ভেদ করিয়া—সেই বিকট সমর হুঙ্কার "ভুকা হো" শ্রুত হইতেছে; এবং বরিষার শ্রোতের ন্যায় সেই বরচীতরঙ্গ প্রবলতমবেগে আক্রমনে প্রধাবিত হইতেছে। এইরূপে মোগল অধিকারের ঘর পুড়াইতে পুড়াইতে, লুটিতে লুটিতে, পলায়মান মোগল সেনার পশ্চাতে আক্রমণ করিতে করিতে, অবিশ্রান্তে ঈশ্বরী চৌহান অগ্রসর হইতেছেন। বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ ও ঠাকুর রামসিংহ বহুসংখ্যক সেনা ও তোপ লইয়া ঈশ্বরীর পশ্চাতে আসিতেছেন। মেবাড়ের উদাসীন পায়েগা রামসিংহের আজ্ঞাধীনে চলিতেছে, কারণ তাহাদিগের নায়ক উদয়পুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পদমসিংহ প্রমর এত দিন পৃথাকে না দেখিয়া বড় অস্থির হওয়াতে রামসিংহ অনেক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ভৈঁষরোরগড়ে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি আনাইয়া দিয়াছেন।

যোগীরাজ এক্ষণে উদয়পুরে। ভানপুরার গিরিসঙ্কটে যোগীপায়েগার অর্দ্ধেক যোদ্ধা পড়িয়াছে, যোগীরাজ নূতন লোক সংগ্রহ করিয়া পায়েগার বলবৃদ্ধি করিবার জন্য উদয়পুরে আসিয়াছেন। কিন্তু ইহাই কেবল তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। ভানপুরার সমরে মোগল, পরাজিত

হইলে পর যোগীরাজের আশাও বাড়িয়াছে। সম্মুখ সংগ্রামে মোগলের তোপ ও সুশিক্ষিত সেনা তাঁহার উদাসীনদিগের বরচীর সমক্ষে, মেবাড়ের খাণ্ডার সমক্ষে, পরাভূত হইয়াছে শুনিলে সমস্ত রাজবাড়া নাচিয়া উঠিবে; রাণা অমর সিংহের সূর্য্য নিশানের তলে রাজবাড়ার সমস্ত যোদ্ধা সাহ্লাদে বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তৎপর হইবে যোগীরাজের মনে এই আশা উদিত হইয়া ছিল। মানস চক্ষে যোগীরাজ দেখিতে ছিলেন, যে ক্রমশঃ হিন্দুর জয়নিনাদে কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যসন্তান নাচিয়া উঠিল। দেখিতে ছিলেন, হিমাদ্রির তুষারময় শিখর সমূহ হইতে আর্য্যের চিরজয়ী ধ্বজা গগণপথে উড়িতেছে। দেখিতেছিলেন, সেই ধ্বজার ছায়ায় ক্রমশঃ সমগ্র ভারত ভূমি ব্যাপ্ত হইল। দেখিতে ছিলেন, সেই সুশীতল ছায়াতলে আর্য্যের কুললক্ষ্মী আর্য্যের সরস্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। দেখিতে ছিলেন, বিন্ধ্যাচলের সহস্র শিখর হইতে আর্য্যের হোমাগ্নিনিঃসৃত পূত ধূমপুঞ্জ অম্বরপথে উঠিতেছে। দেখিতে ছিলেন, এতকাল পূর্ব্ববাহি বিজয় তুরঙ্গ এবার আর্য্যের বাহুবলে প্রতিহত হইয়া পশ্চিমবাহি হইল। দেখিতে ছিলেন, সেই বিজয় তরঙ্গ ভীষণ বাত্যার ন্যায় গান্ধারের শৈলরাশিকে আহত করিল। দেখিতে ছিলেন, পারস্যের তুষার মণ্ডিত অচলরাজি, বিকচ গোলাপে শোভিত সমতল ভূমি সেই তরঙ্গে নিমজ্জিত হইল। দেখিতে ছিলেন, সেই তরঙ্গ যত দূর কল্পনীর দৃষ্টি চলে ততদূর চলিল। আর সেই মহা বিপ্লবে, দেখিতে ছিলেন, অমরসিংহের—সূর্য্যসন্তান রঘুর---সিংহাসন তাঁহার উদাসীনদিগের বল্লমের উপর, ভারতের চিরজয়ী ক্ষত্রিয় কুলের সহস্র খড়্গের উপর, অটল অচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া! যোগীর শ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। চক্ষু হইতে বহ্নি নির্গত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে যোগী ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন,

"মাতঃ! ত্রিশূলধারিণি! তোমার সন্তানের মনোরথ সিদ্ধ কর, মা!"

যোগী তৎক্ষণাৎই মঠ হইতে বাহির হইয়া রাজবাটীতে গেলেন।

যাইয়া দেখিলেন মহা গোলযোগ। মহারাণা অমরসিংহ ক্রোধভরে সভাগৃহে পাদচারণ করিতেছেন। সমস্ত রাজকর্ম্মচারী সশঙ্কচিত্তে ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে। একজন রাজপুত অধিনায়ককে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তেজ সিংহ! কি হইয়াছে?"

অধিনায়ক কোন উত্তর করিল না, কেবল অধোবদনে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। যোগী আর এক জন রাজপুত যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইয়াছে?"

সেও কোন উত্তর করিল না, যোগী ব্যস্ত হইয়া স্বয়ং মহারাণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইয়াছে?"

মহারাণা ক্রোধকম্পিত স্বরে জনকতক প্রহরীর দিকে ও তেজ সিংহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,

"বিশ্বাস ঘাতক! নিমকহারাম! তোদের সকলের প্রাণদণ্ড করিব। হেই! প্রহরার সুবাদার!" প্রহরায় নিযুক্ত সুবাদার আসিয়া করযোড়ে উপস্থিত হইল। মহারাণা সক্রোধে বলিলেন,

"তেজসিংহ ও এই প্রহরীদের এক্ষণই প্রাণদণ্ড কর।"

প্রহরার সুবাদার করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল—নড়িল না। অমরসিংহ ক্রোধে অধীর হইয়া ভূমিতে পদাঘাত করিলেন এবং কর্কশ স্বরে বলিলেন,

"কি? সকলেই নিমকহারাম! ইহাদিগকে এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে লইয়া যাও ও এই ক্ষণেই ইহাদের ছিন্ন শির আমাকে আনিয়া দেখাও।" প্রহরার সুবাদার পূর্ব্বের ন্যায় করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল কিন্তু নড়িল না। অমরসিংহ তখন নিষ্পীড়িত দন্তের অভ্যন্তর হইতে বলিলেন "কি"; বলিয়া বিদ্যুৎবেগে তলবার নিষ্কাশিত করিয়া প্রহরার সুবাদারের প্রতি হাঁকিলেন। সুবাদার নড়িল না করযোড়ে পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। অমরসিংহ তখন দন্ত নিষ্পীড়িত করিয়া তলবার

সংযত করিলেন এবং সক্রোধে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে বলিলেন,

"শেরসিংহ ঝালা! তুমিও এই তেজসিংহের ন্যায় নিমকহারাম না কি?"

সুবাদার শেরসিংহ ঝালা স্থির গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,

"অন্নদাতা! আমি নিমকহারাম নহি।"

অমরসিংহ। "তবে আমার হুকুম তামীল করিলে না কেন?

শেরসিংহ। "আমরা যোদ্ধা—ক্ষত্রিয়সন্তান---রাজপুত। জল্লাদ নহি।"

অমরসিংহ কিছু উত্তর করিলেন না, কেবল হাত নাড়িয়া শেরসিংহকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। শেরসিংহ চলিয়া গেলে অমরসিংহ যোগীরাজকে বলিলেন

"লোদী কারাগার হইতে পলাইয়াছে। আর এই নিমকহারাম তেজসিংহ তাহার সাহায্য করিয়াছে!"

যোগীরাজ করযোড়ে বলিলেন, "শ্রীজী! তেজসিংহ লোদীর পলায়নে সাহায্য করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি?"

মহারাণা। "তাহার প্রমাণ আবার কি চাও? তেজসিংহ ঝালা রাজপুত, সে যখন প্রহরায় নিযুক্ত ছিল এবং তাহার শরীরে যখন একটীও আঘাতের চিহ্ন নাই তখন লোদী যে সবলে কারাবাস হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে; আর লোদী যদি বলপূর্ব্বক কারাগার হইতে না বাহির হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সাহায্য ব্যতীত লোদী কি রূপে বাহির হইল?"

যোগী। "তেজসিংহ তুমি সমস্ত সময়ই কি প্রহরায় ছিলে, না মধ্যে অন্যত্র গিয়া ছিলে?"

তেজসিংহ। "সমস্ত সময়ই ছিলাম কিন্তু—"

যোগী। "কিন্তু কি?"

মাহারাণা। "কিন্তু কি? হা?"

তেজসিংহ। "অন্নদাতা! যদি আজ্ঞা হয় ত সব বলি।"

মহারাণা। "বল। কিন্তু শীঘ্র বল।"

তেজসিংহ। "বলিব আর কি? কল্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এক জন যুবা মোহন্ত আসিয়া—

যোগী। "মোহন্ত!"

তেজসিংহ। "আপনার পায়েগার এক জন মোহন্ত।"

যোগী। "আমার সকল মোহন্তই ত ঠাকুর রামসিংহের সহিত।"

মহারাণা। "আচ্ছা। তাহার পর?"

তেজসিংহ। "মোহন্ত আসিয়া ভানপুরার সংগ্রামের গল্প করিতে লাগিল। এইরূপে কত ক্ষণ পরে মোহন্ত আমাকে মদ খাইতে নিমন্ত্রণ করিল। আমি বলিলাম আমি প্রহরায় নিযুক্ত কোথাও যাইতে পারিব না মোহন্ত বলিল যাইবার প্রয়োজন নাই, সুরা সেই খানেই আনীত হইবে। সুরা আসিলে আমরা দুই জনেই পাণ করিলাম, তখন অন্যান্য কথার মধ্যে মোহন্ত জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাহার প্রহরায় নিযুক্ত?" আমি বলিলাম খাঁজাহা লোদীর। তাহার পর আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল ও আমি আর কিছুই জানি না। আজি প্রাতে দেখি কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং সেই দ্বারের নিকট আমি শয়ান ও আমার হাত বান্ধা।"

মহারাণা দ্রুতপাদচারণে বেড়াইতে লাগিলেন। যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মোহন্তের চেহারা তোমার মনে পড়ে?"

তেজসিংহ। "পড়ে। মোহন্ত একজন সপ্তদশ বর্ষীয় যুবা পুরুষ"—

যোগী। "সপ্তদশ বর্ষীয় যুবা পুরুষ! আমার পায়েগায় অত অল্প বয়স্ক লোক কেহই নাই।"

তেজসিংহ। "কিন্তু সেই মোহন্ত ত বলিল যে সে আপনার পায়েগার একজন অধিনায়ক।"

অমরসিংহ অতিশয় ক্রোধভরে বলিলেন "তেজসিংহ তুমি অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ এবং সেই কর্ম্মের উচিত শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক্ষণে মিথ্যা কথা বলিতেছ।"

তেজসিংহ এই তিরস্কারে মস্তকোত্তোলন করিলেন, সদর্পে বলিলেন, "অন্নদাতা! আমার কার্য্য অন্যায় হইয়াছে স্বীকার করি। এবং তজ্জন্য যদি আমার প্রাণদণ্ড হয় তাহা অকাতরে সহ্য করিব; কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলি না। যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে সে মিথ্যাবাদী!"

মহারাণা ক্রোধে অধীর হইয়া, যোগীরাজের হস্ত হইতে ত্রিশূল কাড়িয়া লইয়া, তেজসিংহের বক্ষের দিকে লক্ষ্য করিয়া, হাঁকিলেন, কিন্তু আঘাত লাগিবার পূর্ব্বে ত্রিশূল হটাৎ সংযত করিয়া বলিলেন,

"তেজসিংহ! তোমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্যই ত্রিশূল হাঁকিয়াছিলাম। যদি তোমার চক্ষের পলক পড়িত, যদি ভয় পাইয়াছ এরূপ কোন চিহ্ন দ্বারা বুঝিতাম, জানিও যে এই ত্রিশূল তাহা হইলে এতক্ষণ তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিত। তুমি ভয় পাওনাই বলিয়াই বোধ হইতেছে যে তুমি মিথ্যা কথা বল নাই। কিন্তু যখন তুমি প্রহরায় নিযুক্ত থাকা সময়ে সুরাপাণ করিয়াছ তখন তুমি আর রাজকার্য্যের উপযুক্ত নহ; অতএব তুমি এই ক্ষনেই আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

তেজসিংহ মহারাণাকে সেলাম করিয়া অধোবদনে সেখান হইতে বাহির হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

---:-*-:---

বিফল প্রযত্ন।

উদয়পুরে যে সময়ে লোদীর পলায়ন বার্ত্তা প্রথমে প্রকাশ পাইল সেই সময়ে পাথারে বিজয়সেনীর মন্দীরের সম্মুখে দুইজন যোদ্ধা দাঁড়াইয়া। তন্মধ্যে একজন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত আফগানযোধ খাঁ জাহাঁ লোদী, আর অপর জন যোগীপায়েগার একজন যুবা মোহন্ত। মোহন্তের মুখখানি অতীব সুশ্রী। যৌবন আগমে পৌরুষ চিহ্ন-স্বরূপ গোঁফ কি শ্মশ্রু মুখে এখনও দেখা দেয়নাই। মস্তকে জটাজুট নাই; কিন্তু নিবিড় কৃষ্ণ দীর্ঘকেশপাশ উদাসীনদের ন্যায় বান্ধা। শরীরে মার্জ্জিত কড়া বিশিষ্ট লৌহ বর্ম্ম। ক্ষুদ্র স্ত্রীবৎ সুকুমার হস্তে তীক্ষ্ণাগ্র লম্বা বল্লম। পৃষ্ঠে গণ্ডারচর্ম্ম বিনির্ম্মিত লৌহমণ্ডিত ক্ষুদ্র ফলক। কটি হইতে খাণ্ডা বিলম্বিত। বিজয়সেনীর মন্দিরের সম্মুখে আরণ্য বৃক্ষের তলে এই দুই জন দাঁড়াইয়া। অরণ্য মধ্যে প্রাতঃসমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। আরণ্য তরুদলের নৈশনীহারশিক্ত পল্লবরাজি হইতে বিন্দু বিন্দু শিশির ঝরিতেছে। সেই শিশির বিন্দু মোহন্তযুবকের কেশ রাশির মধ্যে পড়িয়া ক্ষণেকের তরে উজ্জ্বলপ্রভ মুক্তার ন্যায় শোভা পাইয়া বিলীন হইতেছে। প্রভাত আগমে বিহঙ্গম কুলের আনন্দধ্বনিতে বনস্থলী কোলাহলে পরিপূর্ণ হইতেছে। ক্রমে সেই নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া ঘন নিবিষ্ট প্রাচীন তরুরাজির নিবিড় পল্লবজালের মধ্য দিয়া একটি সুবর্ণময় সূর্য্যরশ্মি আসিয়া আমাদের যোদ্ধাদ্বয়ের সম্মুখে পড়িল। লোদী বলিলেন,

"আমার এই যে উপকার করিলে, তজ্জন্য আমি তোমার ক্রীত-দাস হইয়া থাকিব।"

মোহন্ত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"আপনার উপকারের প্রত্যুপকার করিলাম বই ত না, তাহাতে আমি আর অধিক কি করিয়াছি!"

লোদী (সবিস্ময়ে।) "আমার উপকারের প্রত্যুপকার? আমি তোমার উপকার করিলাম কবে।

মোহন্ত অবনত মুখে বলিলেন, "আফগান বীর! বলিতে লজ্জা করে—আগ্রায় প্রশন্নময়ী নাম্নী কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে কতকগুলা মাতালের হাত হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন, মনে পড়ে কি?"

লোদী সচকিতে "হাঁ!" বলিয়া মোহন্তের হাত ধরিতে গেলেন। মোহন্ত অথবা আমাদের বেহায়া প্রসন্নময়ী সরিয়া দাঁড়াইলেন। লোদী তাঁহার হাত ধরিতে পারিলেন না বলিলেন,

"প্রসন্ন! তোমার হাতে এই উপকার প্রাপ্ত হইলাম, ইহাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত বিস্মিত ও সুখী হইয়াছি তাহা আর কি বলিব।"

প্রসন্ন সলজ্জ ভাবে বলিতে লাগিলেন,

"আপনার উপকার করা আমার কর্ত্তব্য। যমুনার স্নানের পর দাসী সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। অগ্রার রাস্তার মধ্যে কতকগুলা মাতাল সেই সময়ে আমাদিগকে অপমান করিতে উদ্যত। দাসী ভয়ে পলায়ন করিল। সেই সুরায় উন্মত্ত পিশাচগুলার মধ্যে আমি একাকিনী সহায় বিহীনা! আপনি সেই সময়ে আসিয়া আমাকে রক্ষা করিলেন, এবং আমাদের বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া গেলেন! সে মহদুপকারের আমি এ জন্মেও প্রতিশোধ দিতে পারিব না।

লোদী সাগ্রহে বলিলেন "পারিবে।"

প্রসন্ন। "কি প্রকারে পারিব?"

লোদী সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলেন, বলিলেন,

"যদি আমার হও।"

পোড়ারমুখী প্রসন্নময়ী অবগুণ্ঠন টানিতে গেলেন কিন্তু অবগুণ্ঠন পাইবেন কোথায়? তখন প্রসন্ন গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"ছি! ছি! আমাদের স্ত্রীজাতির কি পোড়া কপাল যে পুরুষের

সঙ্গে কোন প্রকার আত্মীয়তা হইলেই, অমনই প্রণয়ের কথা আসিয়া পড়ে।”

লোদী সাগ্রহে বলিতে লাগিলেন, “তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহা আমি করিতে সাহস করিতাম না ; এবং বোধ হয় লোদীকে কেহ ভীরু বলিতে সাহস করে না। প্রসন্ন! তুমি বীরবালা! তোমার বীরপত্নী হওয়া উচিত।”

প্রসন্ন। “আমি আর করিয়াছি কি? যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে আমি এই মন্দিরের নিকট এক আশ্রমে বাস করিতে ছিলাম। ভানপুরার সমরের পর পিতার মুখে শুনিলাম যে খাঁজাহাঁ লোদী বন্দী হইয়া উদয়পুরে আনীত হইয়াছেন। আমি এই ছদ্মবেশে উদয়পুরে গেলাম। কারাগারে প্রহরীদের নিকট শুনিলাম কোন্ গৃহে ও কাহার প্রহরায় আপনি বন্দী আছেন। তেজসিংহকে সুরাপান করাইলাম ; সেই সুরার সহিত পূর্ব্বেই কিছু অহিফেন মিশাইয়া দিয়া ছিলাম। তাহার পর তেজসিংহ নিদ্রাভিভূত হইলে, চাবী খুলিয়া আপনাকে মুক্তি দিলাম। হরবতীর রাজা আপনার সম্রাটের ভৃত্য। হরবতী নিকটে। অশ্ব প্রস্তুত। যাউন, নির্ব্বিঘ্নে যাউন।”

লোদী আগ্রহ সহকারে বলিলেন,

“তোমাকে একাকিনী ফেলিয়া যাইব কি করিয়া?”

প্রসন্ন। “একাকিনী? আমার পিতা আছেন।”

লোদী। “পিতা! তোমার পিতা কে?”

প্রসন্ন সাহঙ্কারে বলিলেন “আমার পিতা মেবাড়ের যোগীরাজ।”

লোদী নিষ্পীড়িত দন্তে বলিলেন “শুভান্ আল্লা!”

প্রসন্ন হাঁসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“শুভান্ আল্লা কেন?”

লোদী। “সেই উদাসীননেতার হাতে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিনষ্ট হইত। চন্দাবৎ আমাকে রক্ষা করিয়াছিল।”

প্রসন্ন সাহঙ্কারে বলিলেন “এখন বোধ হয় স্বীকার করিবেন, যে আমি সহায়বিহীনা নহি।”

লোদী কি ভাবিতে ছিলেম, উত্তর করিলেন না। ক্ষণেক পরে লোদী শীঘ্র শীঘ্র বলিতে লাগিলেন,

"প্রসন্ন তুমি আমারই হইবে। তুমি এখন যাহাই বল। শেষে তুমি আমারই হইবে।"

বলিয়া লোদী প্রসন্নের হাত ধরিলেন। প্রসন্ন তাঁহার হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন,

"ছি! ছি! আপনাকে মহাত্মা বলিয়া জানিতাম; কিন্তু তাহা আমার ভুল হইয়াছিল। হাত ছাড়িয়া দিউন। আমাকে স্পর্শ করিবেন না। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা, আপনি যবন।"

লোদী বিহ্বলের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,

"আমি মহাত্মা নহি। তোমার ক্রীতদাস। তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা, আমি যবন! তাহাতে কি? স্নেহ ইহা অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ বাধাকেও অপসৃত করিয়া দেয়। আমি তোমাকে ছাড়িব না।"

প্রসন্ন স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"আমি একেলা, সহায়বিহীনা বলিয়া আপনি এইরূপ দৌরাত্ম্য করিতেছেন?"

বিশাল নয়ন হইতে অভিমানে বহ্নি নির্গত হইতেছিল। কিন্তু মুখশ্রী গম্ভীর—স্থির! লোদী সেই অবমানিত স্ত্রীমূর্ত্তির সমক্ষে পরাজয় স্বীকার করিলেন। হাত ছাড়িয়া দিয়া; কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসন্নময়ী ক্রোধভরে তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। লোদী আবার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রসন্নময়ী ফিরিয়া, বনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন,

"আফগান! আপনার জন্য ঐ খানে অশ্ব প্রস্তুত।"

যেন কোন রাজরাজেশ্বরী সম্রাজ্ঞী তাঁহার দাসকে আজ্ঞা করিতেছেন! লোদী বিহ্বলের ন্যায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রসন্নময়ী স্থিরপাদবিক্ষেপে সে খান হইতে চলিয়া গেলেন। লোদী আর এক বার ফিরিলেন দেখিলেন তথায় প্রসন্নময়ী নাই। তখন নিষ্পীড়িত দন্তে লোদী বলিলেন,

"যেন বাঘিনী ! জিন্নাত্ কিন্তু তুমি শেষে আমারই হইবে।"

এবং তাহার পরক্ষণেই ঘোড়ায় উঠিয়া সেখান হইতে বেগে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—

চিন্তা।

শ্যামসিংহ প্রায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন কিন্তু দৌর্ব্বল্য এখনও যায় নাই। সমস্ত রাজবাড়ী রণনিনাদে পরিপূর্ণ। সকলের মুখে কেবল রণেরই কথা। ঈশ্বরী চৌহানের দুরন্ত রাজপুতী, রামসিংহের নির্ভীকবীরত্ব, পদমসিংহের সমরকৌশল, বালকৃষ্ণ শক্তাবতের অসীম ধৈর্য্য, যোগীরাজের আগ্নেয় আগ্রহ। শ্যামসিংহ এই সকল কথা শুনিয়া হাই তুলিতেছেন; কিন্তু মনে মনে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইতেছেন। উর্ম্মিলার সহিত তাঁহার ব্যবহার পূর্ব্বের ন্যায়। এক্ষণে শ্যামের মনে হইতেছে যে তিনি উর্ম্মিলাকে ভালবাসেন না। ভালবাসেন না জানিতে পারিয়া, শ্যামসিংহের হৃদয় শূন্যবোধ হইতেছে। ভালবাসেন না জানিতে পারিয়া, শ্যামসিংহের হৃদয় হতাশায় পরিপুরিত হইতেছে। সেই হতাশায় উন্মত্ত হইয়া শ্যামসিংহ ভৈঁষরোরগড়ের অরণ্যে বেড়াইতে গেলেন। এই ত সেই স্থান যথায় উর্ম্মিলাকে দেখিয়া তিনি প্রথমে ভালবাসিয়া ছিলেন। এই ত সেই স্থান যথায় সেই স্নেহের প্রতিমা তাঁহার অনির্দ্দিষ্টভাবেআলোড়িত, অথচ শূণ্য হৃদয় মন্দিরে প্রথমে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া ছিল। সেই সুবর্ণগঠিত হৃদয় মন্দির এখন কোথায়? সেই স্নেহবিমণ্ডিতা, সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমা এখন কোথায়? মন্দির কালের কুঠারাঘাতে ভগ্ন! প্রতিমা অঙ্গারাবশেষ!

কালের কুঠারাঘাতে ভগ্ন? কাল? সেই উৎসবময়ী প্রতিষ্ঠার সময় হইতে কত দিনই বা হইয়াছে? বড় জোর তিন চারি মাস! ইহার মধ্যেই এত পরিবর্ত্তন? মূর্খ শ্যামসিংহ! বৎসরে, মাসে, দিনে, কি কাল মিত করা উচিত? এক একটী মনের ভাব, যাহার অবস্থিতি এক

বিপলও নহে, যুবার ঘনকৃষ্ণকেশকে পাকাইয়া দেয়; কপালে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন স্বরূপ গভীর চিন্তারেখা পাড়াইয়া দেয়। মনে হয়, যেন সেই বিপলস্থায়ী ভাব, সহস্র সহস্র বৎসর জুড়িয়া, হৃদয়কে, মনকে, উৎপীড়িত করিতেছে। বিগত স্নেহের চিতায় যে অঙ্গার পড়িয়া থাকে তাহা কি ভয়ানক! সেই অঙ্গারের উপর অশুচি প্রেতিণী হতাশা বিকট আনন্দে নাচিতে থাকে। হতাশার অট্টহাসি কি ভয়ঙ্করী! ভস্মীভূত স্নেহের চিতার পার্শ্বে বসিয়া কালকে মিত করিতে হইলে, কি সাধারণ দণ্ড, পল, বিপলমতে মিত করিতে হয়?

শ্যামসিংহ ঘোড়া হইতে অবরোহণ করিলেন এক খণ্ড শিলার উপর বসিলেন। ঘোড়া সাদরে প্রভুর প্রসারিত হাত চাটিতে লাগিল। প্রভু অন্যমনে ঘোড়াকে আদর করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়া দেখ, তাঁহার মন যেন তথায় নাই! শ্যামসিংহ ভাবিতে ছিলেন এই ত সেই শিলাখণ্ড যেখানে বসিয়া উর্ম্মিলাসুন্দরীর স্ফুটনোন্মুখীপদ্মিনীবৎ রূপ চ্ছটা প্রথমে তাঁহার জীবনপথে উদিত হইয়াছিল! সে অস্ফুট রূপমাধুরী এখন কোথায়? সেই উর্ম্মিলা, সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোক—কিন্তু কোথায় সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুরী? এই ত সেই শিলাখণ্ড যেখানে বসিয়া আরণ্য সমীরের মধুর মর্ম্মরের সহিত উর্ম্মিলাসুন্দরীর মধুরতর, বালকণ্ঠনিঃসৃত, সরল, বাক্যগীতিকা তাঁহার শ্রবণে মধুর নিক্কনে প্রথমে বাজিয়াছিল। সহস্র সহস্র অনির্দ্দিষ্ট ভাবে আলোড়িত তাঁহার হৃদয়ের উপর সেই স্বরলহরী শান্তি ঢালিয়া দিয়ছিল—ঝঞ্ঝাবাতে বিলোড়িত গর্জ্জমান সমুদ্রের তরঙ্গান্বিত বক্ষের উপর মৃদু প্রভাত পবনের ন্যায়—অনন্ত শান্তি নিক্ষেপ করিয়াছিল! সে স্বর ত এখনও রহিয়াছে, কিন্তু কোথায় সেই মধুর, শান্তিদায়িনী শক্তি? এই ত সেই আরণ্য তরুদল, পূর্ব্বের ন্যায় ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া! কিন্তু সেই ছায়ায় পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি কোথায়? পূর্ব্বের ন্যায় শান্তির আশা কোথায়? শ্যামসিংহ ভাবিতে ছিলেন সমস্ত বাহ্যজগৎ পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে, কিন্তু অন্তর্জ্জগৎ---? শ্যামসিংহের অন্তর্জ্জগৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। স্নেহের সুবর্ণ কৌটী নির্ব্বা-

পিত হইয়াছে সেই জন্য শ্যামের মন নিরালোক ; সেই জন্য শ্যামের চক্ষে বাহ্যজগৎ এরূপ বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে ; সেইজন্য ঊর্ম্মিলা সুন্দরীর রূপচ্ছটায় আর সে মাধুরী নাই ; সেইজন্য ঊর্ম্মিলাসুন্দরীর কল কণ্ঠে আর সে শান্তিদায়িনী শক্তি নাই। শ্যামসিংহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সেই নিঃশ্বাসে প্রকটিত অন্তরের জ্বালা, হতাশার দাহ কে বুঝিবে? শ্যামসিংহের চক্ষে জল আসিল ক্রমে গণ্ড বহিয়া দুই বড় বড় বিন্দু অশ্রুবারি মাটীতে পড়িল। শ্যামসিংহ সচকিতে উঠিলেন। দেখিলেন তাঁহার আরব ঘোড়ার ভ্রমরকৃষ্ণ উজ্জ্বল নয়নদ্বয় তাঁহার দিকে সাগ্রহে চাহিয়া রহিয়াছে। যেন ঘোড়া প্রভুর কষ্ট বুঝিতে পারিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

শ্যামসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘোড়ার গ্রীবা নিজের বাহুতলে লইয়া তাহার মাথা আপনার বক্ষে ধরিলেন। ঘোড়া অস্ফুট শব্দ করিয়া প্রভুর বক্ষে সাহ্লাদে মুখ লুকাইল। শ্যামসিংহ ক্ষণেক এই রূপ থাকিয়া অবশেষে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং গভীর চিন্তায় নিমর্জ্জিত হইয়া, চালাইতে অক্ষম হওয়াতে ঘোড়া স্বেচ্ছামত তাঁহাকে লইয়া চলিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

ঘোড়া চলিল। শ্যামসিংহ গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া রহিয়াছেন। রশ্মি ঘোড়ার স্কন্ধে পড়িয়া রহিয়াছে। সময়ে সময়ে অশ্ব আরণ্যপথে থামিতেছে ও গ্রীবা নোয়াইয়া ঘাস খাইতেছে। এই রূপে শ্যামসিংহ ক্রমশঃ বিজয়সেনীর মন্দিরের দিকে চলিতেছেন। ক্রমে গগণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল। আরণ্য তরুদলের মধ্য হইতে পবন ভীষণ সর্পগর্জ্জনে ডাকিতে লাগিল। শারদ গগণে ভাষমানসূর্য্য ক্রমশঃ ঘননীল মেঘমালার তলে পড়িল। হঠাৎ সান্ধ্য অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকার আরণ্য পথ ও আরণ্য তরুরাজিকে আবৃত করিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড তরুদল ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে বিলোড়িত হইতে লাগিল। হঠাৎ একটি বজ্রনাদ! চারিদিক্ ক্ষণেকের তরে অপার্থিব আলোকে জ্যোতির্ম্ময় হইল। পর্ব্বত শিখরে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ শিলারাশি সেই ক্ষণালোকে গলন্তসুবর্ণে মণ্ডিত হইল। শিখরস্থ প্রাচীণ দেবদারু সেই বজ্রপাতে আহত হইয়া ক্ষণেকেম তক্কে জ্বলন্ত বহ্নিতে ধৌতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। শ্যামের ঘোড়া ভয় পাইয়া নাশারন্ধ্র হইতে ফুৎকার করিতে করিতে পশ্চাতের পদদ্বয়ের উপর খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্যামের চিন্তা ভাঙ্গিয়াছে। শ্যামসিংহ রশ্মি বিলোল করিয়া সাদরে ঘোড়ার গ্রীবায় হস্ত বারম্বার অর্পণ করিয়া ঘোড়াকে স্থির করিলেন। আবার এক বজ্রপাত। এবার সেই অশনিসম্পাতের ঘোররোল আরণ্য প্রতিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভীষণগর্জ্জনে দিগন্তে লুকাইল। শ্যামের ঘোড়া উচ্চৈস্বরে হ্রেষারব করিল। বড় বড় বিন্দু বৃষ্টি শ্যামের মুখে, পবন, তীরের ন্যায়, নিক্ষেপ

করিতেছে। প্রকৃতির সেই ভীষণ কোলাহলের মধ্যে শ্যামসিংহ সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকিল। শ্যামের ও শ্যামের আরবের চক্ষু সেই উজ্জ্বল আলোকে ধাঁদিয়া গেল। ঘোড়া কর্ণদ্বয় পশ্চাতের দিকে করিয়া, পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্যে পুচ্ছ রাখিয়া, স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। শ্যামসিংহ তাহাকে আবার আদর করিলেন। ঘোড়া ভয়সূচক অস্ফুট ধ্বনি করিয়া আবার চলিল। শ্যামসিংহ বিদ্যুতের ক্ষণালোকে দেখিলেন যে অল্পদূর যাইতে পারিলে বিজয়সেনীর মন্দিরে পৌঁছিতে পারেন। প্রাণপণে শক্তাবৎ যোধ ঘোড়াকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। শ্রাবণের বৃষ্টি মুশলের ধারে নামিতেছে। হঠাৎ শ্যামের অশ্ব ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে চীৎকার করিতে করিতে, বায়ুবেগে, বিজয়সেনীর মন্দিরেরদিকে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে শ্যামসিংহ মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিলেন। সেই ভীষণ বৃষ্টিতে শিক্ত হইয়াও শ্যামশক্তাবতের ঘোড়া ঘামিতেছে। ছাড়ানহবতখানার তলে, মন্দিরের সিংহদ্বারে, ঘোড়া রাখিয়া শ্যামসিংহ আর্দ্রবস্ত্রে মন্দিরের দিকে গেলেন। দেখিলেন দালানে এক অপূর্ব্ব ছবি! বিদ্যুতের ক্ষণালোকে দেখিলেন এক সুন্দরী রমণী দাঁড়াইয়া। রমণী বাহিরে প্রকৃতির সেই ভীষণ রূপ মোহিত হইয়া দেখিতেছিলেন।

শ্যামসিংহ চকিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন। বাহ্যগগণের ন্যায়, যুবা শক্তাবতের হৃদয়গগণে ঘন ঘটা গর্জ্জিয়া উঠিল। স্নেহকল্লোলিনী, যাহার কলেবর হেমন্তে পার্ব্বতীয় নদীর ন্যায় ক্ষীণ ও সিকতাময় হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে আবার গম্ভীর নিনাদে অনন্ত কালসাগরের দিকে উন্মদবেগে ছুটিতে লাগিল। শ্যামসিংহের গণ্ড ও কপোল পুড়িতে লাগিল, ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল; শ্যামসিংহ সিহরিয়া উঠিলেন। সম্মুখে সেই যোগীদুহিতা প্রসন্নময়ী! শ্যাম অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিলেন,

"আবার!"

তখন প্রসন্ন সচকিতে ওড়না দ্বারা মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া বলিলেন,

"কেও ?"

শ্যাম অগত্যা অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,

"আমি শ্যামসিংহশক্তাবৎ !"

প্রসন্নময়ী বলিলেন "কি ভয়ানক ঝড় !"

শ্যামের হৃদয়, মন, প্রাণ নানাপ্রকার চিন্তায় আলোড়িত হইতেছে, স্নেহোচ্ছ্বাসে বুক ভরিয়াগিয়াছে ; যেন শ্বাস বন্ধ হইবার যো হইয়াছে। শ্যামসিংহ নির্ব্বাক্। প্রসন্ন তখন আস্তে আস্তে বলিলেন,

"বোধ হয় শক্তাবৎজীর স্মরণ নাই যে আমার সহিত ইহার পূর্ব্বে আরও একবার দেখা হইয়াছিল।"

শ্যামের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রসন্নময়ী আবার বলিলেন,

"সে বার শক্তাবৎজী না থাকিলে, আমি বিষম বিপদে পড়িতাম।"

শ্যাম এবার উত্তর করিলেন,

"ও রূপ ছটা যে একবার দেখিয়াছে সে কি কখন ভুলিতে পারে ?"

শ্যামের স্বর বিকম্পিত ও মধুর। প্রসন্নময়ী চটিলেন না, বলিলেন,

"আজি আমার খুব সৌভাগ্য যে আপনার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইল।"

শ্যামসিংহ। "সৌভাগ্য আমার। আপনি কি এইখানেই থাকেন ?"

প্রসন্ন। "প্রায়ই বটে।"

শ্যাম। "মধ্যে কি উদয়পুর যান নাই ?"

প্রসন্ন। "গঙ্গোরীর উৎসবে গিয়াছিলাম।"

শ্যাম। "তবে আপনাকেই দেখিয়াছিলাম।"

শ্যাম যেন আপনা আপনি কথা কহিতেছেন।

প্রসন্ন। "সম্প্রতি যুদ্ধের স্থান হইতে আসিতেছেন কি ?"

শ্যাম। "না, দেবি ! আমি যুদ্ধে যাইতে পাই নাই ; বড় পীড়িত ছিলাম।"

প্রসন্নময়ী ত্রস্তে বলিলেন "পীড়িত !" কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিতা হইয়া অধোমুখে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্যামসিংহ তাঁহাকে পীড়ার বিষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন ; প্রসন্ন শুনি-

লেন বটে কিন্তু কিছুই বলিলেন না। উভয়ে নির্ব্বাক রহিলেন।

এক্ষণে পবন তাড়িত মেঘমালা ক্রমশঃ গগণ হইতে অপসৃত হইল। সূর্য্যদেব সেই পরিধাবনশীল মেঘের আবরণ হইতে ক্রমে বাহির হইলেন। বায়ুর মন্দহিল্লোলে নববারিশিক্ত পল্লবজাল থর থরে, কাঁপিতেছে। প্রকৃতি আবার হাসিতেছে। যেন রোরুদ্যমানা বালবধু এইমাত্র স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিয়া অশ্রুশিক্ত মুখে হাসিতেছে। প্রসন্নময়ী প্রকৃতির সেই অপূর্ব্বরূপমাধুরী দেখিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ও বাহ্যজগতের ন্যায় হাসিতেছিল। এতদিন যাহার মূর্ত্তিকে হৃদয়মন্দিরে ধরিয়া গোপণে পূজা করিয়া ছিলেন আজি সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে—দুইহাত অন্তরে—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া! আহ্লাদে প্রসন্নের সমস্ত শরীর পুলকিত হইল! জীবনের সমস্ত সুখ যেন তাঁহার সম্মুখে—হাত বাড়াইলেই পাইতে পারেন! এমন সময়ে পথে অশ্বপদ-ধ্বনি শুনা গেল—অস্ত্রের ঝনৎকার ও উচ্চৈর্হাস্য ও অনেকের কোলাহল।

শ্যামসিংহের সুখচিন্তা ভঙ্গ হইল; বিরক্ত ভাবে তিনি মন্দিরের দেওড়ীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘোড়া হ্রেষারব করিল। বাহিরে পথিক গণের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল,

"সামনে ঘোড়া ডাকে!—ধীরে হো! ধীরে!" বলিয়া পথিক অশ্বারোহণে দেওড়ী মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্যামসিংহ অতিশয় বিরক্ত হইলেন—কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন যে প্রসন্নময়ী তথায় নাই। দেওড়ীতে পথিক কহিয়া উঠিলেন,

"এযে শ্যামশক্তাবতের ঘোড়া!"

বলিয়া পথিক মন্দিরের প্রাঙ্গণে অগ্রসর হইলেন। পথিক পদম-সিংহ প্রমর, ভানপুরার সংগ্রামের পর বাটী আসিতেছেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:✽:—

প্রত্যাগত।

"এই যে শ্যাম এই খানে! ভিজা কাপড়ে এখানে কেন? গড়ে সব ভাল ত?"

বলিয়া পদমসিংহ অশ্বারোহণে শ্যামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামসিংহ মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে হাসিয়া বলিলেন,

"গড়ে সব ভাল বই কি। পৃথাঠাকুরাণী খুবই ভাল, কিন্তু আপনাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত।"

পদ্দম হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"কেন শ্যাম, আমার জন্য অত ব্যস্ত হইবেন কেন, তবে বুঝি তুমি তাঁহার সঙ্গে কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?"

শ্যামসিংহের মুখশ্রী গম্ভীর হইল। পদমসিংহ তাহা দেখিলেম এবং চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হে ব্যাপার খানা কি?"

শ্যামসিংহ জোর করিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন,

"ব্যাপার আবার কি? কিছুই নয়। আপনি এক্ষণে কোথা হইতে?"

পদমসিংহ কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন আমার প্রেরিত লোক গড়ে পৌঁছায় নাই? তাহার ত কালি পৌঁছান উচিত ছিল। তাহার নিকট তোমরা শোন নাই যে আমি শ্রীজীর নিকট বিদায় লইয়া ভৈঁষরোরে ফিরিয়া আসিতেছি?"

শ্যামসিংহ উর্ম্মিলার সহিত প্রায়ই ভাল করিয়া কথা কহিতেন না, পৃথাঠাকুরাণী তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতেন না। গড়ের ফৌজদার প্রথম প্রথম দিনকতক গড়ের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিরক্তি প্রকাশ করায় ফৌজদার তাঁহার নিকট আর আসিত না। অতএব শ্যামসিংহ পদমসিংহের

আগমন বার্ত্তা কিছুই জানিতেন না। শ্যামসিংহ ফাঁফরে পড়িলেন। কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শ্যামসিংহ অবশেষে বলিলেন,

"আপনি গড়ে ফিরিয়া আসিতেছেন তাহা জানি বই কি। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ছিলাম না। আজি কোথা হইতে আসিতেছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। তা সে যাহাই হউক রামদাদা ও ঈশ্বরীচৌহান কেমন আছে?"

বলিতে বলিতে শ্যামসিংহ আসিয়া যেখানে তাঁহার অশ্ব বান্ধা ছিল সেই খানে উপস্থিত হইলেন। পদমসিংহ শ্যামের উত্তরে বড় সন্তুষ্ট হইলেন না তিনি অন্যমনে উত্তর দিলেন "ভাল আছে।" শ্যাম সিংহ অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং দুই জনে অন্যমনে নীরবে মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভৈঁষরোরগড়ের দিকে চলিতে লাগিলেন তাঁহাদের পশ্চাতে পদমসিংহের ক্ষুদ্র দল আরোহী আসিতে লাগিল।

শ্যামসিংহ চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল—হৃদয়পটে এই উর্ম্মিলার সরল, স্নেহমাখা বালিকামুখখানি, এই প্রসন্নময়ীর তেজস্বিনীবুদ্ধিতে অলঙ্কৃতা অথচ স্ত্রীসুলভ মধুরতায় মাখা, স্নেহময়ী মুখচ্ছবি উদিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পদমসিংহের সরল, প্রশান্ত চরিত্রও মনে হইতেছে। শ্যামসিংহের ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত, ওষ্ঠাধর নিস্পীড়িত। ভৈঁষরোরগড়ে আজি আর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। ফিরিয়া গেলেইত সেই অসীমসহিষ্ণু, সরলা, স্নেহময়ী উর্ম্মিলার সহিত দেখা হইবে! সেই সরলা বালিকা তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বাসঘাতকতা, নীচতা বুঝিতে পারে নাই। শ্যামসিংহ আপনাকে অতিশয় নীচাশয় মনে করিতে লাগিলেন। সেই মুখখানি মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার পার্শ্বে উর্ম্মিলার ভ্রাতা সরলচেতা, প্রশান্তস্বভাব, কোমলহৃদয় বীরবর পদমসিংহ। যদি পদমসিংহ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন তাহা হইলে পদমের হৃদয়ে কি ভয়ানক আঘাত লাগিবে! শ্যামসিংহের অনুতাপ দ্বিগুণ জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

পদমসিংহ প্রথমে শ্যামের কথায় কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু

পরক্ষণেই পৃথার মোহিনীছবি তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উদিত হইল। পদম অসন্তুষ্টি ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয় অকৃত্রিম স্নেহে ভরিয়া উঠিল। রণে জয় হইয়াছে, অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিঘাত করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে দিল্লীর বাদসাহের সুশিক্ষিত সেনাদল রাজপুতের সমক্ষে পরাজিত হইয়াছে। আর সেই সমরে পদমসিংহ প্রমর বীরের কার্য্য করিয়া ছিলেন। মোগল ও রাজপুত্ উভয়ে এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে সেই সংগ্রামে প্রমরযোধ সিংহবিক্রান্ত সৈনিকের, কৌশলময় নায়কের কাজ করিয়াছেন। ভানপুরার রণজয়ের সহিত পদমসিংহের নাম চারণের গানে সংশ্লিষ্ট থাকিবে। বৃদ্ধ শক্তাবৎকুলকেশরী বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ একমুখে পদমের প্রসংশা করিতে পারেন নাই। ভীমপরাক্রান্ত, মহাকায়, যুবা চন্দ্রাবৎবীর, ঠাকুররামসিংহ, পদমসিংহের সহিত ভ্রাতৃত্ব পাতাইয়াছেন। সংগ্রামের পর দুরন্ত ঈশ্বরীচৌহান তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া কি বলিতে চাহিয়া ছিল কিন্তু আহ্লাদের বেগে বলিতে পারিল না। সমরে দুর্ন্নিবার মেবাড়ের যোগীরাজ পদমের মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন "বৎস সমরে তোমার খাণ্ডা চিরজয়ী হউক!" পদমের হৃদয়ে আহ্লাদ উথলিয়া উঠিতেছে। পৃথাকে এই সব বলিবেন। স্নেহে, অহঙ্কারে পৃথার হৃদয় নাচিয়া উঠিবে, রাঙ্গামুখ আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিবে! গড় হইতে যাত্রা কালে পদম চামুণ্ডার নিকট ভিক্ষা চাহিয়া ছিলেন, চামুণ্ডা সেই ভিক্ষা দিয়ছিলেন। পদমসিংহ তাহাই স্মরণ করিলেন। আবার কত দিনের পর—কত বিপদের পর সেই স্নেহময়ী মুর্ত্তি হৃদয়ে ধরিবেন! আহা! কি আহ্লাদ! কি সুখ! পদমের চক্ষুর্দ্বয়ে আহ্লাদ ভাসিতেছে! আহ্লাদে লৌহকবচের উপর হৃদয় ঘন ঘন প্রতিহত হইতেছে, পদমসিংহ সেই প্রতিঘাতের শব্দ যেন কাণে শুনিতেছেন। পদমসিংহ ঘোড়াকে দ্রুততর চালাইতে লাগিলেন। হটাৎ শ্যামের দিকে চাহিলেন। পদম চমকিয়া উঠিলেন। শ্যামের ললাট অন্ধকারময়, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত, ওষ্টাধর নিস্পীড়িত, শ্যামের নয়নে অশ্রু! পদমসিংহ সহসা ঘোড়ার বেগ সংযত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,

"শ্যাম কি হইয়াছে ?"

শ্যামসিংহ কিছু উত্তর না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া গেলেন। পদম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আবার তাঁহাকে ধরিলেন। অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পদমসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইয়াছে বল না শ্যাম ?"

শ্যামসিংহ অন্যমনে বলিলেন "কি হইয়াছে ?"

পদমসিংহ তখন অধীর হইয়া বলিলেন "শ্যাম ! পৃথা ও উর্ম্মিলা—?" পদমসিংহের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শ্যামসিংহ এইবার চেষ্টা করিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন,

"ভাল আছে।" বলিয়া শ্যামসিংহ সহসা উচ্চৈর্হাস্য করিয়া চক্ষের জল মুছিয়া শীঘ্র শীঘ্র বলিতে লাগিলেন,

"এমন স্ত্রৈণ ত আর দেখি নাই ! [illegible] ! [illegible]রয়ার দিন ঘোড়া ছুটাইয়া [illegible] আগে যাইতে পারেন নাই ! আজি আবার চেষ্টা করিবেন [illegible] হা ! হা !" বলিয়া শ্যামসিংহ উন্মাদের ন্যায় ভৈঁষরোরগড়ের [illegible] ছুটিলেন। তাঁহার সেই বিকট হাসি আরণ্য প্রতিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রমরযোধ আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত প্রায় হইলেন। পরক্ষণেই যুবা শক্তাবৎ অদৃশ্য হইলেন। প্রমর গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ধীরে ধীরে ভৈঁষরোরগড়ের দিকে চলিলেন। গড়ের নিকটে আসিলে প্রাচীর হইতে মুহুর্মূহু তোপগর্জ্জন হইতে লাগিল। জয় আরবে চারিদিক পরিপূরিত হইল। প্রমর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন পৃথাকে হৃদয়ে ধরিলেন। আহা ! কি আহ্লাদ ! কি সুখ ! শ্যামশক্তাবতের কথা প্রমর একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুণর্ম্মিলন।

অনেকক্ষণ পরে পদমসিংহ বলিলেন, "তবে পৃথা, ভাল আছ?"

পৃথাদেবী হাসিয়া বলিলেন "এতক্ষণ পরে মনে হইল বুঝি?"

পদম। "এতক্ষণ স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছিলাম মর্ত্ত্যের কথা আর মনে ছিল না।"

পৃথা আবার ভর্ত্তার বক্ষে মুখ লুকাইলেন। পদম তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া বারম্বার তাঁহার মস্তক ও মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "এই পুরস্কারের জন্য কে না মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে সাহস ক

পৃথা হাসিয়া বলিলেন "কি বা পুরস্কার! মরি

পদম। "অমন কথা বলিওনা পৃথা। আমার বল, আমার বীর্য্য কাড়িয়া লইও না।"

পৃথা। "আমি কি তোমার বলবীর্য্য? ছি! ছি!"

পদম। "পৃথা তুমি আমার সব।"

পৃথার মুখশ্রী গম্ভীর হইল, তাঁহার নয়নের কটাক্ষ নয়নেই মিলাইয়া গেল। সেই পবিত্র, অসীম, অনন্ত স্নেহের সমক্ষে মুখরা পৃথার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, চক্ষে জল আসিল। বাহুলতা ভর্ত্তার স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া স্নেহভরে পৃথাদেবী প্রমরের মুখচুম্বন করিলেন। পৃথার হৃদয় স্নেহে ভরিয়া উঠিল, চক্ষে, মুখে স্নেহ ভাষিতে লাগিল। আর বাক্য সরিল না। পদমসিংহ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে পবিত্র দাম্পত্য সুখের উল্লাসে উল্লাসিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। পৃথা মনে করিয়াছিলেন রণের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, শ্যামের নিষ্ঠুরতার কথা বলিয়া দিবেন, মনে করিয়াছিলেন

কত চাষ্টা করিবেন—যুদ্ধে যাত্রা কালে পদ্মসিংহ তাঁহার নয়নে জল দেখিয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন আজি সেই অপারধের প্রতিশোধ লইবেন; কিন্তু কি আপদ! কথা সরিতেছে না! কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছে না। মুখরা পৃথাদেবীর কথা সরিতেছে না! কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছে না! সহস্র সহস্র আবেগ হৃদয়ে উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিতেছে। আর তাহা কত সুখের! ধমনীতে ধমনীতে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে, মজ্জায় মজ্জায়, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সেই অনন্ত, পবিত্র সুখের লহরী প্রবলবেগে তরঙ্গায়িত হইতেছে। মুদিতনয়নে, ভর্ত্তার নিকটে বসিয়া পৃথাদেবী নীরবে সেই সুখভোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে বাহিরে হটাৎ নূপুরনাদ হইল। পৃথা সসম্ভ্রমে উঠিলেন। উর্ম্মিলাসুন্দরী আসিয়া ভ্রাতার চরণে প্রণাম করিলেন। আহ্লাদে প্রমরবীর ভগ্নীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া নিকটে বসাইলেন, স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"উর্ম্মিলে! ভাল আছত? এতক্ষণ আমার নিকট আইস নাই কেন? দাদাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে বুঝি?"

উর্ম্মিলা স্নেহগদগদ স্বরে বলিলেন,

"এই মাত্র ত আপনি আসিলেন। আপনার আগমন সম্বাদ পাইবা মাত্র আমি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

এবার পৃথার মুখ খুলিল। এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন তাহাই যথেষ্ট। পৃথা বলিলেন,

"এখন উর্ম্মিলা তোমাকে মনে করিবে কখন? ওর মনে কি আর অন্য লোকের জন্য স্থান আছে?"

উর্ম্মিলা সুন্দরী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া বসিয়া রহিলেন। পদ্মসিংহ পৃথার দিকে কৃত্রিম রোষকষায়িত নয়নে চাহিলেন। পৃথা হাসিয়া বলিলেন,

"ভগ্নীর সঙ্গে যোগ দিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবে বুঝি?"

পদম। "তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আঁটিবে কে?"

পৃথা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা ত বটেই। আমি স্বয়ং চামুণ্ডা। আমার নিকট কতলোকে রণজয়ের বর প্রার্থনা করে।"

পদমসিংহ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আর তুমি যাহাদিগকে বর দাও তাহারা রণে জয়লাভও করে সেটা যে বড় বলিলেনা? তা সে যাহাই হউক ঊর্ম্মিলাকে এত রোগা দেখিতেছি কেন?"

পৃথার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। মুখের ঠাট্টা মুখে মিলাইয়া গেল। চক্ষে জল আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই রাগে গণ্ডদ্বয় লাল হইয়া উঠিল। পৃথা কি বলিতে যাইতেছিলেন। ঊর্ম্মিলা তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সেই দৃষ্টি! সেই দৃষ্টি কত ভয়সূচক! ঊর্ম্মিলাসুন্দরী যেন পৃথার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন! পৃথাদেবী যাহা বলিতে যাইতেছিলেন তাহা আর বলিলেন না। ঊর্ম্মিলাকে হটাৎ বক্ষে ধরিলেন। দর দরে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুবারি পতিত হইয়া ঊর্ম্মিলার মস্তককে সিক্ত করিতে লাগিল। পদমসিংহ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। এ আবার কি? মধ্যাহ্নে পথে শ্যামের আচরণ—শ্যামের কথা তাঁহার মনে পড়িল। সেই আচরণ ও সেই কথার সহিত কি এই দুঃখের সম্বন্ধ আছে? এমন সময়ে পৃথাদেবী কষ্টের বেগ সংযত করিয়া ঊর্ম্মিলাকে বলিলেন,

"ঊর্ম্মিলে! তুই পাকশালায় যাইয়া আহারাদি কিরূপ প্রস্তুত হই-তেছে তাহা দেখ। আমি আসিতেছি।"

ঊর্ম্মিলা ঘর হইতে নীরবে চলিয়া গেলেন। পদম তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কি? কিছুই ত বুঝিতে পারি না।"

পৃথাদেবী মৌনী হইয়া রহিলেন। পদম উঠিয়া গৃহমধ্যে দ্রুত-পাদচারণ করিতে লাগিলেন এবং অপনা আপনি বলিতে লাগি-লেন,

"কি আশ্চর্য্য! আমি এই কয় দিন মাত্র বাড়ী হইতে গিয়াছি, আর ইহার মধ্যে এত পরিবর্ত্তন! শ্যামশক্তাবৎ আর সে শ্যামশক্তা-বৎ নাই। পৃথা কথা কহিতে কুণ্ঠিত! আমার সদাহাসিমুখ ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিলা দুঃখার্ণবে ভাসিতেছে! তাহার চক্ষের কোলে কালী, শ্রী মলিন! আর জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু বলিতে চাহে না!"

পদমসিংহ চিন্তিতভাবে পৃথার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন পৃথা কান্দিতেছেন। তখন পদম অধীর হইয়া পৃথার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পৃথার হাত ধরিয়া পদমসিংহ আগ্রহ সহকারে বলিলেন,

"পৃথা, কি হইয়াছে সমস্ত বল ; তোমার হাতে ধরি।"

পৃথাদেবী কান্দিতে কান্দিতে ঊর্ম্মিলার প্রতি শ্যামের নিষ্ঠুর ব্যবহার সমস্ত বলিলেন। যতক্ষণ পৃথা কথা কহিতেছিলেন ততক্ষণ পদমসিংহ স্থির হইয়া শুনিলেন, কেবল তাঁহার গণ্ড ও ললাট রক্তবর্ণ হইল, চক্ষু হইতে আগুণ ছুটিতে লাগিল।

পৃথা বলিলেন,

"আমি ইহার কিছু মাত্র জানিতে পাই নাই। ঊর্ম্মিলার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম ; কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া বলিত তাহার কোন অসুখ হয় নাই। হাসিত বটে ; কিন্তু সেই সময়ে চক্ষে জল আসিত। আমি এক দিন দেখিতে পাইয়া তাহার এত সাধ্য সাধনা করিলাম কি হইয়াছে জানিবার জন্য ; কিন্তু সে কিছুই বলিল না। তাহার পর সে কি করে তাহা আমি গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একদিন উহাদের ঘরে আড়ী পাতিয়া দেখি শক্তাবৎজী পালঙ্কের উপর শয়ান, নিদ্রা যাইতেছেন, আর ঊর্ম্মিলা মেজের উপর পড়িয়া। আমি দ্বারে অল্প আঘাত করিলাম। দাসীরা কেহ হইবে মনে করিয়া ঊর্ম্মিলা বাহিরে আসিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম 'ঊর্ম্মিলে আমি সব শুনিয়াছি। শক্তাবৎজী এমন পাষণ্ড!' আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি ভাবিয়া ঊর্ম্মিলা কান্দিতে কান্দিতে আমাকে বলিল 'আমার পাপের শাস্তি, তাহা না হইলে আমার অমন স্বামী আমাকে ভাল বাসিবেন না কেন?' আমি অতিশয় রাগ করিয়া বলিলাম, 'অমন স্বামীর মুখ দর্শণ করিতে নাই। তুই আমার সঙ্গে আয়।' ঊর্ম্মিলা কান্দিতে কান্দিতে আমার সহিত আসিল। আমার নিকট শুইয়া ছেলে বেলার মত আমার বক্ষে মাথা রাখিয়া কান্দিতে কান্দিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আমিও

ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে ঘুমাইলাম। ক্ষণেক পরে উঠিয়া দেখি ঊর্ম্মিলা আমার নিকট নাই। আমি আবার তাঁহার গৃহের নিকট গেলাম। দেখিলাম সে পূর্ব্বের ন্যায় শক্তাবৎজীর পালঙ্কের নিকট মেজেয় শুইয়া, কিন্তু নিদ্রিতা। শক্তাবৎজীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি বলিলেন 'আমাকে একটু জল দেও।' ঊর্ম্মিলা উঠিল জল আনিয়া দিল। শক্তাবৎজী জলপান করিলেন।—"

পদমসিংহ অধীর হইয়া বলিলেন "আর না। ঢের হইয়াছে।"

বলিয়া পদমসিংহ কটিস্থিত তলবার দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে গেলেন। পৃথাদেবী তাঁহাকে ধরিলেন। সভয়ে পৃথা বলিলেন,

"কি কর?"

পদম পৃথার কথায় দাঁড়াইলেন। সেই স্থির প্রশান্ত মুখকান্তি ক্রোধে বিকৃত—বহ্নিমান। পদম বলিলেন,

"শ্যাম শক্তাবতের রক্তে ঊর্ম্মিলার অবমাননা ধৌত করিব। আমাকে ধরিও না"

পৃথা। "তুমি কি আমার কপালগুণে পাগল হইলে?"

পদম। "পাগল হইব তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ছেলেবেলা হইতে ঊর্ম্মিলা আমার এক মাত্র স্নেহের ভগ্নী। আমার ঊর্ম্মিলা কখন মাতৃ-স্নেহ পায় নাই। আমিই উহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি। তাহার পর বাবার মৃত্যু হইল। বাবা মরিবার পূর্ব্বে আমাকে বলিলেন, "পদম ঊর্ম্মিলাকে তোমায় দিয়া গেলাম।' অমনই প্রাণবায়ু বাহির হইল"—পদমের চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। পৃথা-দেবী অবসর পাইয়া ভর্ত্তার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে পালঙ্কের দিকে আনিলেন। পদম আসিয়া পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। কত-ক্ষণ পিতার জন্য কাঁদিলেন। তাহার পর আবার রাগের কারণ স্মরণ পথে আসিল। পদম হঠাৎ উঠিলেন, ক্রোধভরে বলিলেন,

"সেই মাতৃপিতৃহীনা বালিকার উপর এই দৌরাত্ম্য!"

বলিয়া পদমসিংহ যেমন গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইবেন অম-

নই পৃথা আগে যাইয়া দ্বারের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। পৃথা স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"তুমি একেবারেই পাগল। শ্যামশক্তাবৎকে মারিয়া ফেলিলে সে কি ঊর্ম্মিলাকে ভাল বাসিবে?"

পদ্দম সক্রোধে বলিলেন। "প্রতিহিংসা----"

পৃথা। "প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসাত বটেই। কিন্তু তাহার পর? তাহার পর জ্বলন্ত চিতা—সহমরণ। গর্জ্জমান অগ্নিতরঙ্গের মধ্যে এত স্নেহের ঊর্ম্মিলা!"

পদ্দমসিংহ মস্তক অবনত করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হাত দিয়া মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু পড়িতে লাগিল। অবশেষে বিষম মর্ম্মপীড়া ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,

"তবে আমি কি করিব?"

পৃথা। "করিবে আর কি? স্থির থাকিবে। কিছুই করিবে না।"

পদ্দম। "আমি শ্যামকে একবার বলিয়া দেখিব।"

পৃথা। "বলিয়া কি কেহ কখন ভাল বাসাইতে পারে? পতিস্নেহ সকলের কপালে ঘটিয়া উঠে না। আর যাহার কপালে থাকে সে অবশ্যই পায়। যদি ঊর্ম্মিলার কপালে পতিস্নেহ থাকে তবে সে অবশ্যই পাইবে। কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে?"

এইরূপ তর্কে পদ্দমসিংহ অনেকটা স্থির হইলেন। কপালের লিখন যত অখণ্ডনীয় হউক আর না হউক পৃথার বিবেচনা পদ্দমসিংহের নিকট সর্ব্বদাই অখণ্ডনীয়।

উনত্রিংশ পরচ্ছেদ।

——:-*-:——

গৃহে।

এদিকে শ্যাম সিংহ সমস্ত দিন অনির্দ্দিষ্ট রূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে রাত্রে গড়ে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রে "রষোরাতে" * পদম সিংহের সহিত একত্রে আহার করিতে গেলেন না। অসুক আছে বলিয়া একবারেই আহার করিলেন না। ঊর্ম্মিলা দুই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অসুখ?" কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া চুপ করিলেন। নানা দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া উর্ম্মিলাদেবী শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। শ্যামসিংহ চিন্তার জ্বালায় নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। ক্ষণেক শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিলেন বাতায়ন মুক্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র হাসিতেছে। চারিদিকেই শান্তি। ব্রাহ্মণীর জলপ্রপাত ও যেন সেই শান্তির প্রভাবে চম্বলের বক্ষে বারিরাশি ঘর্জনাদে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। প্রণয়োন্মত্ত পতঙ্গদলের স্নেহগীতিকা সেই প্রশান্ত চন্দ্র কিরণে মধুর নিক্কণে বাজিতেছে। নৈশবায়ু শ্যামের মুখও মস্তককে স্নাত করিতেছে। শ্যাম কিছু স্থির হইলেন। সেই শীতল বায়ু সেবনে যেন শ্যামের উত্তপ্ত শোণিত কিছু শীতল হইল! উন্মাদিনী কল্পনার চক্ষে শ্যামসিংহ একখানি মাত্র ছবি দেখিতে ছিলেন—সেই তেজস্বিনী যোগীদুহিতা। শ্যামসিংহ মনে করিতে ছিলেন আর একবার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন—যেমন করিয়াই হউক সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। কিন্তু তাহার পর? এমন সময়ে গৃহ মধ্যে যেন কে নড়িল। শ্যামসিংহ ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন শয্যার

---

* পাকশালা।

উপর ঊর্ম্মিলাদেবী শয়ানা ; গবাক্ষ দিয়া শীতল চন্দ্ররশ্মি প্রবেশ করিয়া তাঁহার দুঃখমলিন পাণ্ডুমুখখানির উপর খেলিতেছে। সেই মুখের মধুমাখা, অসীমস্নেহময়, অসীমসহিষ্ণুভাব শ্যামের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। শ্যাম অন্য চিন্তা ভুলিয়া সেই মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

বাস্তবিকই মানবহৃদয় বালকদিগের খেলিবার গোলার ন্যায়। গোলা যখন যে বালকের হাতে পড়ে তখন তাহারই বশবর্ত্তী। মানব হৃদয়ও যখন যে ভাবের হাতে পড়ে তখন তাহারই বশবর্ত্তী। এই, এক দিকে দুর্দ্দমনীয় বেগে প্রধাবিত হইতেছে, হঠাৎ বহির্জ্জগতের কোন একটা বস্তু হইতে প্রতিহত হইয়া ভিন্নদিকে ছুটিতে লাগিল! এবং সেই বেগ সংযত করে এমন সাধ্য কাহার? শ্যামসিংহের হৃদয়ে এতক্ষণ যোগীকন্যার ছবি জাগিতেছিল। এতক্ষণ ঊর্ম্মিলা তাঁহার পক্ষে জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া শ্যামসিংহ বিস্তৃতির এক দিক হইতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। দিকের যেমন পরিবর্ত্তণ হইল, হৃদয়েরও সেই রূপ পরিবর্ত্তণ হইল। হৃদয়পটে বিরাজমানা প্রসন্নময়ীর প্রতিকৃতি হঠাৎ অপসৃত হইল, এবং সেই ছবির পরিবর্ত্তে একখানি দুঃখমলিন পাণ্ডু-বর্ণ, অসীম সহিষ্ণু মুখচ্ছবি বসিল। এই হঠাৎ পরিবর্ত্তণে শ্যাম-সিংহ বিহ্বলের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ললাটে হাত দিয়া পূর্ব্বের চিন্তা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। বিহসমান চন্দ্ররশ্মিতে স্নাত, সেই অসীম সহিষ্ণু, অসীম স্নেহময়, মুখখানি চুম্বকের ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে সবলে আক-র্ষণ করিতেছে! তাঁহার প্রপীড়িত বক্ষে শান্তি ঢালিয়া দিতেছে! যেন বলিতেছে "আমার হাতে শান্তি, আমার হাতে শান্তিজনিত সুখ। আইস—সেই সুখ তোমাকে প্রদান করিয়া দ্বিগুণ সুখী হই। আমাকে এতদিন কষ্ট দিয়াছ তাহাতে লজ্জিত হইতেছ? লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি হিন্দুকুলবালার অনন্ত ধৈর্য্যের আদর্শ। তোমার সহস্র দোষ থাকিলেও আমার চক্ষে সে দোষ দৃষ্ট হয় না। আইস—আমাকে হৃদয়ে ধর, তাহা হইলে শান্তি পাইবে।"

শ্যামসিংহ সেই মুখের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদ্রেক হইতেছিল! অনুতাপ দগ্ধ করিতেছিল। পুরাতন ভালবাসা উছলিয়া উঠিতেছিল। আর সেই অনুতাপজনিত লজ্জা! কৃতাপরাধজ্ঞানজনিত লজ্জা! শ্যামসিংহ অগ্রসর হইলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রিতা উর্ম্মিলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চন্দ্র কিরণে স্নাত সেই সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যেন বড় ব্যথা লাগিল। পরক্ষণেই হৃদয় যেন অসীম সুখে প্লাবিত হইল। শ্যামসিংহ সেই সুপ্তা বালার দুঃখ মলিন ললাটের উপর নুইয়া নুইয়া ধীরে ধীরে চুম্বন করিলেন। হঠাৎ উর্ম্মিলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার ভর্ত্তা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া—মুখে অনন্ত স্নেহ! উর্ম্মিলা স্বপ্নাবেশে এই ছবি দেখিতে ছিলেন মনে করিয়া বারম্বার চক্ষু মুদিত ও উন্মিলিত করিতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন যে স্বপ্ন নহে, জাগ্রতে দেখিতেছিলেন, তখন উর্ম্মিলাদেবীর সমস্ত শরীর সুখে বিকম্পিত হইল। বাহুলতা শ্যামের গলদেশে স্থাপিত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন "আমার! আমার! আমার!"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গল্প।

রাত্রির তৃতীয় যাম। আগ্রার মহানগরী নিদ্রায় নিঃশব্দ। কেবল যমুনার ধারে দুই একটী বাড়ীতে মাত্র, দুইএকটী দোকানে মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। দোকানে মদ্যপান, ও দ্যূতক্রীড়া ও গান ও ভগ্নোম্মুখ হৃদয়ের চীৎকার ও অনেকের কথোপকথনের কলরব। আর বাটীগুলিতে? খাঁজাহানলোদীর বাটীতে মর্ম্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত, বিচিত্র আসনে ও নানাবিধ গন্ধপুষ্পে সুশোভিত এক গৃহে কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান যুবক বসিয়া আগ্রার নর্ত্তকীদিগের নাচ দেখিতেছেন। ভানপুরার রণের পর খাঁজাহানলোদী মহব্বৎখাঁর অধীনে কর্ম্ম করিতে অস্বীকার হইয়া যুবরাজ খুরমের সেনা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে আগ্রায় বাস করিতেছেন। রূপসিংহ, যশোবন্তসিংহ, জয়সিংহ, পাত্রদাস, আবদুররহমানখাঁ প্রভৃতি যুবা সর্দ্দারদল বসিয়া গাণ শুনিতেছেন, নাচ দেখিতেছেন, হাসিতেছেন ও ঠাট্টা করিতেছেন। লোদী কেবল অন্যমনা। সময়ে সময়ে তাঁহার সেই প্রশস্ত খোলা ললাটে মেঘের আড়ম্বর দেখা দিতেছে, সময়ে সময়ে ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইতেছে, ওষ্ঠাধর নিষ্পীড়িত হইতেছে লোদী অন্যমনে কি ভাবিতেছেন।

জয়সিংহ বলিলেন, “আপনারা যেই যাহা বলুন না কেন, আমি জ্যোতীশে বিশ্বাস করি।”

আবদুররহীম খাঁ। “জোর করিয়া বিশ্বাস করিলে উপায় নাই; কিন্তু যাহা তর্কে সিদ্ধ নহে তাহাতে বিশ্বাস বিশ্বাস নহে।”

যশোবন্ত। “সে কি রকম?”

আবদুররহীম।। "বিশ্বাসের কারণ না থাকিলে কিম্বা অতিশয় অকর্ম্মণ্য কারণে বিশ্বাস করিলে তাহাকে বিশ্বাস বলে না

জলফীকাঁর। "যথা?"

আবদুররহীম। "যথা জঙ্গলীদের শীতলায় বিশ্বাস।"

পাত্রদাস। "শীতলাদেবী বসন্তরোগের দেবী; শীতলাকে পূজা না করিলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। শীতলাতে বিশ্বাসেরত বিলক্ষণ কারণ রহিয়াছে।"

আবদুররহীম। "তবে জ্বর ও প্লীহার দেবতা আছে সন্দেহ নাই: তাহাদের পূজা হয় না কেন?"

পাত্রদাস। "মির্জ্জা সাহেব! ও হইল না। জ্বরের দেবতাকে পূজা করি না বলিয়া শীতলাকে পূজা করা অসঙ্গত হইতে পারে না। হইতে পারে জ্বরকে লোকে অত ভয় করে না।"

আবদুররহীম। "উপমার দ্বারা তর্ক করাত আপনাদের সংস্কৃত ন্যায়সিদ্ধ; তবে আমার অপরাধ কোথায়?"

জয়সিংহ। "মির্জ্জা সাহেব! আপনার ন্যায় পণ্ডিতে যে মূল তর্কের দিকে দৃষ্টি না করিয়া এদিক ওদিক যায় ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।"

আবদুররহীম। "রাজকুমার! আপনার তিরস্কার ন্যায়সঙ্গত বটে। আপনার বিশ্বাসের কারণটা কি?"

পাত্রদাস। "আপনার অবিশ্বাসের কারণটা কি?"

আবদুররহীম। "আপনাদের বিশ্বাসের কারণ আগে ব্যক্ত করা উচিত; কিন্তু আমার অবিশ্বাসের কারণগুলি বলিতে আমি সম্মত হইলাম। আল্লা যে আমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আপনি স্বীকার করেন কি না?"

যশোবন্তসিংহ আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিলেন। "ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন।" বলিয়া যশোবন্ত বহ্নিমান নয়নে কটিস্থিত অস্ত্রের মুষ্ঠিতে হাত দিলেন। মির্জ্জা আবদুররহীম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"রাঠোর সর্ব্বদাই উদ্ধত, সর্ব্বদাই সপ্তমের উপর। আচ্ছা তাই সই, ব্রহ্মাই সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মাও যে আল্লাও সেই।

আমি হিন্দু ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিবার জন্য 'আল্লা' শব্দ ব্যবহার করি নাই।"

যশোবন্ত আস্তে আস্তে গোঁফে চাড়া দিতে লাগিলেন। পাত্র দাস জয়সিংহকে চুপি চুপি বলিলেন "রাঠোরের সহ্যগুণ মোটেই নাই, আপনার মত সময় অসময় জ্ঞান নাই।" পাত্রদাসের কথা জয়সিংহ কাচবাহার বড় ভাল লাগিল না; তিনি অল্প হাসিয়া আবদুর রহীমকে বলিলেন,

"আচ্ছা তাহার পর?"

আবদুররহীম। "তাহার পর। ব্রহ্মা কি আল্লা (যাহাই হউক) যে অনন্ত অর্থাৎ জ্ঞানে, শক্তিতে, সর্ব্ববিষয়ে অনন্ত তাহা স্বীকার করেন?"

পাত্রদাস। "আমাদের ত্রিমূর্ত্তি একত্র হইলে যে সকল বিষয়ে অনন্ত তাহা স্বীকার করিব।"

আবদুররহীম ঈশৎ হাসিলেন বলিলেন। "আবার ত্রিমূর্ত্তি হইল। ভাল তাই সই। ত্রিমূর্ত্তি তবে অনন্ত।"

জয়সিংহ। "ত্রিমূর্ত্তি অনন্ত বটে; কিন্তু আপনি যে রূপ বুঝিতেছেন সেরূপ নহে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, শিব সংহারক, বিষ্ণু পোষণকর্ত্তা। সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মার ক্ষমতা অনন্ত, সংহারে শিবের শক্তি অনন্ত, পোষণে বিষ্ণুর ক্ষমতা অনন্ত। কিন্তু ব্রহ্মা সংহারকর্ত্তা নহেন, মহেশ্বর সৃষ্টি-কর্ত্তা নহেন, এবং বিষ্ণু এ দুইয়ের একও নহেন। এখন বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে কি অর্থে ত্রিমূর্ত্তি অনন্ত বলিয়া ছিলাম।"

মির্জা আবদুররহিম হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাহেন না। মাত্র জয়সিংহ কি পাত্রদাসের সাক্ষাতে হইলে হয়ত তিনি দুই এক কথা বলিতেন; কিন্তু অগ্নিস্বভাব যশোবন্তসিংহের সাক্ষাতে ওরূপ কথা হইলে এক্ষণেই একটা তলবার খোলা খুলি, কাটাকাটি হওয়ার সম্ভাবনা। আবদুররহীম একবার যশোবন্তের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন রাঠোরের চক্ষু জ্বলিতেছে। ওদিকে তিনি নিজেই এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সুধু সুধু হটেনই বা কি বলিয়া? আবদুররহীম বড়ই বিপদে পড়িলেন। রাজসভাসদ্ পাত্রদাস আবদুররহীমের বিপদ্ দেখিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু বাহিরে যশোবন্ত সিংহের দিকে ইশারা করিয়া

মুখের ভঙ্গীতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আবদুররহীমের প্রশান্ত ললাট লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল। তিনি কি বলিতে যাইতে ছিলেন,' এমন সময়ে প্রশান্তস্বভাব, ধীর জয়সিংহ মধুরস্বরে বলিলেন,

"মির্জা সাহেব! আমারই অন্যায় হইয়াছে। আমার বিশ্বাসের কারণগুলি আগে আপনাকে বলা উচিত ছিল। অনুমতি করিলে আমি সেইগুলি আগেই বলি।"

আবদুর রহিম খাঁ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে যুবা কাচবাহাবারের দিকে চাহিলেন এবং আগ্রহ সহকারে বলিলেন,

"যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার যেমন অসীম বীরত্ব বিচারে তেমনই ধীর স্বভাব। আপনার নিকট পরাভূত হইতে কাহার না ইচ্ছা করে?"

এই প্রসংশা বাক্যে জয়সিংহ আবদুররহীমকে সেলাম করিলেন। যশোবন্তসিংহ জয়সিংহকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন এবং মান্য করিতেন, সুতরাং এই প্রসংশা বাক্যে তিনি আবদুররহীমের পূর্ব্বকৃত অপরাধ সকল ভুলিয়া গেলেন এবং "ঠিক বলিয়াছেন" বলিয়া উঠিয়া আবদুররহীমকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা পাত্রদাস ভ্রূযুগল ও ওষ্ঠ ঈষৎ উপরে তুলিলেন। জয়সিংহ বলিতে লাগিলেন,

"বানিজ্যদ্বারা ফ্রিঙ্গিস্থানের লোকের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে। ফ্রিঙ্গিস্থানের লোকদিগের কোন বিপদ হইলে আমারা কতক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইব তাহার সন্দেহ নাই, কারণ তাহা হইলে তাহারা এখানে বাণিজ্য করিতে আসিতে পাইবে না; সুতরাং আমাদের বার্ণিজ্যের ক্ষতি হইবে। ফ্রিঙ্গিস্থানের লোকের সহিত অন্যান্য দেশীয় লোকের সহিত ঐ রূপ সম্বন্ধ আছে; অতএব ফ্রাঙ্গিস্থানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ থাকায় ঐ সমস্ত দেশের সহিতও আমাদের সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ এই সসাগরা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর সহিত প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এবং এই সম্বন্ধ হেতু প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রত্যেক বস্তুর ক্ষমতা আছে। যদি পৃথিবীতেই এই হইল; তবে বিশ্বে এইরূপ হইবে না কেন? যখন দেখিতে পাই পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রত্যেক বস্তুর ক্ষমতা রহিয়াছে' তখন বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রত্যেক বস্তুর যে ক্ষমতা নাই

তাহা কে বলিতে পারে ? আর প্রকৃত পক্ষে দেখিতে পাই যে এই নিয়ম বিশ্বব্যাপী। কারণ শরীর ও মনের উপর চন্দ্র ও সূর্য্যের ক্ষমতা রহিয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপে হাবশীজাতি কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লোষতৎপর—অমাবশ্যা পুর্ণিমায় কতকগুলি রোগবৃদ্ধি পায়।”

আবদুররহীম। “ইহাতে এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারি যে মানুষের শরীর ও মন কিয়ৎপরিমাণে সূর্য্যাদিগ্রহের দ্বারা বিকৃত হইতে পারে। কিন্তু আত্মা—সেই স্বর্গীয় অংশ যদ্দ্বারা মনুষ্য নীচপ্রাণী হইতে বিভিন্ন---সেই আত্মা যাহা অমর---সেই আত্মা এই মর পদার্থ নিচয়ের দ্বারা কোন মতে বিকৃত হইতে পারে না।”

জয়সিংহ। “আপনার ন্যায় বিদ্বান্ ও তর্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সহিত আমার ন্যায় শিপাহীর তর্ক করা খাটে না। কিন্তু আপনাকে কতকটা যে স্বীকার করাইয়াছি তাহা আমার সৌভাগ্য। আর বোধ হয় আপনার ন্যায় সহৃদয় তার্কিককে বাকীটুকু স্বীকার করাণ দুঃসাধ্য হইলেও একবারে অসাধ্য হইবে না।” (আবদুররহীম খাঁ জয়সিংহকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিলেন) “এখন দেখুন এই যে অমর আত্মা, ইহা যত দিন পৃথিবীতে থাকে ততদিন শরীর ও মনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে অর্থাৎ আত্মার উপর শরীর ও মনের ক্ষমতা থাকে। অতএব যদি সূর্য্যাদি গ্রহের শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা থাকা ঠিক হয়, তাহা হইলে আত্মার উপর ক্ষমতা থাকাও সাব্যস্থ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।”

মির্জা আবদুররহীম খাঁ উঠিয়া জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন,

“পণ্ডিতবর! আপনি হিন্দুকুলের গরিমা। একদিন দাসের গরীব খানায় আপনাকে পদার্পণ করিতে হইবে আপনার নিকট কিছু শিখিতে চেষ্টা করিব মনঃস্থ করিয়াছি।”

জয়সিংহ। “যে দিন দাসকে স্মরণ করিবেন, সেই দিনই হাজির হইব।”

ইত্যবসরে জলফীকার খাঁ ও রূপসিংহ লোদীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন,

জলফীকার। "খাঁসাহেব,! ভানপুরার বিষয়টা বড় বুঝিতে পারিলাম না। এত তোপ, এত বন্দুকচী, এত অশ্বসেনা, মহব্বৎ খাঁ, আপনি ও রাজা পাত্রদাস সেনাপতি! জঙ্গলুরা জিতিল কি করিয়া?"

রূপসিংহ (হাসিতে হাসিতে)। "জলফীকার একবার সেই জঙ্গলুদের হাতে পড় ত মজটা টের পাও। শীশোদীয় রাজপুত জঙ্গলু আর অপক্কমাংসভোজী উজবক বুঝি সভ্য!"

জলফীকার। "অপক্কমাংসভোজী মোগল ত সভ্য হিন্দুকে পদতলে দলিত করিতেছে। হা! রূপ?"

রূপসিংহ (পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে)। "ভানপুরার গিরিসঙ্কটে বুঝি।"

জলফীকার খাঁ উজবক্কা কটিস্থিত অসি অর্দ্ধনিষ্কোষিত করিলেন এমন সময়ে লোদী গম্ভীরস্বরে বলিলেন,

"জলফীকার যদি ভানপুরার গিরিসঙ্কটে থাকিতে ত বুঝিতে পারিতে। যোগীদের আক্রমণ মনে করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। সেই দীর্ঘ দেহরাশি, সেই রক্তবর্ণ নয়ন, আর সেই গম্ভীর ডাক! শয়তানগুলার মধ্যদিয়া পাত্রদাসের গোলা ছুটিতেছে। নিসানকে* নিসান একেবারে ভূতলশায়ী হইতেছে, তবুও সে কোট ভাঙ্গে কাহার সাধ্য! তাহার পর রামসিংহ চন্দাবতের ঘোড়া—যেন পার্ব্বতীয় ঝড় আসিয়া আমাদের উপর পড়িল! ভাই জলফীকার আগ্রায় বসিয়া হাসিলে কি হইবে? সে দিন সেই খানে থাকিতে ত বুঝিতে পারিতে।"

জলফীকার (হাসিয়া)। "ভাণপুরার পর হইতে লোদী যোগীর নাম শুনিলেই ভয় পায়।"

লোদী। "তাই ভাল। এখন নাচ বন্ধকর।"

---

* একদল পদাতিক সেনা—এক Company

নাচ বন্ধ হইল। হিন্দুরা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিলেন, মুসলমানরা আহারের জন্য থাকিলেন। মুসলমান ও হিন্দু পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। হিন্দু সরদারেরা স্ব স্ব গৃহে গেলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—— ঃ-*-ঃ ——

চেষ্টা।

ধন রহৈ ধ্রংম জস যোগ হৈ'
অন্ন দীপ দিপতি দিবলোক প্তি ॥
পৃথীরাজ রসৌ ॥

এই ঘটনার পর দিবস প্রাতঃকালে বুন্দীপতি সুজনসিংহ হাড়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত কথোপকথনের পর সভা ভাঙ্গিয়া স্নান করিবার পূর্ব্বে এক কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার একজন হাড়া প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল,

"একজন যোগী মহারাওর দর্শন মাগে।"

সুজনসিংহ অন্যমনে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে যোগী?"

প্রহরী। "নাম বলিল না, কিন্তু দাসের বোধ হয়—"

সুজনসিংহ তাড়াতাড়ী প্রহরীরদিকে ফিরিলেন এবং ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হাঁ? কি বোধ হয়—?"

প্রহরী একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিল এবং অবশেষে চুপি চুপি বলিল,

"দাসের বোধ হয়' এই গোসাঞি ঠাকুর মেবারের যোগীরাজ।"

বৃদ্ধ বুন্দীপতির বক্ষে যেন কে গুলি মারিল। চৌকি হইতে এক লম্ফে উঠিয়া হাড়াবীর তাঁহার প্রহরীকে বলিলেন,

"খবরদার! এ কথা যেন কেহ না টের পায়। যোগীরাজকে শীঘ্র

এইখানে আন। দরীখানাতে আর কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাইত—?”

প্রহরী। “বোধ হয় আর কেহ চিনিতে পারে নাই ; কারণ শেষবার যখন উনি এই খানে আসিয়া ছিলেন, তখন মহারাজের সহিত যে সকল লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল আমিই এখানে আছি, আর সকলে বুন্দী ফিরিয়া গিয়াছে।”

সুজন। “আচ্ছা যাও এখন। উহাঁকে শীঘ্র এখানে আন। শীঘ্র।”

বলিয়া বৃদ্ধ বুন্দীপতি প্রহরীকে ঠেলিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং তাহার পর ব্যস্তভাবে দ্রুত পাদচারণ করিতে লাগি-লেন। যোগীরাজ আসিয়া কক্ষে উপস্থিত হইলেন। হাড়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং তখনই আস্তে ব্যস্তে প্রহরীরদিকে ফিরিয়া বলিলেন,

“মধু সিংহ! তুমি যাইয়া বাটীর প্রহরা সমস্ত দ্বিগুণ করিয়া দেও। প্রত্যেক হাড়াকে সশস্ত্রে সজ্জিত থাকিতে বল।”

যোগীরাজ স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন? কিসের জন্য?”

সুজনসিংহ শীঘ্র শীঘ্র বলিতে লাগিলেন “তোমার জন্য, আর কিসের জন্য? তুমি আসিয়াছ জানিতে পারিলে বাদশাহ তোমাকে ধরিয়া বধ করিবেন।”

যোগী। “তাহাতে তোমার কি?”

সুজন (আগ্রহ সহকারে)। “আমার কি! হাড়ার বাটী হইতে হাড়ার অতিথীকে বাদশাহ ধরিয়া লইয়া যাইয়া বধ করিলে হাড়ার কি!”

যোগী। “আমি আগ্রায় আসিয়াছি তাহা জাহাঙ্গীর জানিবে কি প্রকারে? বরং তুমি যদি অত আয়োজন কর তাহা হইলে জানিতে পারিবে, অতএব আমার পরামর্শ—আমার অনুরোধ যে তুমি অত আয়োজন করিবে না।”

মধুসিংহ (কর যোড়ে)। “আমারও সেই মত।”

সুজন (চিন্তা করিয়া)। “আচ্ছা। তবে তাই হউক। মধু তুমি এক্ষণে যাও ; কিন্তু সাবধান যেন কেহ না টের পায়।”

মধু (সেলাম করিয়া)। "আশাপূর্ণার ইচ্ছা। কোনও চিন্তা নাই, আমি চলিলাম।"

বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মধুসিংহ চলিয়া গেল তখন প্রাচীণ বুন্দীপতি যোগীরাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"বাতুল! নিষ্ঠুর! এইরূপে কি নিজের প্রাণটা দিতে চেষ্টা করিতে হয়?"

যোগীরাজ। "যদি ব্রত উদ্ধারের জন্য প্রাণ যায় যাউক।"

সুজন। "ব্রত উদ্ধার এখানে আসিয়া অনর্থক বিপদে পড়িলে কি প্রকারে হইবে তাহাত আমি বুঝিতে পারি না।"

যোগী। "আমাদের কার্য্যে যদি তোমাকে পাই এবং সেই আশায় যদি আসিয়া থাকি তাহা হইলে?"

সুজন। "আমাকে পাইবে? এখনও কি বিশ্বাস কর যে বৃদ্ধ সুজন হাড়া, চৌহানের কুলে কালি দিয়া, স্বামীধর্ম্ম ত্যাগ করিবে?"

যোগী (স্থির গম্ভীর স্বরে)। "তা করি বই কি? তা না হইলে আসিয়াছি কেন?"

সুজন (অল্প হাসিয়া)। "সেটা তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। আমি স্বামী ধর্ম্মে কালী দিব না! আমি দিল্লীর বাদসাহের গোলামী স্বীকার করিয়াছি; আমি কখনই তাঁহাকে ত্যাগ করিব না।"

যোগী। "ভাল, স্বামীধর্ম্মটা কি আগে তাহাই কেন দেখ না।"

সুজনসিংহ উঠিলেন, কক্ষ মধ্যে দুই চারিবার পাদচারণ করিলেন, অবশেষে আসিয়া যোগীর ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইলেন, যোগীর স্কন্ধে সস্নেহে দুই হাত রাখিলেন এবং স্থিরস্বরে বলিলেন,

"নেজা, তলবারের বিষয় হইলে সুজনহাড়া কখনই পিছু হটিত না, কিন্তু তোমার সহিত বাগযুদ্ধে কখনই পারিব না—করিবও না; কিন্তু মোটের উপর এক কথা—আমি জাহাঙ্গীর শাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। এক্ষণ চল, বেলা হইয়াছে স্নান আহার করি।"

যোগীরাজের হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিল; কিন্তু তিনি বন্ধুর দার্ঢ্য ও স্থির প্রতিজ্ঞায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সেই দৃঢ়, স্থির নেত্রদ্বয় বৃহৎ

জয়া, বিপুল সহানুভূতিতে পরিপূরিত হইল। প্রাচীন যোদ্ধাদ্বয় পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। যোগী বলিলেন,

"আচ্ছা তুমি না হয় আমাদিগের সঙ্গে যোগ না দিলে, মানসিংহ প্রভৃতি জনকতক ওমরাহ আজরাত্রে তোমার এখানে আসিবেন, আমরা পরামর্শ করিব—বেগমসাহেবের পক্ষ অবলম্বন করা, না শাহাজাদা খুরমের—তাহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?"

সুজন হাসিয়া বলিলেন "না। কিন্তু আমি তথায় থাকিব না।"

উভয়ে একত্র কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

মিলে সব্ব সামংত
মত্ত মড্ডো্যাসু নরেস্সুর।
পৃথীরাজরসৌ ॥

রাত্রি একপ্রহর অতীত হইয়াছে। অগ্রার মহানগরী এখনও সম্পূর্ণরূপে নীরব হয় নাই। মধ্যে মধ্যে কুকুরের চীৎকার ও নাগরিকগণের কোলাহল শ্রবণ গোচর হইতেছে। নগরের যে প্রান্তে সুজনসিংহের বাস ছিল তথায় ও ঐরূপ। হালুইকারের দোকানের সম্মুখে কুকুর চীৎকার করিতেছে, ছোট ছোট বালকগণ নানাপ্রকার অশ্লীল বাক্য পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করিতেছে, রাস্তার কর্দ্দমে (কারণ সম্প্রতি একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে) ছুটীয়া ছুটিয়া খেলা করিতেছে। ক্রেতা বিক্রেতা ও অন্যান্য যাত্রীগণের কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া উঠিবার যো হইতেছে। এবং এই গোলযোগের মধ্যদিয়া সময়ে সময়ে কোন ওমরাহ তাঁহার অশ্বারোহী দলে পরিবেষ্টিত হইয়া, জ্বলন্ত মশাল ও উলঙ্গতলবারে পরিবেষ্টিত হইয়া, নাকরচী ও সানাইওয়ালার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, চারিদিকে আলোকবিকীর্ণ করিতে করিতে, এবং গোলযোগ বৃদ্ধি করিতে করিতে, বেগে অশ্বচালনা করিতেছেন। এই নূতন তরঙ্গের আগমে সেই পঙ্কিল নাগরিক জীবনস্রোতঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, কিম্বা অশ্বারোহীদের তলায় পড়িয়া দুই একটী বালকের জীবন নিঃশেষিত হইতেছে। তখন আবার নাগরিকরা লাঠী

ঠেঙ্গা লইয়া গমনশীল ওমরাহকে আক্রমণ করিতেছে। ঐ দেখ এক দল বর্ম্মাবৃত অশ্বসেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বেগে চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের নায়ক মধ্যে। আগে আগে চারিজন নকীব যশোবন্ত সিংহের ক্ষমতা ও প্রতাপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে করিতে, এবং সাধারণকে তফাৎ যাইতে বলিতে বলিতে, অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিতেছে। হটাৎ একজন মাতওয়াল মেথর একটা অতিশয় কুৎসিত গালী দিয়া, একটা মৃত কুক্কুরের ছানা ছুড়িয়া মারিল। মৃত পশু আসিয়া নকীবের গায়ে লাগিল। যশোবন্তসিংহের চক্ষু হইতে বহ্নি নির্গত হইতে লাগিল। লৌহ বরচী আস্ফালন করিয়া যশোবন্ত চীৎকারে হুকুম দিলেন "বরচী দে!" তাঁহার আরোহীদিগের বল্লম শ্রেণী নমিত হইল। ঘোড়াগুলি দ্রুততর ছুটিল। মাতওয়াল মেথর একটা অন্ধকার গলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেল। চারিপার্শ্বস্থ দোকানদারেরা হাসিয়া উঠিল। যশোবন্ত অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন, ও রাগিয়া উঠিলেন, অনির্দ্দিষ্টরূপে "মারো!" বলিয়া হুকুম দিলেন, এবং আরও দ্রুততর ঘোড়া ছুটাইলেন। একটী ক্ষুদ্র বালক অশ্বের চরণে আহত হইয়া কর্দ্দমের মধ্যে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। নাগরিকগণ ইহা দেখিয়া লাঠী ঠেঙ্গা হস্তে স্ব স্ব গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং যশোবন্তের দল চলিয়া গেলে ঢীল ছুড়িয়া মারিল। চড়বড় শব্দে যশোবন্তের আরোহীদলের বর্ম্মের উপর আসিয়া ঢীল রাশি পড়িল, এবং একজন নাকরচী, যে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে ছিল তাহার সম্মুখের দুইটী দন্ত ঢীল লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। মশালের আলোকে নাকরচীর মুখে রক্ত দেখিয়া নাগরিকগণ আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। যশোবন্ত সিংহ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার আরোহীদলকে ফিরিতে আদেশ দিলেন; এমন সময়ে ঘন ঘন নাগরা বাজিয়া উঠিল; এবং অশ্বারোহীতে বেষ্টিত হইয়া মহারাজ মানসিংহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ মানসিংহকে দেখিয়া নাগরিকগণ উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল "জয়! জয়! জয়!" মানসিংহ যশোবন্তকে বলিলেন,

"কুমার সাহেব ! আজি আমাদের কাজ আছে তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন ?"

যশোবন্ত অপ্রতিভ হইলেন, ঘোড়া ফিরাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আরোহীবর্গ ও ফিরিল। সকলে সুজনসিংহের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নাগরিকগণ তখন উপহাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। যশোবন্তসিংহ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে একবার ফিরিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু মানসিংহ তাঁহার অশ্বের বল্গা ধরিয়া আবার ফিরাইলেন, এবং উভয়ে অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক উপরে গেলেন।

বুন্দীপতি সুজনসিংহ হাড়ারগৃহে, এক নিভৃত কক্ষে রাজস্থানের প্রধানকুলেশ্বরগণ উপস্থিত। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। দ্বারের বাহিরে রাঠোর ও চৌহান, কাচবাহা ও প্রমর, প্রহরী সশস্ত্রে প্রহরায় নিযুক্ত। আজি মোগলের সর্ব্বপ্রধান হিন্দু সামন্ত দল, মোগল সিংহাসনের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিবার জন্য আপাদ মস্তক বর্ম্মে অবৃত হইয়া, সশস্ত্রে সেই কক্ষে উপস্থিত। মেবারের যোগীরাজও রণবেশে তথায়। কেবল সুজনহাড়া তথায় নাই। নিষ্ফল আশা, উচ্চ অভিপ্রায়, বিধর্ম্মীর প্রতি দ্বেষ, ও গোপনে মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হওয়ায় ভয়, সকল মুখেই দেখা যাইতেছে। কেবল যোগীরাজের প্রশান্ত কঠোর মুখে সে সকল আবেগের কোনটাই লক্ষিত হইতেছে না। সেই উন্নত ললাট পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীর স্থির, সেই বিশাল জ্যোতির্ম্ময় নয়নদ্বয় খরসান অসির ন্যায় শীতল, নবনীল আলোকে উজ্জ্বল। বৃদ্ধ মহারাজ মানসিংহ বলিলেন,

"গৃহস্বামী কোথায় ? তাঁহাকে এখানে দেখিতেছি না।"

যোগী। "বুন্দীপতিকে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছে। কিন্তু যখন আম্বরের মহারাজ মানসিংহ এখানে অনুগ্রহ করিয়াছেন তখন তিনিই গৃহস্বামী।"

মানসিংহ (সন্দিগ্ধ রূপে)। "কি কার্য্যে গিয়াছেন ? আর যদি গিয়াছেনই, তবে আজকার কাজ স্থগিত থাক্ তিনি ফিরিয়া আসিলে হইবে।"

যোগী। "কি কার্য্যে তিনি গিয়াছেন তাহা আমাকে বলিয়া যান নাই। মহারাজের সন্দেহ হইতেছে? হইতে ত পারেই, কিন্তু মহারাজ! ইহার পূর্ব্বে দেওয়ানী আওমে আমাকে দেখিয়াছিলেন স্মরণ থাকিতে পারে। তাহার পর ভানপুরার গিরিসঙ্কটে আমার ত্রিশূল যে বসিয়াছিল না, তাহা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। বিকানীর কুমার রাজা পাত্রদাস বোধ হয় ভানপুরার গিরিসঙ্কটে আমাকে দেখিয়া থাকিবেন। কেমন আমি সেই কি না?"

রাজা পাত্রদাস বলিলেন "হাঁ।"

যোগী। "অতএব ঠাকুরগণ আমি যখন এইখানে উপস্থিত, তখন আপনাদের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, ধরিতে পারিলে ম্লেচ্ছ আমারই রক্ত আগে দর্শন করিবে। আর বোধ হয় যাঁহারা বুন্দীর মহারাও সুজনসিংহকে জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন যে তাঁহার স্বভাব এরূপ নহে, যে স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন, যে কতগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে নিজে আহ্বান করিয়া একত্র করিয়া, শেষে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন।"

সকলেই স্তব্ধ রহিলেন। মহারাজ মানসিংহ বলিলেন,

"যোগীন্দ্র! আপনার আজ্ঞা কি?"

যোগী। "মহারাজ! আপনি ও আপনার বন্ধুগণ রাজাধিরাজ ও ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় বীরেন্দ্র বংশ সকলের বংশধর, আমি ভিক্ষাজীবী উদাসীন। বীরধর্ম্ম, বীরেরকর্ম্ম, আপনাদের ধর্ম্ম, আপনাদের কর্ম্ম। আমি চিরব্রহ্মচারী, সংসারত্যাগী বনবাসী ভিক্ষুক; আমি কি আপনাদের শিখাইতে পারি? অস্ত্র আপনাদের ব্যবসায়—অস্ত্রব্যবসায় আপনাদের ধর্ম্ম। আমার ন্যায় হীনবল বাহু কি অস্ত্র ধরিতে পারে? সিংহের বজ্রনখ কি শশককে সাজে? কিন্তু যখন নিবিড় অরণ্যের ঘনকৃষ্ণ ছায়ার মধ্যে বসিয়া দেখিলাম যে কৃষ্ণতর, ঘনতর ছায়ায় ভারতের গগণ আচ্ছাদিত, যখন দেখিলাম বিধর্ম্মী রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে যোগীদিগের যোগভঙ্গ হইতেছে; যখন দেখিলাম আর্য্যের সনাতনধর্ম্ম আর্য্যকুললক্ষ্মীর--আর্য্যের স্বরস্বতীর সঙ্গে আর্য্যভূমি ত্যাগ করিতেছেন;

যখন দেখিলাম ক্ষত্রিয়ের বংশধর আপনি মহারাজ মানসিংহ, আপনি রাঠোর কুলকেশরী কুমার পৃথ্বীসিংহ—যখন দেখিলাম যে, আপনাদের প্রাণপণে বিধর্ম্মীর কার্য্যকরার প্রতিফল নওরোজার বাজার তখন আর অরণ্য মধ্যে স্থির থাকিতে পারিলাম না। তখন সংসারে ঔদাস্যত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য বাহির হইলাম। বাহির হইয়া দেখিলাম কি? বাহির হইয়া দেখিলাম দুরাত্মা আকবরের মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ভারতের কেশরীগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। বাহির হইয়া দেখিলাম রাজপুত কুলের গরিমা, মহারাজা মানসিংহ পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃতির সলিলে নিমজ্জিত করিয়া, ম্লেচ্ছের দাসত্বশৃঙ্খল গলায় পরিয়া, ম্লেচ্ছের বেতনভোগী দাসের কর্ম্ম করিতেছেন। বাহির হইয়া দেখিলাম রাঠোরকুমার পৃথ্বীসিংহ, সরস্বতীর বরপুত্র, কবিত্বের প্রাণ, যোদ্ধৃকুলর্ষভ, যবনের দাসত্বে নিয়োজিত। দেখিলাম পঠদ্দশার বন্ধু চৌহানকুলকেশরী, পূর্ব্বপুরুষের বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া ম্লেচ্ছের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়াছেন। মহারাজ! তখন এই হৃদয়ে আর ঔদাস্য রহিল না। শ্রীশ্রীএকলিঙ্গকে সহায় মানিয়া এই ভীষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ত্রিশূল উত্তোলন করিলাম। সেই অন্ধকারময় গগণের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কেবল হামীরের পুত্র দুরন্ত ধূমকেতুর ন্যায় জ্বলিতেছে। পূর্ব্বঅপরাধ স্মরণ করিয়া হৃদয়ে দ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে দিওনা মহারাজা মানসিংহ!—বিশ্ব-বিজয়ী কাচবাহাকুলের বংশধর!—অতীতের অপরাধ সমূহ মৃত-প্রতাপের চিতায় দগ্ধ কর। মহানুভব মৃতব্যক্তির অনন্ত দার্ঢ্য, অজেয় 'রাজপুতী', অনন্ত স্বদেশপ্রিয়তা, মাত্র স্মরণ কর! তোমার ন্যায় ভুবন বিখ্যাত বীরপ্রবর, মৃতব্যক্তির সহিত শত্রুতা আচরণ করিতে পারে না। তখন ঠাকুরবর্গ! আমি প্রতাপ রাণার সহিত যোগ দিলাম। সেই অনন্ত সমরের ফল ত সকলেই অবগত আছেন। প্রতাপ রাণা মরিলেন। তাঁহার চিতা-নলে আমাদের আশাও দগ্ধ হইল। তখন কেবল একমাত্র ভরসা মহারাজ মানসিংহ রহিলেন। তাহার পর মহারাজ! তাহার পর কয় বৎসরের ইতিহাস কি আমাকে বলিয়া দিতে হইবে? আপনার প্রিয় ভাগিনেয় যুবরাজ খুসরোর চিরকারাবাস, ভগ্নহৃদয়, মৃত্যু; জল্লাদের

হস্ত হইতে আপনার কোন প্রকারে পরিত্রাণ; আপনার ধর্ম্মনষ্ট করিবার জন্য আপনাকে আটক পার করিয়া কাবুলে প্রেরণ; মদ্যপায়ী লম্পট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ, কুলটা নুরজাহানের সম্রাজ্ঞী পদে বরণ; আপনার—সমস্ত হিন্দু সামন্তবর্গের পদে পদে ঘোর অবমাননা; মহারাজ! এই সকল স্মরণ করিয়া আমার সমস্ত শোণিত মস্তিষ্কে উঠিতেছে আমি আর কথা কহিতে পারি না।—"

বলিয়া যোগীরাজ নিস্তব্ধ হইলেন। মানসিংহের হৃদয় প্রতাপের কথা স্মরণ করিয়া দ্বেষে, হিংসায় আপ্লুত হইয়া ছিল; কিন্তু যখন মোগল কর্ত্তৃক নিজের অবমাননা স্মরণ পথে আসিল, যখন যোগীর ওজস্বিনী বক্তৃতার স্রোতে সেই স্মৃতি সমূহ,—খুসরোর অকালে মৃত্যু নিজের অবমাননা প্রভৃতি—স্মরণ পথে আসিল; তখন মানসিংহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। যোগীরাজও উচিত সময়ে ঐ সমস্ত স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়া কথাগুলি অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় বসাইয়া দিবার জন্য নিস্তব্ধ হইলেন, প্রাচীন কাচবাহা যোধের মুখ পাণে চাহিয়া কথাগুলি যে নিষ্ফল হয় নাই তাহা বুঝিলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন সকল চক্ষুই জ্বলিতেছে, সকল হস্তই কটিস্থিত অসিমুষ্ঠিতে সংলগ্ন হইয়াছে। তখন যোগীরাজ ভেরীর গম্ভীর গর্জ্জনে আবার বলিতে লাগিলেন।

ত্রিত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ফল।

Oh! for a tongue to curse the slave,
  Whose treason like a deadly blight,
Comes o'er the counsels of the brave
  And blasts them in their hour of might!
    Moore.

যোগীরাজ বলিতে লাগিলেন, "এই দাসত্বের এই ফল! প্রাণপণে কার্য্য করিয়া অবশেষে এই উন্নতি! যে দিন হইতে এই দুরাচার বিধর্ম্মীর কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে এক মুহুর্ত্তের তরে শরীর হইতে লৌহবর্ম্ম নামাইতে পারিয়াছেন কি? যে দিন হইতে মোগল সম্রাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সে দিন হইতে যে অনন্ত যুদ্ধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন, তাহার পরিণাম কি হইবে বলিতে পারেন কি? বলিবেন, বর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের অঙ্গের ভূষণ। বলিবেন যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। রাজেন্দ্রবর্গ! আমি ভিক্ষাজীবী যোগী হইলেও আমি যোদ্ধা। যোদ্ধৃ হৃদয়ের উন্নতভাব সমূহ, যোদ্ধৃ হৃদয়ের উন্মাদিনীগতি সমূহ, আমি নিজের হৃদয় দিয়া জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু এই কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? এই কি রাজ ধর্ম্ম? অনন্ত সমরানল ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে; ভীষণ, লোল লোহিত জিহ্বায় ভারতের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতেছে; ক্ষেত্র ছাড়িয়া হাহাকারে কৃষক পলায়ন করিতেছে! কৃষকবধূ ও কৃষকশিশু দুর্ভিক্ষের করাল কবলে অকালে কবলিত হইতেছে; ব্যবসায়ী ব্যবসায় ছাড়িয়া, নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, দস্যুবৃত্তির দ্বারা প্রাণধারণ করিতেছে; সহস্র সহস্র পুরাতন রাজ্য, এই নির্দ্দয় সংগ্রাম সমুদ্রের অনন্ত

তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া, পৃথিবী হইতে এক দিনে বিলুপ্ত হইতেছে; এই ভয়ানক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ক্ষত্রিয় কুল অসি হস্তে নিহত হইতেছে; ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভয়ানক অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ভারতের জননীগণ, ভারতের কন্যাকুল জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতেছে। রাজেন্দ্রবর্গ! ভারতের চিরজয়ী ক্ষত্রিয়কুলের বংশধরগণ! জননীর আশাস্থল! একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করুণ! আমি এই যে চিত্রটি আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম ইহা কি কোন স্থানে অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়? হায়! না—তাহা নহে। সোনার ভারত আজ এক অনন্ত শ্মশানে পরিণত। দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান সেনা কুক্কুর শৃগালের ন্যায় সেই মহা শ্মশানের শবরাশি আনন্দে আহার করিতেছে, তাহাদের মদ্যপায়ী লম্পট নায়ক আগ্রার রাজগৃহমধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, কুলটা রমণীগণের সহিত সুখে বিহার করিতেছে, ও তাহার দুরন্ত সেনাদলকে উৎসাহবাক্যে এই সমস্ত পৈশাচিক কার্য্যে উৎসাহিত করিতেছে। আর আপনারা? রাঠোর ও প্রমর, চৌহান ও কাচবাহা, ভাটী ও সোলাঙ্কী? আপনারা এই ঘৃণিত পিশাচ অবতারের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ হইয়া এই মাতৃহনন কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন! মহারাজ মানসিংহ! প্রাচীণ বীরেন্দ্র! এই কি আপনার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? রাঠোর কুমার পৃথ্বীরাজ! কবিকুলচুড়ামণি! যোধকুলতিলক! এই কি আপনার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? আর একজন পৃথ্বীরাজকে স্মরণ করুণ! আর এক দিন স্মরণ করুণ! রাভীর তর তর নাদের সহিত সেই উন্মাদিনী সংগ্রাম ধ্বনি,

বর বীর পরৈ ভারথথবর
লোহ লহরি লগ্‌গত বলৈ্য।"

যোগীরাজ থামিলেন। সেই উন্নত ললাট, সেই পাণ্ডুবর্ণ কঠোরগণ্ড, বিপুল মানসিক আগ্রহে রক্তবর্ণ। যেন চিরব্রহ্মচারী সাক্ষাৎমূর্ত্তময় ভারতের ক্ষত্রিয়কুলকে সমরে আহ্বান করিতেছেন। সমবেত ঠাকুরবর্গ—ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, মুখশ্রী আরক্ত, আগ্রহে চক্ষু

হইতে বহ্নি নির্গত হইতেছে, সমস্ত দেহ কাঁপিতেছে, অর্দ্ধনিষ্কোশিত অসি হস্তে চারিদিকে জানুপাতিয়া নীরবে বসিয়া। যোগীরাজ আবার বলিলেন।

“রাজগণ! আপনারা ক্ষত্রিয়কুলকেশরী। প্রতিহিংসাই এখন প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম। উঠুন রাজগণ! আপনাদের খড়্গ ঘৃণিত, মাতৃহা যবনের শোণিতে তৃষ্ণাদূর করুক। সমগ্র পৃথিবী দেখুক যে ভারতের যোদ্ধৃ-কুল চিরকাল শুশুপ্ত থাকিতে পারে না। অতএব উঠুণ রাজগণ! “লংগা লোহু উচাই” ভারতের তরে, আপনাদের পূর্ব্ব গৌরবের তরে, আপনাদের সনাতন ধর্ম্মের তরে, আপনাদের জননী কন্যাগণের তরে, সংগ্রামে অগ্রসর হউন। জয় হইবে—আর যদি জয় না হয় তাহা হইলে রাজপুতকুলের কবির উক্তি অনুসারে

‘তন সট সট্টে লীজে সুগতি’।

এবং এই ভীষণ শ্মশান ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ের চিরবাঞ্ছিত পবিত্র ভানুলোকে প্রবেশ করুণ! ঐ দেখুন মেবারের পর্ব্বতরাজির উপর তীব্র আলোক জ্বলিতেছে! উহা রঘুনন্দনের দোধারা হইতে। সেই দোধারা এখনও যবনের বক্ষের দিকে লক্ষিত। চলুন বীরেন্দ্র বর্গ! ঐ বাহুতে নূতন বল সঞ্চার করাইবেন। ভানপুরার গিরিসঙ্কটে ঐ দোধারা, অসহায়, একেলা, মোগলের বক্ষে যে লেখা লিখিয়াছে, তাহা তথা হইতে শীঘ্র অপসৃত হইবে না। আপনারা উহার সহায় হইলে উহা ভারত জয় করিবে। মহারাজ মানসিংহ! মহারাণা অমরসিংহ আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন, যে পূর্ব্বস্মৃতি যদি বিস্মৃত হইতে না পারেন, তাহা হইলে এই জাতীয় সমরে, এই পবিত্র আহবে, আপনিই নায়কত্ব করুণ; তিনি আপনার অধীনে এক জন সাধারণ শিপাহীর ন্যায় যুদ্ধ করিতে পাইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন। মেবারের সূর্য্য নিশান আম্বরের পাঁচরাঙ্গার অধীণে রণে অগ্রসর হইবে—কিন্তু তাঁহার বিনীত প্রার্থণা এই, যে যে কার্য্যে বিপদ্ অধিক এবং যশঃ অল্প, সেই কার্য্যে আপনি—হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন।” সকলে হুহুঙ্কারে বলিয়া উঠি-

লেন "বাপ কো বেটা! স্বর্গীয় প্রতাপের যথার্থ পুত্র" যোগী আবার বলিলেন

"অমরসিংহ আরও বলিয়াছেন, যে যদি মহারাজ মানসিংহ এই কার্য্যে সম্মত হয়েন তাহা হইলে তিনি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবেন। এক্ষণে রাজেন্দ্রবর্গ! আপনাদের কি আজ্ঞা?"

সকলেই উৎসাহে, আগ্রহে উন্মত্ত, কেবল রাজা পাত্রদাস একবার একবার দ্বারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছেন। সকলেই উৎসাহে আগ্রহে উন্মত্ত হইয়া ভীমগর্জ্জণে উত্তর দিলেন "আর্য্যের উদ্ধার দুষ্টের দমন—বোম্ বোম্!" রাজা পাত্রদাস সভয়ে সেই হাঁক হাঁকিলেন। যোগীরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দীর্ঘদেহ, আহ্লাদে, অহঙ্কারে দীর্ঘতর দেখাইতে লাগিল। আশা সফল হইল দেখিয়া নয়ন হইতে বহ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল, দুরন্ত ত্রিশূল আস্ফালন করিয়া যোগীরাজ সিংহনাদ ছাড়িলেন।

এমন সময়ে বাহিরে কোলাহল ও অস্ত্র ঝন্ ঝনা। সেই উৎসাহান্বিত সমবেত কুলেশ্বরবর্গ আশ্চর্য্যে পরস্পরের মুখ চাহা চাহি করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বজ্রতেজে দ্বার ভগ্ন হইল এবং উলঙ্গ তলবার হস্তে মশালচীও অস্ত্রধারী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া খাঁ জাহান লোদী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন! খাঁ জাহান বলিলেন "রাজগণ! আপনাদের কোনও ভয় নাই! কেবল ঐ যোগীকে ধরিতে আমার আদেশ আছে। আপনারা যে এখানে উপস্থিত ছিলেন তাহা আমি ভুলিয়া যাইব। সকলে গৃহে যাউন। আপনাদের একটীকেশও নষ্ট হইবে না—লোদীর বাক্য কখনও অন্যথা হয় না; কিন্তু ঐ যোগীকে ধরিতে আমার আদেশ আছে। যে এই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।"

বলিয়া লোদী যোগীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরগণ উলঙ্গ তলবার হস্তে যোগীরাজের চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুবা যশোবন্তসিংহ লোদীর প্রতি আঘাত করিলেন। তলবারের প্রহারে লোদী সেই আঘাত ফিরাইলেন। হাসিয়া লোদী বলিলেন,

"রাজা পাত্রদাস! আপনার গোইন্দাগিরি কার্য্যটা বড় ভালই হইয়াছে! কিন্তু আমাকে এই কার্য্যে না পাঠাইয়া অন্য কাহাকে পাঠাইলে আমি সুখী হইতাম। যাহা হউক, এখন আমার সাহায্য করুণ। গোইন্দা হইয়াছেন এখন জল্লাদ হউন!"

বলিয়া লোদী হাসিলেন। সকলে পাত্রদাসের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন পাত্রদাস লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন সমবেত রাজপুতগণ "গোইন্দাকে মার" বলিয়া পাত্রদাসের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু যোগীরাজ অগ্রসর হইয়া গম্ভীর নাদে বলিলেন,

"রাজগণ! আপনাদের পবিত্র অস্ত্র ঐ ঘৃণিত নরাধমের রক্তে কলুষিত করিবেন না। পাঠাণ! আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত।"

সকলে "না! না! প্রাণ থাকিতে তাহা হইতে দিব না।" বলিয়া আবার যোগীকে ঘেরিলেন। লোদীর চক্ষে বিপুল দয়া, বিপুলসহানুভূতি! তিনি তলবারে ভর দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন যোগীরাজ আবার বলিলেন,

"আপনারা আমার জন্য ভীত হইবেন না। শ্রীশ্রীএকলিঙ্গের প্রসাদে আমার একটী কেশক্ষয়ও হইবেনা; কিন্তু আমি আপনাদের অনুরোধ করিতেছি—আজ্ঞা করিতেছি—অনর্থক রক্তপাত ঘটাইবেন না।"

তখন সেই মহাবীর মণ্ডলীর মধ্যে বিপুল শোক উছলিয়া উঠিল। অনেকে যোগীরাজের নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া যোগীরাজ লোদীর সহিত গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সেই কঠোর যোদ্ধগণের মধ্যে অনেকে বালকের ন্যায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন! ইহার এক একটী অশ্রুবিন্দু হৃদয়ের এক এক ফোঁটা শোণিত!

যোগী, লোদীর অস্ত্রধারীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তখন সুজনছাড়া আসিয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন, বলিলেন "তাহা কখনই হইবে না; আমার শরীরে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে আমি তোমাকে যাইতে দিব না, ছাড়াযোধ! সাজ

নব।" তখন বাল্যবন্ধুর কানে কানে যোগী কি বলিলেন। সুজনসিংহ নিরস্ত হইলেন। তাঁহার মুখ আহ্লাদে রঞ্জিত হইল। যোগীরাজ লোদীর অস্ত্রধারী গণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—————:-*-:—————

কারাগারে।

নীচে আসিয়া লোদী ও তাঁহার অস্ত্রধারীগণ অশ্বারোহণ করিলেন। যোগীরাজের হাত দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া তাঁহাকেও এক অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করান হইল। ঘোড়ার পেটের তল দিয়া যোগীরাজের চরণদ্বয় দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ হইল। তখন লোদীর অশ্বারোহী অফগান সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যোগীরাজ ও লোদী, লোদীর গৃহাভিমুখে চলিলেন। লোদী বলিলেন,

"বাবাঠাকুর! ভানপুরার গিরিসঙ্কটে আর একবার বোধ হয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ছিলাম।"

যোগী (হাসিয়া)। "হইয়া থাকিলে সেটা আপনার অধিক স্মরণ থাকা উচিত; কারণ তখন আমাদের উভযের মধ্যে সম্বন্ধ অন্যরূপ ছিল।"

লোদী। "তখন আপনি আমার প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত ছিলেন।"

যোগী। "সেই জন্যই ত ত্রিশূল উঠাইয়া ছিলাম। চন্দাবতের মূর্খতার জন্য ইচ্ছা সফলা হইল না। তাহা না হইলে আজ ত আর আপনার বন্দী হইতে হইত না।"

লোদী। "আমার বন্দী হওয়াতে আপনার কোন অধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। রাজা পাত্রদাসের কল্যাণে বন্দী হইতেই হইত।"

যোগী পাত্রদাসের নাম শুনিয়া ঘৃণার নিষ্ঠীবণ পরিত্যাগ করিলেন। লোদী আবার বলিলেন।

"আপনার কি শাস্তি হইবে তাহা জানেন?"

যোগী। "না। কেন ?"

লোদী। "আপনার শাস্তি মৃত্যু।"

যোগী। "ভয় দেখাইতে চাহেন না কি?"

লোদী। "তোবা! আপনার ন্যায় বীরকে ভয় দেখাইতে চাহিব এমন পাপিষ্ঠ আমি নহি। অস্ত্রমুখে ভানপুরার গিরিসঙ্কটে আপনার সহিত পরিচয়। আপনাকে ভয় দেখাইব আমি!"

যোগী। "তবে ও কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি?"

লোদী। "উদ্দেশ্য এই যে আপনি সমস্ত অবস্থা জানিতে পারেন।"

যোগী। "ভাল তাই না হয় হইল। আমাকে না হয় মরিতেই হইল। তাহাতে কি?"

লোদী। "হিন্দুবীর! রণক্ষেত্রে মৃত্যু এক; আর জল্লাদ হস্তে মৃত্যু এক। যশের শয্যায় শুইয়া স্বর্গারোহণ করা এক; আর মনুষ্য জাতির নিকৃষ্টতমের হস্তে প্রাণ বিয়োগ এক। মনে করুণ, সেই ভয়ানক আয়োজন, সেই মূর্খ জনসাধারণের নীচ কৌতুহল ও উপহাস, সেই ভীষণ বধ্যভূমি, তাহার পর সেই কষ্টকর মৃত্যু। মৃত্যুর পর সেই কলুষিত স্মৃতি! যোগীবর! এইগুলি স্মরণ করিলে যোদ্ধার বীরহৃদয় যাহা রণক্ষেত্রে সহস্র বিপদের মধ্যে স্থির থাকে তাহাও অস্থির হইয়া উঠে।"

যোগী হাসিয়া বলিলেন, "পাঠান যোধ! আপনি যোদ্ধা মাত্র, তাহাই আপনার এইরূপ মত। যাহার যে ব্যবসায় সেই ব্যবসায়ের অনুসরণে মৃত্যু আসন্ন হইলেও তাহার ভয় হয় না; কিন্তু সেই ব্যবসায়ের বাহিরে মৃত্যুর ছায়া দেখিলে আতঙ্কে তাহার হৃদয় বিশুষ্ক হয়।"

লোদী। "আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

যোগী। "বুঝিতে পারিলেন না? আচ্ছা উদাহরণ দ্বারা বুঝাই শুনুন। ঐ যে হীনবল নাবিককে দেখিতেছেন উহার ব্যবসায় যমুনায় নৌকা চালান। ভয়ানক ঝড়ের মধ্যেও—যে ঝড়ে আপনি নির্ভীক হৃদয় সৈনিক, আপনিও নৌকায় পা দিতে সাহস করিবেন না। এরূপ ভীষণঝড়ের মধ্যেও—ঐ নাবিক অকুতোভয়ে নৌকা বাহিবে।

ঐ ঝড়ে তাহার প্রাণ যাইবার আশঙ্কা, কিন্তু নৌকা বাহা তাহার ব্যবসায়, অতএব নিজের ব্যবসায়ের অনুসরণে সে স্বচ্ছন্দে ঝড়ের মধ্যে নৌকা বাহিবে। কিন্তু ঐ নাবিককে সংগ্রামক্ষেত্রে লইয়া যাউন, তোপের আওয়াজ শুনিলেই উহার ক্ষুদ্রপ্রাণ বহির হইয়া যাইবে। আপনি সিংহ-হৃদয় সৈনিক পুরুষ। আপনার ব্যবসায় যুদ্ধ। অতএব রণক্ষেত্রে সহস্রবার আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে অগ্রসর হইতে আপনার ভয় করিবে না। কিন্তু যে ঝড়ের মধ্যে ঐ হীনহৃদয় নাবিক নৌকা বাহিতে সাহস করিবে, সেই ঝড়ে আপনি হয়ত বাড়ীর বাহির হইতে সাহস করিবেন না। এখন বুঝিলেন আমি কি বলিতেছিলাম ?"

লোদী। "বুঝিলাম। কিন্তু আপনি যাহা বলিলেন তাহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল না যে আপনার সম্মুখে যে মৃত্যু তাহাতে আপনার ভয় হইবে না।"

যোগী। "যে কার্য্যে আমি এই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি সেই কার্য্য এক্ষণে আমার ধর্ম্ম।"

লোদী। "কিন্তু মৃত্যুর পর সেই কলুষিত স্মৃতি!"

যোগী। "আমার ধর্ম্ম নিষ্কাম; অতএব নিজের ভালর জন্য আমি মোটেই চিন্তিত নহি।"

এমন সময়ে তাঁহারা লোদীর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। পাঠান যোগীকে এক নিভৃত কক্ষের মধ্যে লইয়া গেলেন। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইল, বাহিরে প্রহরা বসিল। পাঠান আসিয়া যোগীর নিকট বসিলেন, ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "যোগীবর! আপনার ধৈর্য্যে, আপনার বীরত্বে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। ইচ্ছা হয় না যে আপনাকে জাহাঙ্গীরের হস্তে অর্পণ করি কিন্তু কি করি; না করিয়াও উপায় নাই।"

যোগী স্থির গম্ভীর নেত্রে যুবা পাঠানের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখ পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর, পাষাণময়—স্থির। পাঠানের মুখমণ্ডলে নানা আবেগ দৃষ্ট হইতেছে। যোগীরাজ মনে করিলেন যে হয়ত চেষ্টা করিলে এই যুবা যবন সৈনিকের হাত হইতে পলায়ন করিতে

পারা যায়; কিন্তু কিছু বলিলেন না। লোদী কিয়ৎকাল ভাবিয়া, অবশেষে হঠাৎ বলিলেন, "যোগীবর! যদি কেহ আপনাকে এই বিপদ্‌পাত হইতে রক্ষা করে?"

যোগী। "তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকি।"

লোদী। "তাঁহাকে আপনি কি পুরস্কার দেন?"

যোগী। "আমি ভিক্ষুক! আমি কি দিতে পারি? তবে বোধ হয় মেবারের মহারাণা তাঁহার রাজকোষের বহুমূল্য রত্ন আমার বিনিময়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।"

লোদী উঠিলেন, বিহ্বলের ন্যায় কক্ষমধ্যে দুই চারিবার পাদচারণ করিলেন। অবশেষে আবার যোগীর নিকটে আসিয়া ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন,

"আপনার একটী বহুমূল্য রত্ন আছে, যাহার নিকটে জাহাঙ্গীর শাহার কহিনুরও ছার পদার্থ—আপনার কন্যা প্রসন্নময়ী! এসময়ে যদি কোন ব্যক্তি আপনার জীবন রক্ষা করে, তাহা হইলে সে চাহিলে তাহাকে ঐ রত্নটী দেন না?"

যোগী। "যোগ্যপাত্র হইলে দি।"

লোদী তাড়াতাড়ী আগ্রহ সহকারে, বিশুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন,

"আমি যদি আপনাকে এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করি, তাহা হইলে আপনার কন্যা [illegible] আমাকে প্রদান করেন না?"

যোগী। "না।"

লোদী। "কেন?"

যোগী। "তুমি মুসলমান।"

লোদী। "মহারাজা মানসিংহ জাহাঙ্গীর শাহাকে তাঁহার ভগ্নী প্রদান করিয়াছেন কি করিয়া?"

যোগী। "মহারাজা মানসিংহ ভীরু কাপুরুষ; সেই জন্য নিজ ভগ্নীকে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ কুক্কুরের দাসী হইতে দিয়াছেন।"

বিষম ক্রোধে যোগীর নয়ন জ্বলন্ত কয়লার ন্যায় জ্বলিতেছিল, শিরে জটাজুট রোষগর্জ্জমানা ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইতে

ছিল। ওদিকে লোদীও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দন্তনিষ্পীড়িত করিয়া বলিলেন,

"কি ? এতবড় স্পর্দ্ধা !"

বলিয়া লোদী তলবারের মুষ্ঠিতে হাত দিলেন। ঘৃণার হাসি হাসিয়া যোগীরাজ বলিলেন

"খাঁ সাহেব ! ভানপুরায় দেখিয়াছিলাম তলবারে জোর কত। তবে এখন আমি নিরস্ত্র, বন্দী ; তাই বুঝি ?"

লোদী ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া বলিলেন, "যদি আমি যথার্থ আফগানের সন্তান হই, তাহা হইলে তোমার কন্যাকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া দাসী করিব। এখন এই খানে থাক, কাল প্রাতে বাদশাহের নিকট লইয়া যাইব।"

বলিয়া লোদী বেগে কক্ষ হইতে বাহির হইলেন; ক্রোধ বশতঃ দ্বার চাবীবন্ধ করিতে ভুলিয়া গেলেন। লোদী বাহির হইলেন ; যোগী-রাজ বিপুল বলপ্রয়োগে হস্তের বন্ধনী ভগ্ন করিলেন ; তাহার পর কক্ষ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া ; প্রহরীর হস্ত হইতে হঠাৎ তাহার তলবার কাড়িয়া লইয়া, সে চীৎকার করিবার পূর্ব্বে, তাহার হৃদয়ে আমূল বসা-ইয়া দিলেন, এবং তৎক্ষণাৎই তাহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্ষণেক পরে সুজনসিংহের গৃহে উপস্থিত হইয়া, মধুসিংহের সাহায্যে এক দ্রুত-গতি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে আগ্রা হইতে বাহির হইলেন।

এদিকে প্রায় একঘণ্টা পরে লোদীর মনে হইল তিনি যোগীর গৃহের দ্বার চাবীবন্ধ করেন নাই। তখন তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রহরী রক্তে ভাসিতেছে এবং কক্ষ শূণ্য। তাড়াতাড়ি লোদী তাঁহার পঞ্চাশত জন পাঠান আরোহীকে তাহাদের অশ্ব সজ্জা করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং যোগীরাজের পলায়নের দুই ঘণ্টা পরে লোদী ও তাঁহার পাঠান আরোহীরা অনুসরণে ছুটিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহে একাকিনী।

বিজয়সেনীর মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে নিবিড় অরণ্যে বেষ্টিত রুদ্রগড়ের দুর্গ। দুর্গটী মেবারের কানফোঁড়া যোগীদিগের ছিল। বৃদ্ধ মোহন্ত শিবসহায় বাবাজী এই দুর্গের রক্ষক ছিলেন। শিবসহায় একজন রাঠোর রাজপুত, ইনি অতি অল্প বয়সেই হার্ব্ব সঙ্গল সিংহের একজন প্রিয় শিষ্য হইয়া উঠিয়া ছিলেন। সেই খ্যাতনামা ব্রহ্মচারী বীরের মৃত্যুর পর শিবসহায় আসিয়া মেবারের কাণফোঁড়া যোগী সম্প্রদায়ে মিশিয়া ছিলেন। প্রতাপ রাণার সমস্ত যুদ্ধে শিব সহায় বাবাজী ও তাঁহার অশ্বারোহী যোগীদল বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ছিলেন। কথিত আছে যে হল্দিঘাটের সংগ্রামে শিবসহায় শরীরের দ্বাদশ স্থানে আহত হইয়া ছিলেন, তবুও রণক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন, এবং ঝালার সদলে মৃত্যুর পর, শিবসহায় ও তাঁহার অবশিষ্ট পঞ্চাশ আরোহী প্রতাপ রাণার ভগ্ন সেনার পলায়ন রক্ষা করিয়া ছিলেন। শিবসহায়, ব্রহ্মচারী, সংসারত্যাগী; কিন্তু শিব সহায়ের একটী বড় দোষ ছিল—তিনি একজনকে বড় ভাল বাসিতেন। উদাসীন হইলেও তাঁহার হৃদয় হইতে স্নেহ একেবারে উন্মুলিত হয় নাই। এই সাংসারিক প্রবৃত্তিকে শিবসাহায়ের চিরব্রহ্মচর্য্যেও জয় করিতে পারে নাই। শিবসহায় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বৃহৎ হৃদয়ের, তাঁহার ব্রহ্মচারীহৃদয়ের, তাঁহার যোদ্ধৃহৃদয়ের সমস্ত ভালবাসার সহিত ভাল বাসিতেন। শিবসহায় ভাল বাসিতেন; প্রেমিকের স্নেহাপেক্ষা, ভক্তের স্নেহাপেক্ষা, অধিকতর স্নেহের সহিত বৃদ্ধ চিরব্রহ্মচারী শিব সহায় বাবাজী মেবারের যোগীরাজকে ভাল বাসিতেন।

শিবসহায় সশস্ত্রে দুর্গের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার নিকট আর একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মোহন্ত দাঁড়াইয়া। শিব-সহায় বলিলেন, "এই নূতন প্রথা আমার বড় ভাল লাগে না। হরসহায় বাবাজী কি বলেন?"

হরসহায়। "এই প্রথায় অনেকের বল একত্রীকৃত হয়; এবং যুদ্ধকালে সমস্ত পায়েগার একত্রীকৃত বল যখন শক্রর উপর পড়ে, তখন তাহা একপ্রকার অনিবার্য্য হয়। ইহার প্রমাণ ভানপুরার গিরিসঙ্কটে পাইয়াছিলাম। অতএব এই প্রথা ভাল বলিয়া আমার বোধ হয়।"

শিবসহায়। "হইতে পারে! কিন্তু এতকাল ত এই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছি, পুরাণ প্রথা অনুসারেইত প্রতাপ রাণার সমস্ত যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি জয়ও হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তা' যাহাই হউক যখন যোগীরাজের ইচ্ছা তখন অবশ্যই প্রতিপালন করিব। কই, সকলকে ডাক না।"

হর সহায় একটা পেটা ঘড়ীতে সবলে গোটাকত ঘা মারিলেন। অমনই একে একে প্রায় পঞ্চাশত জন যোগী সশস্ত্রে গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরসহায় তাঁহাদিগকে শ্রেণী বদ্ধ করিলেন। তাহার পর তাহাদিগের শিক্ষা চলিতে লাগিল। পাঠক মহাশ! আসুন আমারা ইত্যবসরে যোগীদিগের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গৃহটী দুর্গের মধ্যদেশে ছিল। ইহা দ্বিতল, প্রস্তর বিনির্ম্মিত এবং বহু কক্ষে বিভক্ত। গৃহের জানালা একেবারেই নাই, মাত্র গবাক্ষ দিয়া প্রাতঃসূর্য্যের আলোক আসিতেছিল, সেই গবাক্ষগুলি আবার লৌহ গরাদের দ্বারা রক্ষিত। কক্ষগুলির মধ্যে কতকগুলি খাটিয়া এবং নানাপ্রকারের অস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা ও পূজার অন্যান্য সাজ রহিয়া ছিল। এই সমস্ত কক্ষ গুলির মধ্যে একটী কক্ষ অপেক্ষাকৃত সুশোভিত ছিল। এই কক্ষের মধ্যে একখানি পালঙ্কের উপর প্রসন্নময়ী শায়িত। নীচে আর একটী অল্প বয়স্কা স্ত্রী বসিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। শেষোক্ত স্ত্রী বলিল,

"ঠাকুরাণী!"

প্রসন্ন গৌতমশূত্র পড়িতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কি লা কমলা?"

কমলা। "অনেক দিন বিজয়সেনীর মন্দিরে যাই নাই। আজ যাইবেন?"

প্রসন্নের মুখ রক্তবর্ণ হইল, তিনি বলিলেন "কেন?"

কমলা। "কেন কি? এই গড়ের মধ্যে আর ত পারিয়া উঠি না। দিন রাত্রি সেই ঘর, আর সেই প্রাচীর, আর সেই বাবাজীরা, আর সেই বল্লম, আর সেই টাঙ্গী, আর সেই রুদ্রাক্ষের ঠক্‌ঠকি, আর সেই পূজা! এ কি আর ভাল লাগে?"

প্রসন্ন ঈশৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুই বড় হতভাগিনী; তাহা না হইলে এই শান্ত, পবিত্র আশ্রমে তোর মন বসে না কেন?"

কমলা। "শান্ত কেমন! সমস্তদিন অহিফেন ভক্ষণ, আর 'গোল দে!' আর 'কাতার দে!' আর 'সাবি দে!' আর পবিত্র ত কতই! সিদ্ধি আর অহিফেন।"

প্রসন্ন (পুঁথী বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে) "শিব সহায় ঠাকুরকে বলিয়া দিব, গড়ের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত!"

কমলা। "শিব সহায় ঠাকুর!" (শিবসহায়ের স্বর ও ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া) "কেন মা! ভয় কিসের? যুদ্ধে জয় হইবে, আমরা বড়লোক হইব, তুমি রাজরাণী হইবে, কমলা সেনাপতি হইবে—শিব সহায়ের মুখে ছাই পড়িবে'।" বলিয়া কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং শিব সহায়ের ন্যায় পাদচারণ করিতে লাগিল, এবং কাল্পনিক গোঁফে তা দিতে লাগিল।

প্রসন্ন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা কি করিতে চাহিস্ বল্ না কেন?"

কমলা। "চলুন এই পোড়া গড় হইতে বাহির হইয়া মার মন্দিরে যাইয়া হাঁফ ছাড়ি।"

বলিয়া কমলা আসিয়া প্রসন্নের সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রসন্ন অধো মুখে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। কমলা আবার বলিল,

"বলি অত ভাবনা কিসের?"

প্রসন্ন কিছুই বলিলেন না। কমলা অগ্রসর হইয়া প্রসন্নের রক্তবর্ণ গণ্ডে অঙ্গুলি দিয়া বলিল,

"ও ঠাকুরাণী! এত দিন পরে বুঝি গোলাপে পোকা ধরিয়াছে? আঁ?"

প্রসন্নময়ী কমলার হাত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার মুখ আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুতে ঢল ঢল করিতে লাগিল। প্রসন্ন উঠিয়া গবাক্ষের নিকটে গেলেন। কমলা বিহ্বলের ন্যায় দাঁড়াইয়া গৃহের ছাদের দিকে অনিমিক্‌লোচনে চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে প্রসন্নময়ী ফিরিলেন এবং কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"আচ্ছা চল, মার মন্দিরে যাই।"

কমলা হাসিল। প্রসন্ন বলিলেন,

"হাসিলি কেন কমলা?"

কমলা কৃত্রিম অভিমান সহকারে বলিল "আপনাদের এই গড়ে থাকি বলিয়া কি আমার হাসিবারও অধিকার নাই?"

প্রসন্ন। "আমি কি বলিতেছি যে তোর হাসিবার অধিকার নাই? তুই বাতাসের পশ্চাতে দড়ী দিয়া ঝগড়া করিতে শিখিলি কোথায়? আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তুই হাসিলি কেন?"

কমলা। "হাসিলাম কেন? হাসিলাম এইজন্য যে আমাদের মার পূজা করাই সার। এতদিন পূজা করিতেছি কোন ফলই ত ফলিল না?"

প্রসন্ন। "সে কি? পুণ্য সঞ্চয় হইতেছে তাহার আর সন্দেহ কি?"

কমলা। "অমন পুণ্য সঞ্চয়ের মুখে ছাই।"

প্রসন্ন। "তবে চাস্ কি?"

কমল। "শক্তাবৎজীর মত ঠাকুর চাই।"

প্রসন্নময়ীর মুখ রক্তবর্ণ হইল। উত্তুঙ্গ হৃদয় ঘন ঘন উঠিতে লাগিল পাড়িতে লাগিল, নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পুরিল। সুখে, লজ্জায় সমস্ত শরীর ভরিল। কমলা ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহার কক্ষ দেখিতে

ছিল। কমলা দেখিল তাহার সন্ধান অব্যর্থ হইয়াছে—অস্ত্র উপযুক্ত স্থান বিদ্ধ করিয়াছে। নিষ্ঠুর কমলা মৃদু হাস্য করিল। প্রসন্নময়ী বিপুল চেষ্টায় সেই মানসিক আবেগ দমন করিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। নির্দ্দয়হৃদয়া কমলা তাহা দেখিয়াও দেখিল না হাসিতে হাসিতে বলিল,

"তা যাহাউক এত দিনে মনের কথা টের পাইলাম। তা আমার কাছথেকে লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজনটা কি ছিল তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।"

প্রসন্নময়ী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি মনের কথা তোর কাছথেকে লুকাইয়া রাখিয়াছি কমলা ?"

কমলা। "না কিছুই না। কেবল একটু ক্ষুদ্র বিষয় অর্থাৎ প্রসন্নময়ী দেবী শক্তাবৎ কুমার শ্যামসিংহকে ভাল বাসেন, এইমাত্র।"

প্রসন্নময়ী ঈষৎ শিহরিলেন এবং মুহূর্ত্তেক পরে বলিলেন, "যদি তাহাই হয় তাহাতে ক্ষতি কি ? প্রসন্নময়ী দেবী ত অপাত্রে তাঁহার ভাল বাসা নিক্ষেপ করেন নাই।"

কমলা (হাসিতে হাসিতে) "আমি কি তাহা বলিয়াছি ? অপাত্রে কেন সুপাত্রেই পড়িয়াছে। যুবা শক্তাবৎ অতি সুন্দর পুরুষ, তরুণবয়স্ক হইলেও এক জন জানিত যোদ্ধা, তাহাতে আবার কবিহৃদয়, সকল বিষয়েই ভাল। কিন্তু আমি নালীশ করি এই যে এত দিন এই বাড়বানলে দগ্ধ হইয়া মরিবার প্রয়োজন ছিল কি ? আমাকে বলিলেই ত হইত। চারণের পরীর ন্যায় নায়ক নায়িকার মিলন ঘটাইয়া দিতাম।"

প্রসন্ন (রাগ করিয়া) "তোর সকল বিষয়েই ঠাট্টা।"

কমলা (পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে) "আমি ঠাট্টা করিলাম কি ? সত্য কথাই ত বলিলাম। তবে আমার কেমন দশা বড় কথাই হউক আর ছোট কথাই হউক, আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি না তাহাতে যদি অপরাধ হয় ত অনুপায়।"

প্রসন্ন কোন উত্তর করিলেন না কেবল ব্যস্ত ভাবে বিজয়সেনীর

মন্দীরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কমলা ক্ষণেক পরে বলিলেন,

"যেরূপ তাড়াতাড়ি দেখিতেছি, তাহাতে গতিক ভাল না। না, ঠাকুরাণী আমি যাইব না।"

প্রসন্ন (বিরক্ত হইয়া) "সে আবার কি? এই যে বলিলি যাইবি! আবার কি হইল?"

কমলা। "আমি বহুরূপী। আমার অনেক রূপ। আমি এই এক রকম, আবার পরক্ষণেই আর এক রকম—এই নীল, এই লাল, এই শাদা। আমার ঠিক নাই।"

প্রসন্ন (ব্যগ্রতার সহিত) "না কমলা চল যাই। লক্ষী দিদিটী আমার।

কমলা। "না আমি স্থির করিলাম যাইব না। আপনার যাইতে হয় যান্।"

প্রসন্ন (বিরক্তির সহিত)। "কেন? আবার হইল কি? তা না যাবি যদি ত বলিলি কেন? তুই না বলিলে ত আর আমি প্রস্তুত হইতামনা।"

কমলা। "আমার ভয় করে। রাস্তায় যদি মুসলমান সেনা থাকে?"

প্রসন্ন। "রাস্তায় যদি মুসলমান থাকে! তুই কি পাগল না কি? ভানপুরার পর কি যোগীদিগের আশ্রমের নিকট মুসলমান আসিতে সাহস করে?"

কমলা। "শুনিয়াছি তাহারা দলে দলে বিজয়সেনীর অরণ্যমধ্যে বিচরণ করে।"

প্রসন্ন (আগ্রহ সহকারে এবং পুষ্পপাত্র তুলিয়া লইয়া)। "কিছু ভয় নাই চল্—আমি আছি।"

কমলা (হাসিতে হাসিতে) "আপনি আছেন!—ঠাকুরাণী!—আপনি কি যুদ্ধ করিবেন না কি?"

প্রসন্ন। "যদি করি? ত মনে করিস্ পারিনা না কি?"

কমলা দেখিল যে সেই সুন্দর, সুকুমার স্ত্রীমূর্ত্তি হটাৎ যোগীরাজের কঠোর রূদ্রমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। আগ্রাতে সুজনসিংহের উদ্যানে নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে যোগীকন্যার মুখে যে ভাব আবির্ভূত হইয়াছিল—

যে ভাবের প্রভাবে প্রসন্নময়ী পিতার ত্রিশূল বক্ষে পাতিয়া লইতে সম্মত হইয়াছিলেন—সেই কঠোর দর্পিত ভাব এক্ষণে আসিয়া সেই সুন্দর মুখকে অধিকার করিল। কমলার ক্ষুদ্রহৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। কমলা নীরব হইল। প্রসন্ন বলিলেন,

"উঠ কমলা আমি প্রস্তুত।"

কমলা উঠিল—কলের পুত্তলের ন্যায় প্রসন্নময়ীর ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া কমলা উঠিল, যোগীকন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল! প্রাঙ্গণে শিবসহায় বাবাজী তাঁহার যোগীদিগকে হরসহায়ের সাহায্যে শিক্ষা দিতে ছিলেন। প্রসন্নময়ী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ শিবসহায় তাঁহার সেনা গণের প্রতি অন্যমনে বলিলেন,

"বেশ, জোয়ান!"

প্রসন্ন বলিলেন "বাবাঠাকুর! আমি বিজয়মাতার মন্দিরে পূজার জন্য যাইব।"

শিবসহায় অন্যমনে তাঁহার সেনাদলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"দ্রুতচলে!"

প্রসন্ন আবার বলিলেন "আপনার অনুমতি চাহি।"

শিবসহায় (পূর্ব্বের মত) "দৌড়ে!"

কমলা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। শিবসহায় কমলার হাসি শুনিয়া, শিক্ষাকার্য্যে ব্যাঘাত হইতেছে জানিতে পারিয়া, কিছু বিরক্ত হইলেন, এবং তীব্রতা সহকারে কমলারদিকে ফিরিয়া বলিলেন "কি চাহ?"

কমলা কিছু উত্তর না করিয়া আরও হাসিতে লাগিল। তখন বৃদ্ধ যোগীযোধ অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বিনা কারণে হাসি মূর্খতার পরিচায়ক!"

কমলা হাসিতে হাসিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রসন্নময়ীর দিকে দেখাইল।

শিবসহায় প্রসন্নকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ফিরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি মা ? কি চাহ ?"

প্রসন্ন। "বিজয় মাতার মন্দিরে পূজা করিতে যাইব, আপনার অনুমতি চাহি।"

শিবসহায় [গোঁফে চাড়া দিতে দিতে]। "তাই ত কি করা যায় ? পথে যদি শত্রুসেনা থাকে ? লোক সঙ্গে কাহাকে দি !"

প্রসন্ন। "লোক দিতে হইবে না। আমার সঙ্গে জাঠ সূর্য্যমল্ল গেলেই হইবে এখন।"

শিবসহায়। "সূর্য্যমল্ল! সূর্য্যমল্ল কোথায়? আর সে অতিশয় প্রাচীন—সে কি বিপদকালে রক্ষাকরিতে পারিবে ?"

প্রসন্ন [হাসিতে হাসিতে]। "প্রথমতঃ, আপনার দুর্গের এত নিকটে বিপদের আশঙ্কা নাই। দ্বিতীয়তঃ সূর্য্যমল্ল রক্ষা করিতে পারুক আর না পারুক, আপনাদিগকে সময়ে আসিয়া সংবাদ দিতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

কমলা হাসিয়া বলিল, "আর ঠাকুরাণী আছেন, আমি আছি ও বৃদ্ধ সূর্য্যমল্ল আছে,—রাজপুত্র জাগে, পক্ষীরাজ ঘোড়া জাগে, তাল-পত্রের খাঁড়া জাগে। অতএব ভয় কিসের ?"

শিবসহায় অতিশয় চটিলেন। কমলার প্রগলভতায় শিবসহায় বাবাজী অতিশয় বিরক্ত হইতেন। তাঁহার যোদ্ধৃদলকে তিনি যেরূপে শাসন করিতেন, সেইরূপে এই মুখরা বালিকাকে শাসন করিতে পারিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হইলে লোকে কি বলিবে, যোগীরাজই বা কি বলিবেন, সেই ভয়ে মাত্র শিব-সহায় বাবাজী নিরস্ত থাকিতেন। কমলার কথায় শিবহায় কোন উত্তর করিলেন না, কেবল মাত্র কঠোর হাসি হাসিলেন। শিবসহায় অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে বলিলেন,

"আচ্ছা তবে তাহাই হউক। শীঘ্র শীঘ্র ফিরিও, তাহা না হইলে আমি আবার তোমাদিগকে খুজিতে পাঠাইব।"

প্রসন্নময়ী ও কমলা, শিবসহায় বাবাজীকে প্রণাম করিয়া দুর্গের দ্বারে আসিলেন। জাঠ সূর্য্যমল্ল আসিয়া উপস্থিত হই-

লেন। এবং প্রসন্নময়ী ও কমলা অশ্বারোহণে ও সূর্য্যমল্ল তাঁহাদের সহিত হাঁটিতে হাঁটিতে বিজয়সেনীর মন্দিরের দিকে চলিলেন।

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——ঃ-*-ঃ——

অানায় মাঝারে।

রুদ্র গড় হইতে বাহির হইয়া পথে কি ভয়ানক দৃশ্য! ত্রিংশ বৎসরের যুদ্ধে দেশ প্রায় জন শূন্য হইয়াছে। ক্ষেত্র সকল বিনা চাষে ক্রমশঃ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কৃষকদিগের গৃহাদি প্রায় ছাড়া পড়িয়া রহিয়াছে। প্রজা সংখ্যা অধিকাংশ যুদ্ধে ও যুদ্ধ জনিত দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাইয়াছে। প্রতাপরাণার রাজত্বের শেষ সময়ে যুদ্ধ প্রায় নিবৃত্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ স্ব স্ব পৈত্রিক ভিটাতে, স্ব স্ব পৈত্রিক ভূমিখণ্ডে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ছিল। যাহারা সমরোদ্যোগের প্রারম্ভে, কিম্বা সমর বাত্যায় প্রপীড়িত হইয়া, পলায়ন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই ফিরিয়া আসে নাই—তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং তাহাদিগের "বাপোতা" (পৈত্রিক ভূমি) দখল করিয়া আবার চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। জঙ্গলে পরিণত ক্ষেত্র সমূহ আংশিক রূপে আবার আবাদ হইয়া আসিতে ছিল। মধ্যে মধ্যে, স্থানে স্থানে, নিবীড় অরণ্য প্রান্তে গোমহিষাদির পাল চরিতেছে। রাখাল বালকেরা মহিষ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কেহ গান করিতেছে, কেহ বংশীধ্বনী করিতেছে, কেহ বা চীৎকার শব্দে কথা কহিতেছে। পথ কখন নিবীড় অরণ্যের মধ্যদিয়া, ঘাসে আবৃত হইয়া, অতি সঙ্কীর্ণ রূপে চলিয়াছে; কখন বা কোন "গ্রাস্য" ঠাকুরের শৈল দুর্গের প্রাচীরের চরণ দিয়া চলিয়াছে। আমাদের তিনজন পথিক ভিন্ন পথে কিন্তু আর কেহই নাই। সূর্য্যমল্ল হলদীঘাটের মহাসমরের কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন, যখন সেই দিনের শেষ আক্রমণে সাদ্রীপতি ঝালাবীর, প্রতাপরাণাকে বাঁচাইতে

গিয়া, ঝালাকুলের বীরেন্দ্রবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়া ছিলেন, সূর্য্যমল্ল তাঁহার পার্শ্বে শেষপর্য্যন্ত ছিলেন। ঝালা নিহত হইলে সূর্য্যমল্ল সহস্র শত্রুর মধ্য হইতে তলবার হস্তে বাহির হইয়া প্রতাপরাণার পশ্চাতে আসিয়া 'চৈতকের' মৃত্যুসময় রাণার নিকটে ছিলেন। প্রসন্নময়ী এই সব কথা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। সূর্য্যমল্ল এই সব কথা কহিতে বড় ভালবাসিতেন। অতএব উঁহাদের উভয়ের মিলিয়া ছিল ভাল। কিন্তু এই সব যুদ্ধবিগ্রহের কথা শুনিয়া কমলা অতিশয় বিরক্ত হইতে ছিল এবং সময়ে সময়ে হাই তুলিতে ছিল। অনেক ক্ষণ সহ্য করিয়া কমলা বলিল, "আচ্ছা, সূর্য্যমল্ল, শ্রীজীকে দেখিয়াছ?"

সূর্য্যমল্ল। "কোন শ্রীজীকে? অমরসিংহকে না তাঁহার পিতাকে?

কমলা। "অমরসিংহকে।"

সূর্য্যমল্ল (গোঁফে চাড়া দিতে দিতে)। "দেখিয়াছি বৈ কি?"

কমলা। "তাঁহার চক্ষু গোল, না টানা?"

প্রসন্ন (হাসিতে হাসিতে)। "তাহাতে তোর প্রয়োজন কি?"

কমলা। "তাহাতে আমার প্রয়োজন কি! শোন একবার কথা! অমরসিংহ রাজা—আমি প্রজা। আমার রাজভক্তি থাকা উচিত। রাজার চেহারা না জানিলে আমার রাজভক্তি জন্মাইবে কেমন করিয়া? আবার চেহারার মধ্যে চোখের চেয়ে আর কি আছে?"

সূর্য্যমল্ল অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিলেন "অমরসিংহের চক্ষু রাজার মত—বীরের মত। টানা কি গোল তাহা বলিতে পারি না—শিপাহীর তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই।" এমন সময়ে একজন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী আমাদের পথিকদিগের নিকট দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। চপলা কমলা বলিল, "ও কে?"

প্রসন্ন বলিলেন, "নিকটস্থ কোন ঠাকুরের লোক হইবে।"

সূর্য্যমল্ল চুপি চুপি বলিলেন "লোকটা পরদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখিয়া আসি। যেরূপ সময় পড়িয়াছে সাবধান হওয়া আবশ্যক।"

প্রসন্ন। "শুনিয়াছি খুরম পিছু হটিতেছেন। অতএব এখানে শত্রুসেনা আসিবার সম্ভাবনা নাই।"

সূর্য্যমল্ল। "তবুও—বলা যায় না—আমি দেখিয়া আসি। আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুণ।"

প্রসন্ন। "সূর্য্যমল্ল! তুমি আমাদের সর্দ্দার। অতএব তোমার হুকুম আমি অমান্য করিতে পারি না। আমরা এখানে অপেক্ষা করিতেছি, তুমি কিন্তু শীঘ্র আসিও। আর তোমার ধনু ও তূনটা আমার নিকট রাখিয়া যাও।"

সূর্য্যমল্ল। "আপনি তীরধনু লইয়া করিবেন কি?"

প্রসন্ন বৃদ্ধ জাঠের হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তীর যোজনা করিলেন এবং আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান একটা চীলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীরে বিদ্ধ হইয়া চীল ঝট্ পট্ রবে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সূর্য্যমল্ল তখন বলিলেন,

"আমি এখনই আসিব।"

বলিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রসন্ন ও কমলা তাঁহার প্রতীক্ষায় পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল; সূর্য্যমল্লও ফিরেন না। কমলা ভয়ে জড় সড় হইল। প্রসন্নও উদ্বিগ্ন হইলেন। অবশেষে কমলা ও প্রসন্ন পরামর্শ করিতে লাগিলেন,

প্রসন্ন। "এখান হইতে রুদ্রগড় প্রায় এক ক্রোশ হইবে, কেমন কমলা?"

কমলা। "তিন চারি ক্রোশ হইবে। আমরা কতদূর আসিয়াছি তাহার ঠিক কি?" "আপনারা পথ চলিবার সময় যে গল্প করেণ!"

বলিয়া কমলা কাঁদিয়া ফেলিল। প্রসন্ন বলিলেন,

"তা কাঁদিস্ কেন? ভয় কি? আমি জানি এখান হইতে ভৈঁষরোর গড় আধপোয়া হইবে। যদি কোন বিপদ ঘটে তুই যাইয়া সংবাদ দিতে পারিবি?"

কমলা (সভয়ে)। "আমি একেলা যাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন। "ডান হাতি বনের মধ্যদিয়া সোজা ভৈঁষরোর গড়ে যাওয়া যায়।"

কমলা দ্রুত অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ডানহাতি বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রসন্নও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। নিম ও বট, অশ্বথ ও দেবদারু প্রভৃতি আরণ্য তরুরাজী পল্লবজাল বিস্তার করিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষ সকলের চরণতলে লতা ও গুল্মের অভেদ্য আবরণ। প্রসন্ন ও কমলা অতি কষ্টে অগ্রসর হইতেছেন। কণ্টক সমূহ সময়ে সময়ে চরণে বজিতেছে। সেই অন্ধকারময়ী আর্দ্র বনস্থলীর মধ্য দিয়া সভয়ে প্রসন্ন ও তাঁহার পরিচারিকা অগ্রসর হইতেছেন। আর অল্প দূর যাইতে পারিলেই সম্মুখে সঙ্কীর্ণ পথ। সত্রাসে স্খলিত পাদে কমলা আগে আগে ছুটিতেছেন? ধনু হস্তে প্রসন্ন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন। সম্মুখে পথ। কিন্তু ও কি? সম্মুখে একজন মুসলমান অশ্বারোহী দাঁড়াইয়া! কমলার আর চরণ চলে না। অশ্বারোহী কমলাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার শব্দে বলিয়া উঠিল "এই যে! পাওয়া গিয়াছে!" সেই শব্দ তাহার শেষ; কারণ প্রসন্নময়ীর নিক্ষিপ্ত তীরে বিদ্ধ হইয়া মুসলমান চীৎকার শব্দে পড়িয়া গেল। কমলা দৌড়িয়া যাইয়া তাহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং প্রসন্নের দিকে না চাহিয়া বিদ্যুৎতেজে ভৈঁষরোর গড়ের দিকে ছুটিলেন।

তখন প্রসন্নের বীরহৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। সেই নির্জ্জন, অন্ধকারময়ী বনস্থলীতে তিনি একাকিনী! হয়ত চারিদিকে শত্রু। হঠাৎ অশ্বের পদ শব্দ হইল। প্রসন্ন সভয়ে দেখিলেন একদল মুসলমান সেনা আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ জাঠ সূর্য্যমল্ল হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে পিচমোড়া করিয়া বান্ধা। মুসলমান সেনার নায়ক, আপাদ মস্তক বর্ম্মে আবৃত সূর্য্যমল্লকে সাগ্রহে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। সম্মুখে মৃত আরোহীকে দেখিয়া মুখশ খুলিলেন। প্রসন্ন চিনিলেন—খাঁজাহাঁ লোদী! তখন প্রসন্নের হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আর একবার ধনুতে শরসন্ধান করিয়া ধনুর্জ্যাকে আকর্ণ টানিলেন।

তীর ভীমতেজে লোদীর শীর্ষকচূড়ায় লাগিল। লোদী অশ্বপৃষ্ঠে টলিয়া উঠিলেন। শিরস্ত্রাণের লৌহে লাগিয়া তীর বিফল হইল। মুখে মুখশ টানিয়া লোদী চাহিয়া দেখিলেন ও চিনিলেন। লোদীর আরোহীরাও দেখিতে পাইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রসন্নকে মারিবার জন্য শরসন্ধান করিতে লাগিল। লোদী তাহা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিতে আদেশ দিলেন। এবং নিজে এক লম্ফে ভূমিতে পড়িয়া প্রসন্নের দিকে প্রধাবিত হইলেন। প্রসন্ন হটিয়া নিবিড়তর বনে প্রবেশ করিলেন।

প্রসন্নের হৃদয়ে ভয়ের লেশমাত্রও নাই। বিশাল নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে। মুখ কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয় আগ্নেয় উত্তেজনা—বহ্নিময় আহ্লাদে পরিপূরিত হইল। আর একবার ধনুষ্টঙ্কার হইল, লোদীর পার্শ্বস্থিত আর একজন আরোহী পড়িল। আর একটী তীর আসিল লোদীর দুর্ভেদ্য কবচে লাগিয়া তীর বিফল হইল। প্রসন্ন উচ্চৈর্হাস্য করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে লোদীর দিকে সম্মুখ করিয়া পিছু হটিতেছেন। বীরগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া, বীরোন্মাদে উন্মত্তা হইয়া প্রসন্নময়ী "জয় কালীমায়ী!" বলিয়া একবার হাঁকিলেন। বনস্থলী উত্তর করিল "জয়!" প্রসন্নের শর আবার সন্ সন্ রবে আসিল। লোদীর আর একজন আরোহী পড়িল। লোদী মুখশের মধ্যে ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন। যোগীবালার তীর অব্যর্থ—লাগিলেই শত্রু মরে। লোদী তাঁহার আরোহীদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া একেলা অগ্রসর হইলেন। প্রসন্ন দ্রুত-দ্রুততর নিবিড়তম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা! প্রসন্ন ক্রমশঃ বনে প্রবেশ করিতেছেন। লোদী ক্রমশঃ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছেন। প্রসন্নের হৃদয় এক্ষণে হতাশায় আপ্লুত। হতাশায় দুঃখে প্রসন্ন একেবারে অধীরা হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি—মেবাড়ের যোগীরাজের কন্যা, যাঁহার পিতার আদেশে শত শত খাণ্ডা নিষ্কাশিত হয়, তিনি আজ একাকিনী, অরণ্য হরিণীর ন্যায়—বনে বনে তাড়িত হইয়া বেড়াইতেছেন! তাড়িত হইতেছেন কাহার দ্বারা? সেই আফগান আমীরের দ্বারা যাহাকে তিনি

কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছেন। প্রসন্ন ক্রোধে অধীরা হইলেন। সদর্পে দাঁড়াইলেন। শরাসনে জাঠের তীর বসাইয়া আবার শর নিক্ষেপ করিলেন। আফগানের কিরীটের মধ্যস্থলে সেই অব্যর্থ শর আসিয়া বজ্রতেজে লাগিল। আফগান সেই ভীষণ প্রহারে টলিল, কিন্তু আহত হইল না; মুখশের অভ্যন্তরে নিষ্পীড়িত দন্তে বলিল "শুভান্ আল্লা!" প্রসন্ন দেখিলেন তাঁহার শর সেই দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভেদ করিতে পারিল না। প্রসন্ন অস্ত্র সংযত করিলেন; তৃষ্ণায় ও শ্রান্তিতে তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। কৈ? সাহার্য্য ত আসিল না! কমলা কি আর ভৈঁষরোরগড়ে পৌঁছতে পারিয়াছে? আর পৌঁছতে পারিলেই বা কি? ভৈঁষরোর হইতে যে সাহায্য আসিবেই তাহারই বা স্থিরতা কি? প্রমর গড়ে থাকিলে অবশ্য সাহায্য আসিত। সাহায্য আসিবার হইলে এতক্ষণ অবশ্যই আসিত। অতএব প্রমর গড়ে নাই। প্রমর ত গড়ে নাই, কিন্তু শ্যাম শক্তাবৎ? তিনি ত গড়ে বাস করিতে-ছেন। তাঁহার এই বিপদ শুনিয়া শ্যামশক্তাবৎ কি তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইবেন না? যোগীদুহিতার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। শ্যাম শক্তাবৎ যে গড়ে আছেন তাহার ঠিক কি? তিনি হয় ত এতদিনে যুদ্ধ স্থলে গিয়াছেন। তিনি হয় ত এই সময়ে বিজয়সেনীর মন্দিরে। ভৈঁষরোর না যাইয়া যদি কমলা বিজয়সেনীর মন্দীরে যাইত তাহা হইলে হয় ত ধুসর আবর ও তাহার আরোহী এতক্ষণে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইত। এই বিপদ-পাতে শ্যাম শক্তাবৎ তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া!—মনে করিয়া সেই শত্রুজালে পরিবেষ্টিতা যোগীকন্যার হৃদয় সুমধুর আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল। শ্যামের হাতে হাত দিয়া, ঘৃণিত পাঠানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে, দুইজনে একত্রে স্বর্গারোহণ করিতেন! তাহা কি সুখেরই হইত! কিন্তু না, যুবা শক্তাবৎ যোধ একেলা এই শত্রুদলের বিরুদ্ধে কি করিতে পারিতেন? সেই সুন্দর শরীর হইতে, নিষ্ঠুর পাঠানের নিষ্ঠুর অস্ত্র প্রহারে জীবনবায়ু পলায়ন করিত। সেই কলকণ্ঠ একবারে জন্মের মত নিঃশব্দ হইত। না, না, তাহার প্রয়োজন নাই। আবশ্যক হইলে

তিনি একেলা মরিতে জানেন। মেবারের যোগীরাজের কন্যাকে অবমানিত হইয়া জীবনধারণ করিতে হইবে না। তিনি মরিবেন।মরিবেন!—কিন্তু শক্তাবৎ কি তাঁহাকে সময়ে সময়ে স্মরণ করিবেন!—মরিবেন—কিন্তু সেই মৃত্যুতে শক্তাবতের হৃদয় কি ব্যথিত হইবে? এই চিন্তায় যোগীকন্যার মুখ বিপুল স্নিগ্ধভাবে আপ্লুত হইল। চক্ষে জল আসিল। মরিবেন—কিন্তু সহজে নহে। আগে ঐ কৃতঘ্ন পাঠানের প্রাণবধ করিবেন, তাহার পর—

এমন সময় মড় মড় মড়ে লতাগুল্মের মধ্য দিয়া, মদকল হস্তীর ন্যায়, পাঠাণ যোদ্ধার বিশালদেহ নিকট—নিকটতর আসিতে লাগিল। একটা বৃক্ষের প্রলম্বিত শাখা তাঁহার শিরস্ত্রাণে ভীষণতেজে লাগিল। প্রতিঘাতে তিনি পড়িয়া যাইবার যো হইলেন। সেইখানে একটা ঝুপড়ী বনে প্রসন্নময়ী লুক্কায়িত ছিলেন। লোদী তাঁহার এত নিকট, যে ঘৃণিত আফগানের উষ্ণ স্বাস প্রসন্নের মুখে লাগিল। বক্ষ হইতে তীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া যোগীদুহিতা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আনার মাঝে ব্যাধগণের তাড়নায় শ্রান্ত বাঘিনীর ন্যায় যোগীকন্যার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতেছে। ক্রোধে অভিমানে ওষ্ঠাধর ফুলিতেছে। আলুলায়িত কেশরাশি, স্বেদাক্ত ললাটের উপর কেশরের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। নাশারন্ধ্র বিস্ফারিত, উন্নত বক্ষস্থল পরিশ্রমে উঠিতেছে, পড়িতেছে। লোদী অগ্রেসর হইলেন—নিকটে আসিলেন—যোগীকন্যাকে সেলাম করিলেন। নিষ্পীড়িত দন্তরাজির অভ্যন্তর হইতে যোগীবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কি চাহ?"

লোদী। "তোমাকে বিবাহ করিতে চাহি।"

প্রসন্ন ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন,

"মুসলমানের বিবাহে বুঝি কন্যাকে প্রথমে জোর করিয়া ধরিতে হয়?"

লোদী। "যে সিংহীকে বিবাহ করিতে চাহে তাহাকে সশস্ত্রে আসিতে হয়। সিংহীর নিকট নিরস্ত্র গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা।"

এই তোষামদে সেই আসন্ন বিপদের মধ্যে যোগীকন্যার হৃদয়ে আহ্লাদ হইল। সুন্দর মুখখানি উৎফুল্ল হইল। মুখে অনির্ব্বচনীয় কোমলতার আবির্ভাব হইল। প্রসন্নময়ী লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। অধরে সলজ্জ অথচ মধুর হাসি! মুগ্ধ পাঠান ক্ষণেকের তরে সেই লজ্জাও কোমলতায় পরিপ্লুত রূপরাশি সতৃষ্ণ নয়নে প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন, এবং পরক্ষণেই উন্মত্তের ন্যায় বাহুদ্বয় প্রসার করিয়া প্রসন্নের দিকে প্রধাবিত হইলেন। যোগীবালা নড়িলেন না। পাঠানের আলিঙ্গনে সেই সৌন্দর্য্যরাশি! তখন প্রসন্নময়ী হঠাৎ তীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া বজ্রতেজে পাঠানের বক্ষে আঘাত করিলেন। অভেদ্য উরস্ত্রাণে লাগিয়া ছোরা খণ্ড খণ্ড হইয়া ছুটিয়া গেল। লোদী জানু পাতিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। প্রসন্নময়ী তখন লোদীর কটিতে বিলম্বিত তলবার কোষ হইতে টানিয়া ভীম আঘাতে পাঠানের শীর্ষকচূড়া কাটিয়া পাড়িলেন। লোদী উঠিয়া দাড়াইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া লোদী পলায়নের চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার একজন অনুচর আসিয়া পশ্চাৎ হইতে প্রসন্নের হাত ধরিয়া ফেলিল। ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীর ন্যায় প্রসন্ন সেই নবাগত শত্রুর দিকে ফিরিলেন। তখন লোদী যাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত্র করিলেন এবং দুইজনে বলপূর্ব্বক যোগীদুহিতাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া পথে এক শিবিকায় আরোহণ করাইয়া চারিদিকে প্রায় এক শত অশ্বারোহী সৈনিকে পরিবেষ্টিত করিয়া হুরবতীর দিকে দ্রুত লইয়া চলিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রক্ষা।

——ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখলো চেয়ে, ইন্দুনিভাননে,
রাবণের পরাক্রম !——

মেঘনাদবধ।

প্রসন্নময়ী শিবিকায় বসিয়া আছেন। ভৈঁষরোর হইতে সাহায্যের আশা নাই। এই মহা বিপদে কাহারও নিকট সাহায্যের আশা নাই। সাহায্যের আশা নাই বলিয়া কি ঘৃণিত যবনের চিরদাসী হইয়া জীবন ধারণ করিতে সম্মত হইবেন? প্রসন্নময়ী বিপুল চেষ্টায় মনঃস্থির করিলেন। মনকে স্থির করিয়া, ধীর বুদ্ধিতে যোগীকন্যা সেই বিপদ্‌জাল হইতে রক্ষা পাইবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। অপরের সাহায্যের আশা নাই; অতএব নিজের বুদ্ধিবলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে; এবং যোগী কন্যা তাহাতেও পরাঙ্মুখী নহেন। আফগানকে হরবতীর মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। হরবতীর রাজা, বৃদ্ধ সুজন সিংহ ছাড়া, যোগীরাজের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কোন সুযোগে সুজনসিংহকে সংবাদ দিতে পারিলে প্রসন্ন পাঠানের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। প্রসন্নময়ী সংবাদ দিবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে লোদী অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া তাঁহার শিবিকার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। লোদীকে দেখিয়া প্রসন্ন ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন। লোদী ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিলেন,

"সুন্দরি !"

প্রসন্ন উত্তর করিলেন না। লোদী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,

"প্রসন্ন ! আমারই উপর কেবল অপ্রসন্ন থাকিবে ?"

প্রসন্ন (ঘৃণাসহকারে)। "চৌরের উপর প্রসন্ন হইব কেমন করিয়া ?"

লোদীর মুখ রক্তবর্ণ হইল। লোদী বলিলেন,

"চৌর ? প্রসন্ন ?"

প্রসন্ন কঠোরতা সহকারে উত্তর করিলেন,

"চৌর।"

লোদী দুঃখিত ভাবে বলিলেন,

"স্নেহের কৃত অপকর্ম্মের কি মার্জ্জনা নাই ?"

প্রসন্ন। "অপকর্ম্ম মাত্রেরই মার্জ্জনা নাই।"

লোদীর ললাট অন্ধকারময় হইল। তিনি কিয়ৎকাল শিবিকার পার্শ্বে চলিলেন, হঠাৎ অশ্ব ফিরাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ রক্ষক সেনাদলের নিকট গেলেন। তখন প্রসন্ন কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রসন্নের হৃদয়ে সেই যুবা শক্তাবতের মুখচ্ছবি জাগিতে ছিল। তিনি ভাবিলেন এবার জন্মের মত বিদায়। সেই মোহনরূপ তাঁহাকে আর ইহলোকে দেখিতে হইবে না। কখন দেখিতে হইবে না ? হৃদয়গগণ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। জীবন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কখন দেখিতে পাইবেন না ? উন্মদ হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গরাশি ভীষণ নিরাশার প্রভাবে হৃদয়গর্ভে লুকাইল। কখন দেখিতে পাইবেন না ? এই অনন্ত জীবন-সমুদ্রে একটীমাত্র রত্ন—কত অমূল্য !—লাভ করিয়াই হারাইলেন। প্রসন্নময়ী শিবিকার ভিতর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার উচ্চ মস্তক হেট হইল। তাঁহার মানসিক বল, তাঁহার তেজঃস্বিনী বুদ্ধি, একেবারে ঘোরতম দুর্ব্বলতায় পরিণত হইল। হৃদয়ে শক্তাবৎ কুমারের সেই মোহন-রূপ জাগিতেছে। তাঁহাকে বলিতেছে "আমাকে ত্যাগ করিও না। কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিতেছ ? এই কি তোমার ভালবাসা ? এই কি তোমার সত্য ?" হতভাগিনী তীরবৎ শিবিকার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া

লেন। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আমি কি করিব? আমি সহায় বিহীনা!" হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভীমতেজে শিবিকার দ্বারে আঘাত করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া লোদী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্ন স্থির হইলেন। লোদী বলিলেন,

"প্রসন্ন!"

প্রসন্ন কোন উত্তর করিলেন না। লোদী বলিলেন,

"আমি কি দেখিতে এতই কদর্য্য যে মুখ ফিরাইয়া রহিলে?"

এবার প্রসন্ন বলিলেন,

"অত্যাচার সর্ব্বদাই কদর্য্য!"

লোদী কাতরস্বরে বলিলেন

"ক্ষমা কর!"

প্রসন্ন। "এ জন্মে নহে!"

লোদী তাঁহার হাত ধরিতে গেলেন। আহত সিংহীর ন্যায় অস্ফুট গর্জ্জণে যোগীকন্যা লোদীর মুখে মুষ্ঠ্যাঘাত করিলেন। লৌহবিমণ্ডিত বিশাল পাঠাণ সেই আঘাতে পর্য্যাণোপরি টলিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে "জয় কালী মায়ি!" বলিয়া শব্দ হইল; এবং বরচী প্রহারে লোদীর লৌহমণ্ডিত পশ্চাৎরক্ষক সেনা দলের মধ্য দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া, ধূসর আবর ও তাহার আরোহী নিমেষ মধ্যে প্রসন্নের শিবিকার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাতে লোদীর আরোহীবর্গ পদমসিংহের বিরূদ্ধে পথ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে। শ্যামসিংহ উষ্ণীশবিহীন, গৌরবর্ণ ললাট রণোন্মাদে রক্তবর্ণ, নয়ন বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, ভগ্ন বরচী দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উলঙ্গ দোধারা হস্তে লোদীকে আক্রমণ করিলেন। সেই স্ত্রীবৎসুকুমার বাহুতে পরিচালিত দোধারার আঘাতে পাঠাণের বর্ম্মমণ্ডিত বিশাল দেহ কুঠারাঘাতে বিশাল শাল বৃক্ষের ন্যায় টলিতে লাগিল। আফগানের লৌহ শিরস্ত্রাণ আঘাতের তেজে খসিয়া ভূতলে পড়িল। আফগাণ মূর্চ্ছিত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার অশ্ব উর্দ্ধপুচ্ছে তথা হইতে ছুটিয়া গেলে। পরমুহূর্ত্তে শিবিকা হইতে প্রসন্নময়ীকে বাহির করিয়া

শক্তাবৎ তাঁহার সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে বসাইলেন এবং ঘোড়া ফিরাইলেন। এমন সময়ে "আল্লা, ইলাল্লা!" রবে লোদীর সম্মুখরক্ষক সেনা শ্যাম সিংহকে চারিদিকে ঘেরিল। কেমন করিয়া শ্যামসিংহ সেই অসংখ্য বল্লম ফলক ফিরাইলেন, কেমন করিয়া সেই প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রজালের আঘাত হইতে যোগীকন্যার অচেতন দেহ রক্ষা করিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন না। রণোন্মাদ তাহার শিরায় শিরায় ভীষণজ্বরের ন্যায় দহিতে ছিল। তিনি একবারে বাহ্যিক জ্ঞানশূণ্য হইয়া উঠিয়াছেন। তলবারের প্রহারে, অশ্বপদ প্রহারে, শ্যামসিংহ সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিলেন। অসংখ্য বাধা কাটিয়া, প্রসন্নময়ীকে হৃদয়ে ধরিয়া, রুধিরাক্ত তলবার ঘুরাইয়া, যুবা শক্তাবৎ পথ পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পথে পদমসিংহ প্রমর তাঁহার সেনাগণকে আক্রমণ হইতে ফিরাইয়া ভৈঁষরোরের দিকে চলিলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

পলায়ন।

শক্তাবৎ প্রসন্নের নিস্পন্দ দেহ বক্ষে ধরিয়া ঊৰ্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটাইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। যতক্ষণ লোদীর সহিত শ্যাম সিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতেছিল, প্রসন্নময়ী অনিমিকলোচনে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। দুইখানি অসিপত্রের ঘাত প্রতিঘাত; দুইটী মনুষ্য শরীরের তড়িৎবৎ পরিচালনা; দুইটী অশ্বের উল্লম্ফমান কেশর রাজি, বিস্ফারিত, লোহিত নাশারন্ধ্র, পানে ঘোগীদুহিতা প্রজ্জ্বলিত নেত্রে চাহিয়া ছিলেন। এদিকে ঐ ক্ষুদ্র স্ত্রীবৎসুকুমার শরীর, উষ্ণীশ-বিহীন মস্তকে উন্মুক্ত কেশপাশ ক্রুদ্ধসিংহের কেশরের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর নাশারন্ধ্রদ্বয় বিস্ফারিত, ঈশদ্বিভিন্ন-ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে নিষ্পীড়িত মুক্তাদশনরাজি দৃষ্ট হইতেছে। আর সেই প্রতিভাপূর্ণ আকর্ণ নয়নদ্বয় প্রতিহিংসায় বহ্নিমান! অপর দিকে সেই লৌহমণ্ডিত বিশালদেহ, নবীন শালবৃক্ষের ন্যায় সুঠাম ও শক্তিমান; লৌহমুখশে মুখমণ্ডল আবৃত, কিন্তু তীক্ষ্ণজ্যোতিঃ নয়ন অয়ষী ভেদ করিয়া জ্বলিতেছে; সেই উত্তোলিত ভীমবাহু; সেই মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ কাবুলী অশ্ব! প্রথমে প্রসন্নের হৃদয় নিরাশায় ভগ্নপ্রায় হইল। ঐ বলবান পাঠাণের ভীষণ অসিপ্রপাতে কি কখন ঐ ক্ষুদ্রকায় রাজপুত তিষ্ঠিতে পারিবে? কিন্তু যখন প্রসন্ন শক্তাবতের মুখের দিকে চাহিলেন তখনই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারই জয় হইবে। আফ-গান, শক্তাবতের আঘাতে বারম্বার টলিতে লাগিলেন। প্রসন্ন উৎ-সাহে আনন্দে করতালী দিলেন। আফগান মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। শক্তাবতের কণ্ঠ হইতে সিংহনাদ হইল—

"জয় মাতাজী!" প্রসন্নের সুললিত বামাকণ্ঠ তাহাতে যোগ দিল। শ্যামসিংহ আসিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। সেই মুহূর্ত্তে, অসংখ্য বিপদ্‌জালে পরিবেষ্টিত হইয়াও সেই স্পর্শ যোগীকন্যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুখলহরী ঢালিয়া দিল। প্রসন্নময়ী অসীম সুখে নেত্র মুদিত করিলেন। সুখের ভারে যেন দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। শ্যামসিংহ সেই রূপরাশি দৃঢ়—দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই "আল্লাল্লা" রবে দিগুনতেজে আবার রণ আরম্ভ হইল। অসংখ্য অস্ত্রের ঝনৎকার, অসংখ্য ঘোড়ার দড়বড়ি, আর্ত্তনাদ ও জয়ধ্বনি! তাহার পর সেই নিবিড় অরণ্য এবং কোমল ঘাসের উপর ধূসর আরবের পতনশীলচরণের শব্দ।

এতক্ষণ যোগীদুহিতার জ্ঞান ছিল। রণ নিনাদের মধ্যে, অস্ত্র ঝনৎকারের মধ্যে, ঘোড়া দড়বড়ির মধ্যে, যোগীকন্যা বুদ্ধিস্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এখন!—এখন সেই নীরব আরণ্য ছায়াতলে, চিরাভিলষিত শ্যামশক্তাবতের বক্ষে ধৃত হইয়া সেই নয়ন-পদ্ম মুদিত হইল। সেই বাহুমৃণাল শ্লথ হইয়া পড়িল। সেই নবনীতসুকুমার দেহলতা গুরুত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই রশাল ওষ্ঠাধর বিশুষ্ক ও বিবর্ণ হইল। শ্যামসিংহ অশ্বপৃষ্ঠে ভৈঁষরোরগড়ের দিকে ছুটিতে ছুটিতে সেই মুখকমল উন্মত্তের ন্যায় বারম্বার চুম্বন করিলেন। আঃ! সেই স্পর্শের উন্মাদিনী শক্তি! যখন হৃদয়, আত্মা, দেহ, প্রাণ সুখে নাচিতে থাকে! যখন সমস্ত শরীরে আহ্লাদের ঝড় বহিতে থাকে! শ্যামসিংহ বুঝিতে পারিলেন না যে যোগীকন্যার মোহ হইয়াছে। তাঁহার তখন বুঝিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন ভাঁটার জলের ন্যায় সেই উল্লাসিত আনন্দ তাঁহার হৃদয়কে শূন্য রাখিয়া অপসৃত হইল। শ্যামসিংহ বৃহৎ ভয়ে কম্পিত হইলেন। সেইদিন দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যখন প্রমরের সেনার আগে আগে ছুটিয়া, শ্যামসিংহ একাকী বরচী হস্তে পাঠান যোদ্ধাদের লৌহপ্রাচীর ভেদ করিয়া, ভারত বিখ্যাত বীরবর খাঁ জাহাঁর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; যখন পাঠানের গজ-

করবৎ বলিষ্ঠবাহু পরিচালিত অস্ত্র তাঁহার দোধারা হইতে ভীমপ্রতিঘাতে প্রতিহত হইয়া ছিল ; বীরোল্লাসে তখন শ্যামসিংহের ওষ্ঠ 'জগমাতাজী !' বলিয়া আনন্দধ্বনি উচ্চারিত করিয়াছিল। কিন্তু এখন ?—এখন তাঁহার বক্ষেধৃতরূপরাশি প্রাণবিহীন বিবেচনা করিয়া শ্যামসিংহ ভীতা বালিকার ন্যায় কাঁপিতেছেন ! শক্তাবৎ পর্য্যানোপরি টলিতেছেন। উন্মত্তের ন্যায় একবার ডাকিলেন "প্রসন্ন ! জীবিতেশ্বরি !" উত্তর পাইলেন না। তখন সেই আরণ্য নীরবতা ভেদ করিয়া একটী তীব্র আর্ত্তনাদ গগন-পথে সমুত্থিত হইল। অজ্ঞানের ন্যায় শক্তাবৎ অশ্বকে ছুটাইলেন। অগ্রসর ! ধুসর আরব ! প্রভুর বিশ্বস্ত বন্ধু ! শিকারে, রণে, ঘোরতম বিপদে প্রভুর প্রধানতম সহায়। অগ্রসর ! ধূসর আরব ! মনোরথগতি হয় রত্ন, অগ্রসর !

শ্যামসিংহ উন্মত্তের ন্যায় বারম্বার সেই স্পন্দহীন, নিশ্চেষ্ট দেহ-লতা হৃদয়ে ধরিলেন। বারম্বার সেই চেতনা বিহীন মুখকমল চুম্বন করিলেন।—যেন তাঁহার উষ্ণচুম্বন সেই শীতল ওষ্ঠাধরের মধ্যে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইতে পারিবে। শ্যামসিংহ সেই মৃতবৎ যোগীবালার হৃদয়ে হাত দিয়া দেখিলেন। ভয়ে তাঁহার মনে হইল হৃদয় নিস্তব্ধ ! শ্যাম-সিংহ অধীর হইয়া বলিলেন "আমি কি দোষ করিয়াছি ? পাইয়া হারাইলাম কেন ?" দর দর ধারে তাঁহার চক্ষু দিয়া যোগীকন্যার নিশ্চেষ্ট মুখের উপর, পীণ হৃদয়ের উপর, অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে অশ্ব আসিয়া ভৈঁষরোরগড়ের প্রাঙ্গণে থামিল। প্রমর তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। তাঁহার ফৌজদার প্রভৃতি আসিয়া শ্যামকে ঘেরিল। শ্যামসিংহ কাহারও সহিত কথা না কহিয়া যোগী কন্যার স্পন্দহীন দেহলতা বক্ষে ধরিয়া একেবারে অন্তঃপুরে নিজের মহলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই খানে রোরুদ্যমানা কমলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজের পালঙ্কে প্রসন্নকে শোয়াইয়া শ্যামসিংহ কমলাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং উর্ম্মিলাকে ডাকিলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—————:*:—————

প্রত্যয়।

শ্যামসিংহ ঊর্ম্মিলাকে ডাকিলেন। তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত, মন অস্থির, চিন্তা করিবার শক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে যে ঊর্ম্মিলা ব্যতীত তাঁহার মনের বেদনা এজগতে আর কেহই বুঝিতে পারিবেনা। মনে হইতেছে যে ঊর্ম্মিলা ব্যতীত এ জগতে তাঁহার হৃদয়ের এ মহতী ব্যথা আর কেহই উপশমিত করিতে পারিবে না। তাঁহার বুদ্ধির বৃত্তিসমূহ একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয় হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে ঊর্ম্মিলার নিঃস্বার্থ, অসীম স্নেহ জ্বলিতেছে। শ্যামসিংহ এই মহা বিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঊর্ম্মিলাকে ডাকিলেন!

শ্যাম তাঁহাকে অনেক দিনের পর ডাকিয়াছেন শুনিয়া ঊর্ম্মিলা সুন্দরী সাহ্লাদে উঠিলেন। এতদিনের তাচ্ছিল্য তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে অপসৃত হইল। শ্যামের প্রতি অনন্ত স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল; ঊর্ম্মিলা ত্রস্তে উঠিলেন। পথিমধ্যে পৃথাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পৃথা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ঊর্ম্মিলে! কোথা যাইতেছিস?"

ঊর্ম্মিলা (সলজ্জভাবে)। "আমাকে ডাকিয়াছেন তাই।"

পৃথার প্রসন্নবদন অন্ধকার ময় হইল তিনি বলিলেন,

"জানিস গড়ে কে আসিয়াছে?"

ঊর্ম্মিলা। "না।"

পৃথা (ভ্রূকুটি করিয়া)। "সেই যোগীকন্যা প্রসন্নময়ী। যাহার কথা কমলা বলিতেছিল।"

ঊর্ম্মিলা। "তাহাতে কি?"

পৃথা। "কি আর? কেবল কপাল পুড়িয়াছে, আর কি?"

ঊর্ম্মিলা। "কপাল পুড়িল কেন? কিরূপে?"

পৃথা (ক্রোধভরে) "কপাল পুড়িল কেন! এমন বোকা মেয়ে ত কখন দেখি নাই! শক্তাবৎজীকে ঐ যোগীকন্যা ভাল বাসে। আর সে পরমাসুন্দরী।"

ঊর্ম্মিলা। "তা তুমি জানিলে কেমন করিয়া?"

পৃথা। "কমলা এইমাত্র আমার নিকট আসিয়া বলিতেছিল।"

ঊর্ম্মিলা। "তা হইলই বা। তাহাতে আমার কি?"

পৃথা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঊর্ম্মিলা তথা হইতে শ্যাম শক্তাবতের নিকটে গেলেন। পৃথা মনে করিতে লাগিলেন যে ঊর্ম্মিলা শ্যামকে ভাল বাসে না; অন্ততঃ তিনি যেরূপ পদ্মসিংহকে ভাল বাসেন সে রূপ ঊর্ম্মিলা ভাল বাসে না।

এদিকে ঊর্ম্মিলা আসিয়া শ্যামের নিকট উপস্থিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আমাকে কেন ডাকিয়াছ?"

শ্যামসিংহ শীঘ্র শীঘ্র বলিতে লাগিলেন,

"ঊর্ম্মিলে! আমি বড় নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক! তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। সেই জন্য এক্ষণে যে কি জ্বালায় জ্বলিতেছি তাহা কেবল দেবাদিদেবই জানেন।"

বলিয়া শ্যামসিংহ চৈতন্য বিহীনা যোগীকন্যার নিকটে গেলেন। ঊর্ম্মিলা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ঊর্ম্মিলার নয়নে বিপুল দয়া, অনন্ত স্নেহ! জল আনিয়া ঊর্ম্মিলাসুন্দরী যোগীকন্যার মুখে ছিটাইলেন; তালবৃন্ত লইয়া ভাবী সপত্নীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্যাম-সিংহের মনে হইতে লাগিল সেই ক্ষুদ্রকায় সুন্দরী বালবধূ মানবী নহে দেবী।

ঊর্ম্মিলার মুখে ক্রোধের চিহ্ন মাত্রও নাই। চক্ষে বিপুল দয়া—ভর্ত্তার প্রতি অসীম স্নেহ! সেই স্নেহ, সেই দয়া দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যে ঊর্ম্মিলার

জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেই বালবধুর রূপচ্ছটা যোগীকন্যার রূপরাশিকে আভাহীন করিয়াছিল। কিন্তু সেই রূপস্বর্গীয়—পবিত্র। যে রূপরাশি পরিধান করিয়া জগন্মাতা পর্ব্বৎতনয়া নিদ্রাভিভূত কুমার লাউসেনকে ছলিতে আখাড়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ সেই রূপ। শ্যামসিংহের নয়ন যেন সেই রূপে ধাঁদিয়া গেল। হস্তদ্বয় দ্বারা মুখ আবরিত করিয়া শ্যামসিংহ সেই খানে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়কে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে।

ক্রমে যোগীকন্যার মূচ্ছর্া ভঙ্গ হইল। সেই প্রতিভাপূর্ণ নয়নদ্বয়ে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া অস্তমানোন্মুখ ভানুর স্বুবর্ণময় আলোক প্রবেশ করিল। যোগীদুহিতা নিঃশ্বাস ফেলিলেন—উর্ম্মিলার দিকে চাহিলেন। উর্ম্মিলাসুন্দরীর মুখে সেই অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাব—নয়নে সেই অনন্ত স্নেহ। ধীরি ধীরি উর্ম্মিলাসুন্দরী মস্তক অবনত করিলেন। ধীরি ধীরি সেই বিম্বোষ্ঠ যোগীবালার ললাটে স্থাপিত হইল। এক ফোঁটা চক্ষের জল যোগীকন্যার পাণ্ডুগণ্ডে পড়িল। তৎক্ষণাৎই সেখান হইতে উর্ম্মিলাসুন্দরী উঠিয়া গেলেন। তাঁহার পশ্চাতে শ্যামসিংহও গেলেন। যোগীকন্যা একাকিনী আশ্চর্য্যে অভিভূতা হইয়া সেইখানে শয়ানা রহিলেন। স্বপ্ন দেখিতেছেন ভাবিয়া পুণরায় চক্ষুমুদিত করিলেন। অল্প ক্ষণ পরে উঠিয়া দ্বারের দিকে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎই কি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং বাহিরে দুইজনের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবী না মানবী।

শ্যামসিংহ বাহিরে আসিয়া ঊর্ম্মিলাসুন্দরীকে ধরিলেন, বলিলেন,

"ঊর্ম্মিলে! আমার স্বর চিনিতে পার? আমি ত চিনিতে পারিতেছি না।"

ঊর্ম্মিলাসুন্দরী ভর্ত্তার দিকে চাহিলেন। নয়নে অসীম দয়া—অনন্ত স্নেহ। সেই দৃষ্টি শ্যামসিংহের হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। শ্যামসিংহ টলিলেন,—পড়িবার যো হইলেন। ঊর্ম্মিলাসুন্দরী ভর্ত্তাকে গাঢ় অলিঙ্গনে ধরিলেন, বারম্বার মুখ চুম্বন করিলেন, বলিলেন,

"মেরা পেয়ার! অমন করিতেছ কেন? তোমার দুঃখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

শ্যামসিংহ সেই মূর্ত্তিমতী ক্ষমার সমক্ষে নতঃশির হইয়া জানুপাতিয়া বসিলেন, বলিলেন,

"আমাকে ক্ষমা করিবে কি?"

ঊর্ম্মিলা। "কেন? কি করিয়াছ যে তোমায় ক্ষমা করিতে হইবে?"

শ্যাম (কাতর স্বরে)। "তোমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছি—আমি প্রসন্নময়ীকে ভাল বাসি।"

ঊর্ম্মিলাসুন্দরীর দেহলতা একবার ঈষদ্বিকম্পিত হইল; কিন্তু তিনি পরক্ষণেই হাসিয়া বলিলেন,

"তাহাত জানিতে পারিয়াছি।"

শ্যাম। "আমাকে ক্ষমা করিবে কি?"

বলিয়া শ্যামসিংহ পড়িয়া যাইবার যো হইলেন। ঊর্ম্মিলাসুন্দরী

অগ্রসর হইয়া ভর্ত্তাকে ধরিলেন, গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, স্নেহভরে ভর্ত্তার মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন,

"প্রিয়তম। আমার ভাল বাসাকে কি সন্দেহ কর? ছি! ছি! আমি কি এতই স্বার্থপর! আমি তোমাকে ভাল বাসি—কত ভাল বাসি তা তুমি জানিবে কেমন করিয়া? তোমার সহস্র দোষ থাকিলেও তোমাকে ভাল বাসিব—তোমাকে পূজা করিব। তোমার দোষ কি? সপত্নী কাহার না হয়? তাহাতে তোমার উপর আমি রাগ করিব কেন?—তবে তোমার হৃদয়ের এক কোনে দাসীকে স্থান দিবে কি?—একটখানি স্থান—আমি ছোট মানুষ, একটখানি স্থান হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে।"

শেষ কথাগুলি কহিবার সময় ঊর্ম্মিলা সুন্দরীর কণ্ঠ ঈষৎ রুদ্ধ হইল, স্বর ঈষৎ বিকম্পিত হইল, চক্ষে জল আসিল। কিন্তু সে ক্ষণেকের তরে। নিস্বার্থ স্নেহ তাঁহার হৃদয়কে দেবতুল্য করিয়া তুলিয়াছিল। পার্থিব প্রবৃত্তি সমূহ, পার্থিব ইচ্ছা সমূহ সেই হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়াছল। শ্যামসিংহ আশ্চর্য্যের সহিতদেখিলেন যে তাঁহার দোষ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার এক কনা ভালবাসার জন্য ঊর্ম্মিলাসুন্দরী তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতেছেন! শ্যামসিংহ হৃদয়ের ব্যথায় অস্থির হইলেন। তিনি শীঘ্র শীঘ্র বলিতে লাগিলেন,

"তুমি কি প্রসন্নময়ীকে ভাল বাসিতে পারিবে?"

ঊর্ম্মিলা সরলতাসহকারে বলিলেন,

"বাসিব বই কি। ভগ্নীকে কে আবার না ভাল বাসে? আর অমন সুন্দরী ভগিনী!"

শ্যামের মনে আবার সেই প্রশ্ন উঠিল "দেবী না মানবী?"

ঊর্ম্মিলা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। শ্যামসিংহ বিহ্বলের ন্যায় আসিয়া পুণরায় প্রসন্নময়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—————:-*-:—————

যোগীকন্যা।

শ্যামসিংহ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে প্রসন্নময়ী দণ্ডায়-মানা। শ্যাম সিংহ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্য সরিল না! দুইজনেই নিস্তব্ধ। দুইজনেই নির্ব্বাক কিন্তু দুই জনেই পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। অবশেষে প্রসন্ন বলিলেন,

"আমার প্রগলভতা ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার মনের ভাব বুঝিয়াছি। শক্তাবৎজী আজ আমার যে উপকার করিলেন তাহা জন্মেও ভুলিব না।"

যোগীবালার মুখ গম্ভীর,—স্বর স্থির। শ্যামসিংহ বিহ্বলের ন্যায় বলিলেন,

"আমার মনের ভাব বুঝিয়াছ? তুমি জান না আমি তোমাকে কত ভালবাসি—তুমি বুঝিবে কেমন করিয়া?"

প্রসন্ন। "শক্তাবৎজী! আপনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা হইবে না, আমি ব্রাহ্মণ কন্যা, আপনি রাজপুত।"

শ্যাম। "তুমি যোগীরাজের কন্যা। যোগীর নিকট জাতিভেদ নাই।"

প্রসন্ন। "আমি সে কথা বলিতে ছিলাম না। আমি বলিতে ছিলাম, আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিব না।"

শ্যামসিংহ নৈরাশ্য ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন,—

"তা তুমি তাহা স্বীকার করিবে কেন? তুমি ত আর আমাকে ভাল বাস না।"

আহতের ন্যায় প্রসন্নের শরীর একবার শিহরিয়া উঠিল। উন্মাদিনীর ন্যায় যোগী দুহিতা বলিতে লাগিলেন,

"তোমাকে ভাল বাসি না! যাহাকে আজ পাঁচ মাস হইল জাগ্রতে নিদ্রিতে সমস্ত সময় দেখিয়াছি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যাহার ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে তাহাকে ভাল বাসি না! যাহার জন্য আজি এই ভীষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহাকে ভাসি না! শ্যামশক্তাবৎ! তুমি স্ত্রীহৃদয়ের ভালবাসা বুঝিবে কেমন করিয়া? তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্র আছে, রাজসভা আছে, ধনোপার্জ্জন আছে, মানোপার্জ্জন আছে—তোমাদের হৃদয়ের ক্ষত আবার সারিয়া যায়। আমাদের?—আমাদের হৃদয়ে একবার শেল প্রবেশ করিলে, সে ক্ষত আর ইহজন্মে সারিবার নহে—জন্মান্তরে সারে কি না তাহাও সন্দেহ স্থল। শ্যাম!—আমার শ্যাম!—না, না, আমার নহে—আমার নহে।"

যোগীদুহিতার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। শ্যামসিংহ তাঁহার হাত ধরিলেন; প্রসন্ন হাত ছাড়াইয়া লইলেন না। কোথায় তাঁহার গর্ব্বিতা, তেজঃস্বিনী বুদ্ধি? কোথায় তাঁহার দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কার? কোথায় তাঁহার লৌহবৎ দার্ঢ্য? বর্ষাগমে পার্ব্বতীয় স্রোতঃস্বতীর ন্যায় হৃদয়ের বেগ, সমস্ত বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া তীব্রতম বেগে প্রধাবিত হইয়াছে—সেই বেগ প্রতিরোধ করে কাহার সাধ্য।

যোগীদুহিতার হস্ত শ্যামসিংহের হস্তে। যোগীদুহিতার মস্তক শ্যামসিংহের বক্ষে। নেত্রদ্বয় হইতে অজস্র অশ্রুবারি বিনির্গত হইতেছে। অনন্ত স্নেহে প্রসন্নের হৃদয় গলিয়া গিয়াছে। আবার সেই স্বর্গীয় স্পর্শসুখ! সেই ঘোর দুঃখের মধ্যে, সেই ভীষণ নিরাশার প্রপীড়িতা হইয়াও সেই সুখ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তরঙ্গায়িত। নয়ন নীমিলিত করিয়া যোগীকন্যা সেই সুখস্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। উভয়েই নির্ব্বাক। ঊর্ম্মিলাসুন্দরীর ক্ষুদ্র ছায়া যাহা এতক্ষণ সেই প্রণয়ীদ্বয়কে বিভিন্ন রাখিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্য হইতে অপসৃত হইয়াছে। অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে শ্যামসিংহ ঊর্ম্মিলার বিষয় মনে মনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ইনি দেবী না মানবী! অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে যোগীকন্যা ঈর্ষায় অন্ধ প্রায় হইয়া ভূমিতে পদাঘাত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শ্যামের ছবি হৃদয় হইতে উৎপাটন করিবেন—উৎপাটনে হৃদয়

যদি ভাঙ্গিয়া যায় তথাপিও উৎপাটন করিবেন। কিন্তু এখন? এখন সেই আত্ম বিসর্জ্জনের কথা শ্যাম সিংহ একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা প্রসন্নময়ী দেবীর স্মৃতি হইতে একবারে অপসৃত হইয়াছে। উভয়ে অনন্ত স্নেহ সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে নীরবে ভাসিতেছেন।

শ্যামসিংহ প্রসন্নকে হৃদয়ে ধরিয়া স্নেহগদগদ স্বরে বলিলেন,

"প্রসন্ন! তুমি আমার। আমারই।"

এতক্ষণ প্রসন্ন নীরব ছিলেন। হঠাৎ স্মৃতি জাগিল। শ্যামের বক্ষে ধৃত দেহলতা, শরবিদ্ধা কপোতীর ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। প্রসন্নময়ী উত্তর করিলেন,

"আমি তোমারই। কিন্তু তুমি? তুমি আমার নহ—কখনও হইবে না। হা ঈশ্বর! কি পাপ করিয়াছি যে আমার এই বয়সে এত শাস্তি!"

প্রসন্ন শ্যামের আলিঙ্গন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিতে লাগিলেন,

"আমার কপালে সুখ হইবে কেন? পিতামহ মহামহোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ, পাষণ্ড জমীদারের হস্তে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হতাশাহেতু অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা, বীরপ্রধর, পণ্ডিত চুড়ামণি, পিতৃহন্তা পাষণ্ডের রক্তে স্নান করিয়া প্রতিহিংসা এক রকম পরিতৃপ্ত করিলেন বটে, কিন্তু সেই কর্ম্মের জন্য নবীন বয়সে মাতাকে লইয়া স্বদেশ বঙ্গভূমি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, এবং সেই পর্য্যন্ত দেশত্যাগী হইয়া বিদেশে বিদেশে বেড়াইতেছেন। তোমাদের এই মোবাড়ে আসিয়া নিজ বাহুবলে আজি তিনি তোমাদের একজন প্রধান। মাতা আমার দুই মাস বয়সের সময় আমাদিগকে ফেলিয়া পরলোক গামিনী হইলেন। আমি জন্মদুঃখিনী কখন মাতৃস্নেহ পাই নাই পরের নিকট মানুষ হইয়াছি। তোমাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিব—আমার বলিয়া হৃদয়ে ধরিব—এ স্বর্গীয় সুখ আমার কপালে বিধাতা লিখিবেন কেন?"

হতাশায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রসন্নময়ী নীরব হইলেন। হৃদয় ফাটিতেছে। শ্যামসিংহ আবার তাঁহাকে বক্ষে ধরিলেন, বলিলেন,

"আমাকে বর মালা দাও—এত দিন দুঃখ করিয়াছ এই বার বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিবেন। একলিঙ্গ দয়াময়। তিনি চিরকাল কাহকেও কষ্ট দেন না।"

প্রসন্ন স্নেহগদগদস্বরে বলিলেন,

"সত্য সত্যই কি তাই? এত দিন পরে কি আমার সুখের উদয় হইবে?"

বলিয়া প্রসন্ন শ্যামসিংহের বক্ষে মস্তক লুকাইলেন। একজন পরিচারিকা আসিয়া শ্যামসিংহকে সংবাদ দিল তাঁহাকে বাহিরে ডাকিতেছে।

শ্যামসিংহ বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন প্রমর ও তাঁহার যোদ্ধারা আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রমর অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক শ্যামকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন,

"ভাই শ্যাম! তোমার মধ্যে এত মশালা আছে তাহা ত জানিতাম না। ঐ ক্ষুদ্র শরীরে এত জোর! তা যাহাই হউক, ওরূপ বর্ম্ম না পরিয়া আর কখনও যুদ্ধে যাইও না। কিন্তু যাহার জন্য আমরা সকলেই যুঝিলাম তুমি একাকী সেই পুরস্কার ভোগ করিবে কেন?"

বলিয়া পদমসিংহ নিজের ঠাট্টায় হাসিলেন। শ্যামসিংহও হাসিলেন এবং বলিলেন,

"পুরস্কার আপনার গুদামজাতই করিয়াছি।"

বলিয়া তাঁহাকে কে বাহিরে ডাকিতে ছিল তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া প্রমরকে ও শ্যামসিংহকে দুই খানা পত্র দিল। বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ সংপ্রতি যুদ্ধে আহত হওয়ায় শ্যামসিংহকে যাইয়া শক্তাবৎকুলের ও বালকৃষ্ণের সমস্ত সেনার নায়কত্ব করিতে হইবে। শীঘ্রই একটা সম্মুখযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কারণ খুরম তাঁহার সমস্ত সেনা একত্রিত করিয়া এক দুর্গম স্থানে ছাউনি করিয়াছেন। অতএব পদমসিংহও শ্যামশক্তাবৎকে পত্র প্রাপ্তি মাত্রই ভৈষরোর গড় হইতে যাইতে হুকুম হইয়াছে।

পৃথাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া পদমের মুখ বিষণ্ণ হইল।

শীঘ্র আর একটী সম্মুখযুদ্ধ হইবে শুনিয়া পদমের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল।

এত শীঘ্র ভৈঁষরোর ছাড়িয়া যাইতে হইবে শুনিয়া শ্যামশক্তাবতের ললাট অন্ধকারময় হইল। ভ্রাতা আহত হইয়াছেন শুনিয়া শ্যামশক্তাবতের হৃদয় চিন্তিত হইল। শ্যাম পত্রবাহককে অগ্রজের বিষয় বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন আঘাত কিছু গুরুতর বটে কিন্তু সাংঘাতিক নহে অতএব ভয়ের কোনও কারণ নাই। পদম ও শ্যামসিংহ উভয়ে স্থির করিলেন যে আগামী কল্য প্রত্যুষে তাঁহারা একত্রে যাত্রা করিবেন। এবং উভয়েই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

And when that sword
Is raised in fight Oh still remember love and I
Beneath its shadow trembling lie.
Lalla Rookh.

শ্যামসিংহ অন্তঃপুরে আসিয়া প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন,

"আমাকে কল্য এখান হইতে যাইতে হইবে।"

প্রসন্ন (ত্রস্তে)। "কোথায়?"

শ্যাম। "যুদ্ধে। শিবির হইতে শ্রীজীর হুকুম আসিয়াছে।"

প্রসন্নের হৃদয় ভঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে দেবতা তাঁহার প্রতিকূল। তাহা না হইলে এই নবাবিষ্কৃত সুখ এত শীঘ্র তিনি হারাইবেন কেন? প্রসন্ন নির্ব্বাক থাকিলেন।

শ্যামসিংহ ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,

"তোমাকে এই সময়ে ফেলিয়া যাইতে আমার বড়ই অনিচ্ছা।"

তখন প্রসন্ন স্থির গম্ভীর ভাবে বলিলেন,

"আমার জন্য কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিবে? ছি! ছি! শক্তাবৎজী! আমাকে এত নীচাশয় মনে করিও না।"

শ্যামসিংহ কিছু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সস্নেহে বলিলেন,

"তোমার জন্য সকলই করিতে পারি।"

প্রসন্ন। "না। কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে।"

শ্যাম। "আচ্ছা। কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম যে আমাদের বিবাহটা হইয়া গেলে ভাল হইত না?"

প্রসন্ন সলজ্জ ভাবে বলিলেন,

"না, তাহা এক্ষণে হইতে পারে না। পিতা'র অনুপস্থিতিতে কেমন করিয়া হইবে?"

এবং পিতার নাম করিতে করিতে যোগীবালার মুখ স্নেহে ভরিয়া গেল। গর্ব্বিত জ্যোতির্ম্ময় নয়ন স্নিগ্ধ হইল। প্রসন্ন বলিলেন,

"এ বিষয়ে পিতার অনুমতি আবশ্যক। তুমি পিতার নিকট যাইতেছ তাঁহাকে সমস্ত বলিও।"

বলিয়া প্রসন্ন লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। দুই জনেই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন। দুই জনেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে প্রসন্ন বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইলে আবার দেখা হইবে। ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট প্রর্থণা করিব তোমার জয় হউক।"

এবং প্রসন্নময়ী এই বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিলেন শ্যামসিংহ শীঘ্র আসিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন, বলিলেন,

"প্রিয়তমে! ভুলিও না।"

এবং তৎক্ষণাৎই প্রসন্নময়ী সেই আলিঙ্গন ছাড়াইয়া পৃথা দেবীর নিকট "রষোরাতে" গেলেন।

সেই রাত্রে আহারের পর শয়নাগারে ঊর্ম্মিলার সহিত শ্যামসিংহের সাক্ষাৎ হইল। ঊর্ম্মিলার সমক্ষে শ্যামসিংহ লজ্জিত হইলেন। এত দিন তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে ঊর্ম্মিলা তাঁহার ন্যায় গুণবাণ স্বামী পাইবার যোগ্য নহেন। ঊর্ম্মিলার বুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, ঊর্ম্মিলা বালিকা মাত্র। কেবল রূপ থাকিলে কি হইবে? রূপ কয় দিনের জন্য? অতএব শ্যামসিংহ সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে বিবাহে ঊর্ম্মিলারই জিত হইয়াছে এবং যে তিনি হারিয়াছেন। কিন্তু আজ সেই শ্যামসিংহ সেই ঊর্ম্মিলাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, ঊর্ম্মিলার নিকটে যাইতেও,

ইতস্ততঃ করিতেছেন। আজ উর্ম্মিলাসুন্দরী দেখাইয়াছেন যে তিনি শ্যামসিংহ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। আজ উর্ম্মিলাসুন্দরী দেখাইয়াছেন যে তিনি দেবী আর শ্যামসিংহ মানব। পুরুষের বল সাহসের উপর, শরীরের স্নায়ুর উপর নির্ভর করে। স্ত্রীলোকের বল স্নেহের উপর নির্ভর করে। আজি প্রাতে যখন একাকী শ্যামসিংহ লোদীর লৌহ-সেনার মধ্যে সবলে প্রবেশ করেন, তখন প্রমর ও তাঁহার যোদ্ধৃবর্গ শ্যামের অদ্ভুত বীরত্বে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। সেই বীরত্বের ভিত্তি গায়ের জোর ও মনের সাহস মাত্র----অনেকটা পাশব। আজ উর্ম্মিলাসুন্দরী পতির সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জণ করিয়াছেন; ইহজীবনের সমস্ত সুখ অম্লান বদনে, হাসিতে হাসিতে বলি দিয়াছেন। সেই বলিদানের ভিত্তি, অসীম, অনন্ত স্নেহ। সেই বলিদানে সুখ নাই এমন নহে এবং সেই সুখ পবিত্র--স্বর্গীয়।

শ্যামসিংহ উর্ম্মিলাসুন্দরীর সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিলেন। উর্ম্মিলা হাসিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে পালঙ্কে বসাইলেন। শ্যামসিংহ মুখ তুলিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপুর্ণ। উর্ম্মিলাসুন্দরী তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন, আগ্রহ সহকারে বলিতে লাগিলেন,

"কাঁদিও না প্রিয়তম! কাঁদিও না।"

এবং সস্নেহে বারংবার শ্যামের ললাটে চুম্বন করিলেন; যেন ক্ষুদ্র আদুরে ভ্রাতাকে শান্তনা করিতেছেন।

"আবার কি হইয়াছে?"

শ্যাম। "আর কিছুই হয় নাই। আমি ভাবিতে ছিলাম আমি কি মূঢ়! তোমাকে অবিশ্বাস করিতাম! যদি নিজ বুদ্ধি বিদ্যার গৌরবে মুগ্ধ না হইয়া প্রথম হইতে তোমাকে বিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে আমাকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না—এবং হয়ত তোমাকেও কষ্ট দিতাম না।"

উর্ম্মিলা। "আমার কষ্ট কিসের? আমার কোন কষ্ট নাই। যদি প্রথম হইতে এ বিষয় আমাকে বলিতে, তাহা হইলে হয়ত তোমাকে এত কষ্ট পাইতে হইত না। প্রিয়তম! তোমার সুখেই আমার সুখ।

তুমি আমাকে বুঝিতে পার নাই। মনে করিয়াছিলে আমি তোমাকে ভালবাসি না। আমার হৃদয় কেবল তোমাতেই পরিপূর্ণ। তুমি একজনকে কেন, সহস্র জনকে ভালবাসনা কেন। আমার তাহাতে কোন দুঃখ নাই। তোমাকে ভালবাসিতে পাইলেই আমার সুখ। যদি তোমার হৃদয়ের এক কোনে আমাকে স্থান দাও—যদি আমাকে এক কণামাত্র ভালবাস তাহা হইলে তাহা আমার স্বর্গ। তোমার ঊর্ম্মিলাকে বুঝিতে পারিলে, প্রিয়তম আমার?—আমি অন্তঃপুর বাসিনী বালিকা, আমি কথা কহিতে জানিনা। কেবল মাত্র ভালবাসিতে জানি এবং স্বামীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।"

শ্যামসিংহ অবনত শিরে বলিলেন "বুঝিয়াছি।"

তাহার পর শ্যামসিংহ আবার বলিলেন,

"ঊর্ম্মিলে! আমি একটী পশু আর তুমি—তুমি দেবী। সে যাহাই হউক, এখন খবর শুনিয়াছ? আমাকে যাইতে হইবে।"

"কোথায়?"

শ্যাম। "যুদ্ধে।"

ঊর্ম্মিলার ক্ষুদ্র মুখখানি শুকাইয়া উঠিল। শ্যামের মুখপানে সাগ্রহে ঊর্ম্মিলাদেবী ক্ষণেকের নিমিত্ত চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখ হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,

"তাহা এখন কেমন করিয়া হইবে! প্রসন্নের সহিত বিবাহ না হইলে তুমি যাইবে কেমন করিয়া?"

শ্যাম। "আগামী কল্য প্রত্যুষে যাইতে হইবে। মহারাণার হুকুম।" ঊর্ম্মিলাসুন্দরীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি ভর্ত্তার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন,

"বিবাহ হওয়া অবধি আমি একদিনও তোমার কাচছাড়া হইনাই। ভালতেই হউক আর মন্দতেই হউক সর্ব্বদাই তোমার নিকট রহিয়াছি এখন থাকিব কি প্রকারে?"

শ্যামসিংহ সেই মূর্ত্তিমতী সরলতাকে হৃদয়ে ধরিলেন। প্রসন্নের

ছবি তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। ঊর্ম্মিলা ক্ষণেক কাঁদিলেন, তাহার পর বলিলেন,

"আমাকে হৃদয়ে স্থান—একটুখানি স্থান দিবে ত? যুদ্ধ কালে আমাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে না ত?"

শ্যামসিংহ সেই সুন্দরী বালিকামূর্ত্তিকে দৃঢ়—দৃঢ়তর হৃদয়ে ধরিলেন। সস্নেহে অশ্রু মুছাইয়া দিলেন। বারম্বার সেই মুখকমল চুম্বন করিলেন। যোগীদুহিতার ছবি তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে অপসৃত হইয়াছে।

ত্রিংচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

মর্ম্ম পীড়া।

পরদিন অতি প্রত্যুষে পদম ও শ্যাম ভৈঁষরোর হইতে দেবীড় যাত্রা করিলেন। মহারাণার সমস্ত সেনা তথায় সমবেত হইয়াছিল।

শ্যামসিংহ চলিয়া গেলেন। প্রসন্নও রুদ্রগড়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন, কিন্তু ঊর্ম্মিলা দেবীর অনুরোধে তাঁহাকে আরও কয়েকদিন ভৈঁষরোরে থাকিতে হইল। পৃথা ঊর্ম্মিলার ভাবী সপত্নীর সহিত বড় একটা মাখামাখি করিতেন না। ভদ্রতার খাতারে অথিতীর সহিত যত দূর মাখামাখি করিতে হয় ততদূর করিতেন; কিন্তু তাহার বাহিরে যাইতেন না। সপত্নী সকলেরই হয়, অতএব ঊর্ম্মিলার সপত্নী হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? অথচ পৃথাদেবী শ্যামসিংহের উপর বিলক্ষণ চটিয়া ছিলেন, প্রসন্নের উপর মনে মনে বড়ই অপ্রসন্ন ছিলেন! কিন্তু ঊর্ম্মিলা? ঊর্ম্মিলাদেবী ভাবী সপত্নীর রূপে, তেজস্বিনী বুদ্ধিতে, মোহিত হইয়া ছিলেন। ঊর্ম্মিলা ভাবিতেন, যে যাহার এত গুণ, এত রূপ, তাহাকে শ্যামসিংহ ভাল বাসিবেন ইহা ত স্বাভাবিক। সেই উজ্জ্বল রূপরাশির সমক্ষে তাঁহার রূপ, চন্দ্র সমক্ষে ক্ষুদ্র তারকার রূপ মাত্র। অতএব প্রসন্নের জন্য যে শ্যামসিংহ তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। তিনি কোন কালেই শ্যামসিংহের যোগ্য ছিলেন না। প্রসন্নময়ীও শ্যামের যোগ্য নহে; কারণ শ্যাম দেবতা, মানবী তাঁহার স্ত্রী হইবার উপযুক্ত নহে। তবে প্রসন্নের সহিত তাঁহার তুলনা করিলে তিনি অপেক্ষা প্রসন্ন শ্যামের স্ত্রী হইবার সহস্র গুণে যোগ্যতর তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার বড়ই কপাল, নারীজাতির মধ্যে তিনি অতিশয় ভাগ্যবতী তাই তাঁহার অমন স্বামী হইয়াছে। তাই বলিয়াই যে তাঁহার

স্বামী আর কাহাকেও ভাল বাসিবেন না তিনি এরূপ মনে করিতেও কখন সাহস করেন নাই।

ঊর্ম্মিলাসুন্দরী স্বামীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। সুতরাং স্বামী যাহা কিছু ভাল বাসেন তাহাই ঊর্ম্মিলাসুন্দরীর স্নেহের পাত্র ছিল। শ্যামের আরব ঘোড়া প্রতিদিন অন্তঃপুরে আনীত হইয়া ঊর্ম্মিলাদেবীর হাত হইতে রুটী ভক্ষণ করিত। শ্যামের শিকারী কুকুর অস্পৃশ্য হইলেও ঊর্ম্মিলার দ্বারা আদৃত হইত। ঘোড়ায় লাথী মারিতে পারে, কুকুর কামড়াইতে পারে। ঊর্ম্মিলার প্রাণে বড় ভয় ছিল। কিন্তু এ ঘোড়া শ্যামের ঘোড়া, এ কুকুর শ্যামের কুকুর ; এ ঘোড়াকে শ্যাম ভাল বাসেন এ কুকুরকে শ্যাম ভাল বাসেন। অতএব ঊর্ম্মিলাসুন্দরীও এ ঘোড়াও কুকুরকে ভাল বাসিতেন। ঊর্ম্মিলা জানিলেন শ্যাম প্রসন্নকে ভাল বাসেন। প্রসন্ন সেই অবধি ঊর্ম্মিলার একটী প্রিয় বস্তু হইলেন। ঊর্ম্মিলা প্রসন্নকে ভাল বাসিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিলা! প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হইত! হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা লাগিত! কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত! চক্ষে জল আসিত! কিন্তু দুই এক দিন পরে সে সব ভাব আর হৃদয়ে রহিল না। মানবীর উপর দেবীর জয় হইল। ঊর্ম্মিলাসুন্দরী প্রসন্নকে ভাল বাসিতে শিখিলেন। প্রতিদিনই প্রসন্ন ভৈঁষরোর হইতে যাইতে চাহিতেন। প্রতিদিনই ঊর্ম্মিলাসুন্দরীর অনুরোধ এড়াইতে পারিতেন না এবং ভৈঁষরোর হইতে যাইতেন না।

প্রসন্নময়ীর হৃদয় প্রথম প্রথম ঊর্ম্মিলাকে দেখিলেই ঈর্ষায় আপ্লুত হইত। ভদ্রতার খাতীরে মাত্র তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে অন্তপুরের উদ্যান মধ্যে লতামণ্ডপে বসিয়া কুসুম্ভ সরবৎ পান করিতে করিতে ঊর্ম্মিলাসুন্দরী যোগীকন্যার গলদেশে বাহুলতা স্থাপিত করিয়া সস্নেহে বলিলেন,

"এখান হইতে যাইতে চাহ কেন? আমাকে কি তবে ভাল বাস না?"

যোগীকন্যা প্রশ্নের শেষ ভাগের উত্তর দিলেন না, বলিলেন,

"তুমি আমাকে ধরিয়া রাখিতে চাহ কেন?"

ঊর্ম্মিলা। "কেন? তোমায় ভাল বাসি বলিয়া—আর কেন?"

প্রসন্নময়ী রাজপুত বালার মুখের দিকে চাহিলেন। মুখখানি সরলতা মাখা। প্রসন্ন আশ্চর্য্য হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আমাকে ভালবাস কেন?"

ঊর্ম্মিলা। "তোমাকে ঠাকুরজী ভাল বাসেন বলিয়া।"

এবং সেই ক্ষুদ্র, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মুখও ওষ্ঠাধর আসিয়া ধীরি ধীরি যোগী দুহিতার ললাটে সস্নেহে স্থাপিত হইল। সেই ভুজবন্ধন ধীরি ধীরি যোগীদুহিতার গলদেশে দৃঢ়ীকৃত হইল। আলিঙ্গন প্রসন্নের ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন,

"সতীনকে কে আবার ভাল বাসে?"

ঊর্ম্মিলা। "বাসে না? তাহাত আমি জানি না। ঠাকুরাজী যাহাকে ভাল বাসেন আমিও তাহাকে ভালবাসি।"

প্রসন্ন। ঠাকুরজী আমাকে ভাল বাসিলে তোমাকে ত আর ভাল বাসিবেন না—অন্ততঃ পূর্ব্বের ন্যায় ভাল বাসিবেন না।"

ঊর্ম্মিলা যোগীদুহিতার বাক্যে আহত হইলেন। আর একবার হৃদয়ে বড় ব্যাথা লাগিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎই তাহা উপসমিত হইল। তিনি বলিলেন,

"তা নাই বা বাসিলেন। আমাকে ভাল বাসিবেন বলিয়া ত আর আমি তাঁহাকে ভাল বাসি না।"

প্রসন্ন। "তোমাকে না ভাল বাসিলেও তুমি তাঁহাকে ভাল বাসিবে?"

ঊর্ম্মিলা। "বাসিব।"

প্রসন্ন (আশ্চর্য্যে)। "কেন?"

ঊর্ম্মিলা। "কেন? কেন? তাহাত বলিতে পারি না।"

প্রসন্ন। "আমাকে যদি তিনি না ভাল বাসেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ঘৃণা করিব। তাঁহার মূর্ত্তি হৃদয় হইতে উৎপাটন করিব। উৎপাটনে যদি আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায় তথাপি ও উৎপাটন করিব।"

বলিয়া যোগীবালা গর্ব্বিতরূপে মস্তকোত্তোলন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লতা মণ্ডপ হইতে একটী ঝুমকা পুষ্প ছিঁড়িয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাকে অবশেষে পদতলে দলিত করিলেন।

যোগীকন্যার কার্য্য দেখিয়া উর্ম্মিলাসুন্দরীর বড়ই রাগ হইল। তাঁহার সেই সুন্দর, নম্রতা মাখা, ক্ষুদ্র মুখ খানি রক্তবর্ণ হইল। আয়ত নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত প্রমরের বীর শোনিত শ্যামের অবমাননায় আগুন হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ কম্পিতস্বরে বলিলেন,

"কি! এত বড়স্পর্দ্ধা! খোরাসানী মুলতানী কাঅগ্গলের মূর্ত্তি তুমি পদতলে দলিত করিবে! যে দেবমূর্ত্তি শীশোদীয় কুলের সম্ভ্রান্ত কুমারীরা মস্তকে ধরিয়া পূজা করিতে পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই মূর্ত্তিকে তুমি পদতলে দলিত করিবে! ধিক্ তোমাকে! ধিক্ তোমার ভালবাসায়! তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও!"

বলিয়া উর্ম্মিলাদেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন। যোগীকন্যা এই অবমাননায় ক্রোধে অধীরা হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মুহুর্ত্ত মধ্যে তাঁহার শিবিকা ভৈঁষরোরগড়ের "সূর্য্যপোল" পার হইয়া চলিয়া গেল।

পৃথাদেবী লতামণ্ডপের আড়ালে থাকিয়া এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে ছিলেন। উর্ম্মিলার নিঃস্বার্থ স্নেহ, যোগীকন্যার নিকট ভাল বাসা যাচঞা করা, দেখিয়া পৃথা দেবী আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়া ছিলেন। আপনা আপনি পুনঃ পুনঃ সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন—"দেবী না মানবী?" এবং অবশেষে যখন প্রসন্নময়ীর তেজস্বী বাক্যে উর্ম্মিলাসুন্দরী জ্বলিয়া উঠিয়া যোগীকন্যাকে তিরস্কার করিলেন, তখন পৃথাদেবী আর থাকিতে পরিলেন না। দৌড়িয়া যাইয়া উর্ম্মিলাকে হৃদয়ে ধরিলেন। সেই উর্ম্মিলা যে জন্মাবধি কখন কাহাকেও একটী কর্কশ বাক্য বলে নাই, যাহাকে রাগ করিতে কেহ কখন দেখে নাই, যে এইক্ষণমাত্র বিনীতভাবে ভাবী সপত্নীর নিকট স্নেহ ভিক্ষা করিতে ছিল,

সেই উর্ম্মিলা পতির অবমাননায় আহত সিংহীর ন্যায় ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। বিপুল স্নেহে বৃহৎ সহানুভূতিতে পৃথাদেবীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সেই ক্ষুদ্র মস্তকটী হৃদয়ে ধরিয়া উর্ম্মিলার "ভৌজী" বারম্বার চুম্বন করিলেন। তাঁহার মাতৃস্নেহেপরিপূরিত হৃদয়াভ্যন্তরে আবার আবার সেই প্রশ্ন—দেবী না মানবী ?

ওদিকে শ্যাম শক্তাবতের স্ত্রীর নিকট অবমানিতা হইয়া প্রসন্নময়ীর হৃদয় দ্বেষে পরিপূরিত হইল। মুখের সেই উজ্জ্বল রূপ রাশি কঠোরতায় আপ্লুত হইল। ক্ষুদ্র হস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ হইল। শ্যামের মুর্ত্তি হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে যোগীবালা বিপুল চেষ্টা করিলেন; পারিলেন না। ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায়, শিবিকার অভ্যন্তরে বসিয়া যোগীবালার গণ্ড বহিয়া উষ্ণ অশ্রুবিন্দু পড়িয়া তাঁহার বক্ষকে শিক্ত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলেন "উর্ম্মিলা শ্যামকে ভাল বাসে। মনে করে আমা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে। আমি শ্যামের জন্য যাহা করিতে পারি তাহা সে কখনই পারে না—পারে না।—পারে না—পারে না।"

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবিরে।

দূরে চারিদিকে পর্ব্বত শ্রেণী নির্ম্মল গগণের শারদ নীলিমা ভেদ করিয়া, সদর্পে ঘন নীল শৃঙ্গরাজি তুলিয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উত্তরে দেবীড়ের গিরিসঙ্কট। সেই গিরিসঙ্কটের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে এক পার্ব্বতীয় স্রোতস্বতী বর্ষার বারিরাশিতে স্ফীতবক্ষ হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে সোঁ। সোঁ। গর্জ্জনে তীরবেগে ছুটিতেছে এবং বক্ষস্থিত প্রস্তরময় সেতুকে সক্রোধে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছে।

নদীর উত্তর কূলে শুলতান খুরম চল্লিস সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতি সেনা লইয়া সেতুর উত্তর ধারে রহিয়াছেন। রুমীখাঁর অধীনে পঞ্চাশত তোপ সেতুর দিকে লক্ষিত রহিয়াছে। খুরমের অবস্থানের পশ্চাতে খাঁজাহান লোদী দশ সহস্র অশ্ব সেনা লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন— প্রয়োজনমত মোগল যুদ্ধশ্রেণীর সকল স্থানেই সাহায্য করিতে পারিবেন। মোগল অবস্থানের বাম পার্শ্ব একটী আম্রবনের মধ্যে সন্নিবেশিত। এবং সেই খানে মির্জা আবদুর রহীম খাঁ পঞ্চদশ সহস্র বন্দুকচী ও বর্ষাধারী সেনা, বিংশতি তোপ ও দুই সহস্র অশ্বসেনা লইয়া রহিয়াছেন। খুরমের অবস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে খাঁ খানানের ভ্রাতা আজীম খাঁ, পঞ্চদশ সহস্র পদাতি, পাঁচ সহস্র অশ্বসেনা ও পঞ্চবিংশতি তোপ লইয়া রক্ষা করিতেছেন।

নদীর দক্ষিণ কূলে সেতুর দক্ষিণে যোগী পায়েগা এবং শালুম্বাপতি ও রাম সিংহের অধীনে অশ্বারোহী চন্দাবৎকুল—প্রায় বিংশতি সহস্র

যোদ্ধা। তাহাদের সম্মুখে বিংশতি তোপ ও জম্বুরা। চন্দাবৎদের বাম ধারে শক্তাবৎকুলেশ্বর ভানজীপুত্র পূরণমল্ল ও বালকৃষ্ণ 'শক্তাবতের অধীনে ভীঁনদির গড়ের দুই সহস্র, ও শ্যামসিংহের অধীনে বংশী গড়ের এক সহস্র শক্তাবৎ অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতি। শ্যামসিংহের বামে বৈদলা গড়ের দুই সহস্র চৌহান আরোহী ও দুই তোপ তাহাদের নায়ক ঈশ্বরীচৌহানের অধীনে রহিয়াছে। মুকুন্দদাস রাঠোর জয়-মল্লোট (জয় মল্লের সন্তান) ও ভূপতি সিংহ ঝালা ও পদমসিংহ প্রমর বেদনোর ও শাদ্রী ও ভৈষরোরের দশ সহস্র অশ্বসেনা ও তিন সহস্র পদাতি ও দশ তোপ লইয়া রাজপুত অবস্থানের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিতেছেন। রাজপুত অবস্থানের পশ্চাতে রাণাবৎকুল ও নারায়নদাস সিংহের আরোহীদল ও কন্বাবৎ দল লইয়া মহারাণা অমর সিংহ ও কুমার কর্ণসিংহ অবস্থিতি করিতেছেন।

মহারাণা অমর সিংহ শত্রুকে দেবীড়ের গিরিসঙ্কটে অক্রমণ করিতে না পারিয়া পিছু হটিয়া আসিয়া এইখানে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন। পূর্ব্বদিন গিরিসঙ্কটের মুখে খাজাহান লোদীর অশ্ববলের সহিত শ্যামসিংহ ও বংশীগড়ের শক্তাবৎ আরোহীদিগের একটী ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্যামসিংহ তাহাতে মহারাণার নিকট "বাহুবলেন্দ্র" উপাধি লাভ করিয়াছেন। অদ্য সমস্ত দিন দুইদল পরস্পরের সমক্ষে সজ্জিত অবস্থায় প্রস্তুত রহিয়াছে কিন্তু কেহই প্রথমে আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক নহে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। মহারাণার তাম্বু হইতে ঘন ঘন নাগরা বাজিয়া কুলেশ্বরদিগকে সভায় আহ্বান করিল।

সভাগৃহে, সিংহাসনে মহারাণা অমরসিংহ বসিয়া। তাঁহার গদীর পার্শ্বে যোগীরাজ রণবেশে। সম্মুখে শাদ্রীগড়ের ঝালা ভুপতি সিংহ প্রভৃতি মেবারের চতুর্দ্দশ জন সর্ব্বপ্রধান কুলেশ্বর বসিয়া। তাহার পর দুইধারে অপর সামন্ত বর্গ। চারিদিকে দীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোক, সমবেত যোদ্ধৃবৃন্দের মার্জ্জিত আয়ুধ হইতে প্রতিফলিত হইতেছে। মহারাণার ললাট চিন্তায় অন্ধকারময়, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত। সভা নিঃশব্দ। মহারাণা বলিলেন,

"ঠাকুরগণ! যবন ত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে চাহে না। এখন কি করা উচিত?"

বৃদ্ধ শালুম্ব্রাপতি বলিলেন, "শত্রুর তোপের সমক্ষে সেতু পার হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। যোগীরাজের কি আজ্ঞা?"

যোগীরাজ। "সহজ নহে তাহা স্বীকার করি; কিন্তু আমার বোধ হয় কেবল মাত্র ঐ দিকে আক্রমণ না করিয়া শত্রুর দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণের উদ্যম করিলে সুবিধা হইতে পারে।"

মহারাণা। "দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে—উভয় পার্শ্বে আক্রমণ করিলে ক্ষতি কি?"

যোগী। "আমাদের দক্ষিণ পার্শ্ব চিতোরের পথ রক্ষা করিতেছে। যদ্যপি আমাদের মধ্য ও বাম পার্শ্ব যুদ্ধে পরাজিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আসিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের আশ্রয় লইতে পারিবে এবং সমস্ত সেনা একত্রে চিতোরের দিকে পিছু হটিতে পারিবে।"

মহারাণা ঈশ্বরী চৌহানকে বলিলেন,

"রাওজী! আপনাকে মোগলের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণের উদ্যম করিতে হইবে।"

ঈশ্বরী চৌহান সসম্ভ্রমে সেলাম করিলেন এবং শ্যাম শক্তাবৎকে চুপি চুপি বলিলেন "গদীকা আন! কেবল উদ্যম করিব না। আক্রমণ করিব ও হটাইব।"

শ্যামসিংহ যুবা চৌহানের হাতে হাত দিলেন ও বলিলেন,

"চন্দাবতের আগে ত কাল আমি শত্রুরক্ত দর্শণ করিব।"

এমন সময়ে বৃদ্ধ বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ বলিলেন,

"শ্রীজী! কিন্তু মধ্য হইতে কল্য কে প্রথমে আক্রমণ করিবে?"

শালুম্ব্রা গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলিলেন

"চন্দাবৎকুল।"

বালকৃষ্ণ বলিলেন,

"না। শক্তাবৎকুল।"

শালুম্ব্রা (সক্রোধে বলিলেন)। "চন্দাবৎ চিরকাল শ্রীজীর সেনার

হোরোল * হইয়া অসিতেছে। আজ আপনার কথায় চিরকালের প্রথা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না।”

বালকৃষ্ণ। “যুদ্ধে আবার প্রথা কিসের? যে অধিক যোগ্য, সেই হোরোল হইবে।”

শালুম্ব্রা। “কে অধিক যোগ্য।”

বালকৃষ্ণ। “শক্তাবৎ।”

শালুম্ব্রা। (অসিমুষ্ঠিতে হাতদিয়া) “কখনই নহে। চন্দাবৎ।”

বালকৃষ্ণ (অসি অর্দ্ধনিষ্কোশিত করিয়া) “কখনই নহে। শক্তাবৎ।”

এমন সময়ে যোগীরাজ উঠিয়া তাঁহাদের মধ্যে পড়িলেন, বলিলেন “কল্যকার আক্রমণে প্রথমে যোগী পায়েগা অগ্রসর হইবে।” উভয় কুলেশ্বর ক্ষান্ত হইলেন। ঘন ঘন নাগরা বাজিয়া উঠিল। সভা ভঙ্গ হইল। যোগীরাজ ব্যতীত সমস্ত সামন্তগণ বিদায় হইলেন।

সকলে চলিয়া গেলে মহারাণা যোগীরাজকে বলিলেন, “যোগীরাজ! এখন উপায়!”

যোগী।“উপায় শ্রীশ্রীএকলিঙ্গ আর উপায় আপনার খাণ্ডা।”

মর্ম্মপীড়াব্যঞ্জক স্বরে মহারাণা অমরসিংহ শীঘ্র শীঘ্র বলিতে লাগিলেন, “আমার সামন্ত দলের মধ্যে এইরূপ বিবাদ। ভারতের সমস্ত বল আমার বিরুদ্ধে একত্রিত। রাজস্থানের সমস্ত হিন্দুরাজগণ যবনের পদতলে। আমি একেলা। ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। যোগীরাজ!—বন্ধু! এক্ষণে উপায়?”

যোগীরাজের চক্ষে বিপুল দয়া আবির্ভূত হইল। সেই কঠোর মুখ বৃহৎ সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ হইল। যোগীরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,

“মহারাজ। ভয় নাই। শ্রীশ্রীএকলিঙ্গ বাপ্পা রাবলের বংশকে বিলুপ্ত হইতে দিবেন না। এযুদ্ধে জয় হইবে তাহার সন্দেহ নাই।”

অমর সিংহ আবার বলিলেন, “যুদ্ধে জয় হইবে তাহার সন্দেহ নাই তাহা আমি ভালরূপ জানি। কিন্তু তাহার পর আবার নূতন যুদ্ধ? এরূপ

---

* সম্মুখ রক্ষক সেনা Vanguard.

কত দিন চলিবে ? প্রত্যেক যুদ্ধে আমার যে বল ক্ষয় হয় তাহা ত আর সারিতে পারি না। তুর্কের বল অসীম-অনন্ত। এরূপ কত দিন চলিবে ?”

যোগীরাজের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। মুখশ্রী আগ্নেয় আগ্রহে বহ্নিমান হইল। গম্ভীরস্বরে যোগীরাজ বলিলেন,

“ভানপুরায় এই মোগল আমাদের সমক্ষে পলাইয়াছে। শ্রীশ্রীএকলিঙ্গের প্রসাদে কালি আবার পালাইবে। তাহা হইলে রাজবাড়া আর বিলম্ব করিবে না। সমস্ত রাজবাড়ার বল আপনার সহিত একত্রিত হইলে ভারতে মুসলমান আর কয়দিন টিকিবে?”

মহারাণা। “ভানপুরার সমরের পূর্ব্বেও ত আপনি ঐরূপ বলিয়াছিলেন। সমরে জয় হইল কিন্তু তাহার পর?—কই একজন রাজপুত রাজাও ত আমার সহিত যোগ দিল না।”

যোগীরাজের মুখ ঘৃণায় অন্ধকার ময় হইল ; কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ব্বেরন্যায় কঠোর প্রসান্ত ভাব ধারণ করিল। যোগীরাজ বলিলেন,

“সমস্ত রাজবাড়া এত দিনে আপনার সহিত যোগ দিত সন্দেহ নাই ; কেবল ঐ দুরাত্মা পাত্রদাসের জন্য হইল না। অমরসিংহ!—বৎস!—আশ্বস্ত হও। পিতার ইতিহাস সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, তাহা হইলে সর্ব্বদাই উচিত পথে থাকিবে।”

পিতার নাম শুনিয়া, পিতার জীবনী স্মরণ করিয়া অমর সিংহের হৃদয়ে নূতন বলসঞ্চার হইল। মস্তক উত্তোলন করিয়া মহারাণা গোঁফে চাড়া দিতে লাগিলেন, যোগীরাজ বুঝিলেন তাঁহার ঔষধ ফলিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যোগীরাজ বাহিরে গেলেন।

এদিকে ঈশ্বরী চৌহান ও শ্যামসিংহ একত্রে তাঁহাদের অবস্থানাভিমুখে যাইতে যাইতে আগামী দিবসে কি কি ঘটিতে পারে তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চৌহান বলিলেন,

“দেখ শ্যাম! যোগীরাজ মনে করিয়াছেন যে ভানপুরার ন্যায় এখানেও উনিই সমস্ত গৌরব লইবেন। কিন্তু তাঁহা হইবেনা। কালি চৌহান ও শক্তাবৎ প্রথমে শত্রু রক্ত দর্শন করিবে। কিন্তু তুমি অত অন্যমনা কেন? কি ভাবিতেছ?”

শ্যাম। "কাল যে ব্যক্তি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে তাহার বিষয় ভাবিতেছি।"

ঈশ্বরী। "তাহার বিষয় কি ভাবিতেছ ?"

শ্যাম। "সে লোকটা কে ?"

ঈশ্বরী। "লোকটা আবার কে ? তোমার একজন আরোহী, আবার কে !"

শ্যাম। "আমার পায়েগার একজ আরোহী ত বটেই। কিন্তু আমি যেন ইহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়।"

ঈশ্বরী। "তা ত হইতেই পারে। হয় ত ও ব্যক্তি ভীনদির হইতে আসিয়াছে।"

শ্যাম। "ভীনদির ও বংশীর সমস্ত সেনাকে আমি চিনি। এ ব্যক্তিকে কখন দেখি নাই।"

ঈশ্বরী। "তা হয় ত এব্যক্তি নূতন আসিয়াছে। তা তাহার জন্য এত দুর্ভাবনা কেন ?" শ্যাম হাসিয়া বলিলেন, "তা আচ্ছা। আর ভাবিবনা। কিন্তু এই ব্যক্তির কৃত উপকার জন্মেও ভুলিব না লোদীর দল আমাকে চারিদিকে ঘেরিয়াছে। আমি একেলা। আমার তলবার ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে ; আমার সমস্ত সেনা পলাইতেছে। আমি নিরস্ত্র ; নিঃসহায়। এমন সময়ে এই অভয়াসিংহ একাকী সেই শত্রুদলের মধ্যে পড়িয়া যমের হাত হইতে আমাকে ছিনাইয়া আনিল।"

ঈশ্বরী। "খুব রাজপুতি দেখাইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এই আমার তাম্বুনিকটে। আমি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করি গিয়া। মহারানার তাম্বুতে আহার করিতে যাইতে হইবে। তুমি যাইবে ত ?"

শ্যাম। "যাইব।"

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ঃ-*-ঃ

রঘোরাতে।

রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। মহারাণার তাম্বুতে পাক শালায় অমর সিংহ ও তাঁহার ঠাকুরবর্গ আহার করিতে বসিয়াছেন। সভাস্থলে যে রূপ, এখানেও সেইরূপ। ঠাকুরগণ নিজ নিজ পদ অনুসারে মহারাণার পার্শ্বে স্ব স্ব স্থানে আহার করিতে বসিয়াছেন। সকলের মহার্ঘ আসনের নীচে কুশাসন, রৌপ্য ভোজন পাত্রের নীচে কদলী পত্র। প্রতাপরাণ সপথ করিয়াছিলেন যে যত দিন চিতোর পুনরায় যবনহস্ত হইতে না লইতে পারিবেন, তত দিন কদলী পত্রে মাত্র আহার করিবেন, তত দিন কুশাসনে মাত্র উপবেশন ও শয়ন করিবেন। সেই নিমিত্ত মহারাণ ও তাঁহার ঠাকুরবর্গের ভোজন পাত্রের নীচে কদলীপত্র, আসনের নীচে কুশাসন।

নানা প্রকার পক্ক শূকর ও হরিণ ও ছাগ ও পক্ষী মাংস রহিয়াছে; অন্ন ও চপাটী ও নানা প্রকার ফল মূল রহিয়াছে। মহারাণা ও তাঁহার সামন্ত দল আসিয়া যথা স্থানে উপবেশন করিলেন; এবং সকলেই চারিটী করিয়া অন্ন লইয়া অন্নদেবের পূজা করিলেন। আহার করিতে করিতে কথোপকথন চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"শ্যামের রাশি বড় হাল্কা।"

রামসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?

ঈশ্বরী। "বিজয়সেনীর মন্দিরে উহাকে অপ্সরায় পাইয়াছিল। গতকাল উহাকে ভূতে পাইয়াছে।"

রামসিংহ এই সংবাদ শুনিয়া বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় আরও অধিক উন্মীলিত করিলেন এবং শ্যামের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"সত্য না কি হে শ্যাম?"

সকলেই এমন সময়ে হাসিয়া উঠিলেন। রামসিংহ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ইহাতে হাসির কথা কি, তাহাত আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

যুবা সর্দ্দারদল আবার হাসিলেন। রামসিংহ অপ্রতিভ হইলেন ও বিরক্তও হইলেন, কথা না কহিয়া আহার করিতে লাগিলেন। পদম প্রমর বলিলেন, "হেই পানীয়ারী! পিয়ালা দাও।"

পদমসিংহ সুরাপান করিলেন, বলিলেন,

"কে জানে কাল্‌কার কথা? হয়ত কাল এমন সময়ে ভানুলোকে মনবার পিয়ালা পান করিব।

এমন সময়ে রামসিংহ পিয়ালা চাহিলেন। ঈশ্বরী চৌহান বলিলেন,

"ওখানে পিয়ালার কর্ম্ম নহে। জালা চাই।"

পদম। "রাম দাদা যেমন হাতীর ন্যায় আহার ও পান করে তেমনই হাতীর ন্যায় যুদ্ধও করে।"

ঈশ্বরী। "তা ত কেহ অস্বীকার করে না। আমরা মানুষের ন্যায় খাই মানুষের ন্যায় যুদ্ধ করি। মানুষ কিন্তু হাতীকে অধীনে রাখে।"

রাম। "কাল দেখা যাইবে হে!"

ঈশ্বরী। "তা আচ্ছা। সে কালকের কথা কাল। আজি ত আরাম করা যাউক।"

শ্যাম। "শাক্তীর ঠাকুরের মুখ দেখ! কি আশ্চর্য্য!"

সকলে দেখিলেন ভূপতিসিংহ ঝালার মুখে এক অপার্থিব ভাব! নয়ন জ্যোতিবিহীন! মুখ পাণ্ডুবর্ণ! ঈশ্বরী চৌহান বলিলেন,

"কাল শাক্তীর ঘোড়া রণ হইতে আরোহী বিহীন হইয়া ফিরিবে।"

শ্যামসিংহ বলিলেন "তা কে বলিতে পারে? সকলি বিধাতার হাতে।"

যুবা ঠাকুরগণ নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। "নাই" (নাপিত)

পরিবেশন করিতেছে। পানীয়ারিগণ সুরা ঢালিতেছে। এমন সময়ে মহারাণা অমরসিংহের নিকট হইতে শ্যাম শক্তাবতের জন্য "দুনা" আসিল। মহারাণা নিজপাত্র হইতে কিছু ক্ষীর ও মিষ্টান্ন তুলিয়া যুবা শক্তাবতের নিকট পাঠাইয়াছেন! পরিচারক বলিল,

"বংশীর ঠাকুরজী! মহারাণাজী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

এই সম্মানে শ্যামশক্তাবতের মুখ আহ্লাদে রক্তবর্ণ হইল। সকল চক্ষুই সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি লক্ষিত হইল। রামসিংহ বলিলেন,

"ভাই শ্যাম! আজ তোমার সুপ্রভাত! সুভক্ষণে আজ লোদীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে।"

ঈশ্বরী। "শ্যাম তোমার বড় কপাল! শ্রীশ্রীএকলিঙ্গ করুণ যেন চিরকালই এইরূপ যশস্বী হও।"

পদম প্রমরের চক্ষু আহ্লাদে ভাষিতেছে! উর্ম্মিলার স্বামী মেবারের মহারাণার দ্বারা—শীশোদীয়কুলের কুলেস্বরের দ্বারা—রঘুর সন্তানের দ্বারা আজ শত বীরেন্দ্রের মধ্যে সম্মানিত হইয়াছেন! এবং সেই উর্ম্মিলা তাঁহার উর্ম্মিলা!

আবার সকলে হাসিতে লাগিলেন। আবার কথোপকথন চলিল। সুরা চলিল। এবং সুরার সহিত হাসি ও আমোদ ও জয়াশা!

ষষ্ঠচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবীড়।

পবন রূপ পরচণ্ড ঘালি অসু
অসিবর ঝারৈ মার মার শূর বজ্জি
পত্ত তক অরি শির পার।
*　　*　　*　　*
বজ্জিয়ৌ বিষম মেবার পতি—
রজ উড়াই সুরতান দল॥

প্রথিরাজ রসো॥

প্রভাত হইতে না হইতে ঈশ্বরী চৌহানও শ্যাম শক্তাবতের অরোহীরা সসজ্জ হইয়া নদী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে নীরবে আসিয়া সেই অশ্বসেনা নদী শৈকতে দুই স্তম্ভাকারে সন্নিবিষ্ট হইল। ঈশ্বরী চৌহান মহারাণার হুকুমের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার দুরন্ত অশ্ববল উৎসাহে অধীর হইয়া পর্য্যাণোপরি বসিয়া বসিয়া মুহূর্ত্ত গণিতেছে—কখন নদী পার হইবার আদেশ আসিবে! শ্যাম সিংহ উজ্জল বর্ম্মে আবৃত হইয়া উলঙ্গ দোধারা হস্তে তাঁহার শক্তাবৎকুলের সম্মুখে অশ্বারোহণে স্থির হইয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে কুজ্ঝটিকায় আবৃত নদীবক্ষ। অপর পারে মোগলের সেনা রাশি। শ্যাম সিংহ দুইটী স্ত্রী মূর্ত্তি ভাবিতে ছিলেন। দুই জনের দুই প্রকারের স্নেহ ভাবিতে ছিলেন। অসীম জলধিবৎ অনন্ত উর্ম্মিলার স্নেহ, সান্তনু তনয়ের ন্যায় আত্ম বিসর্জ্জন ভাবিতে ছিলেন। শ্যাম সিংহের নয়ন অশ্রুতে ভরিল। এমন সময়ে সেতুর দিকে যোগী পায়েগার শঙ্খনাদ ও ভেরীশ্রুত হইল; এবং তৎক্ষণাৎই সেই কুজ্ঝটিকার শুভ্র আবরণ ভেদ করিয়া রাজপুত অবস্থানের মধ্য হইতে মহারাণার তোপ

ও জম্বুরা * ডাকিল। ঈশ্বরী চৌহাণ দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া শ্যামকে বলিলেন,

"ঐ ত যোগীরা গাওনা আরম্ভ করিয়াছে! আর কখন হুকুম আসিবে? আমরা বিনা হুকুমে পার হই, কি বল, শ্যাম?"

শ্যাম সিংহ সম্মত হইলেন। একবার সেনা স্তম্ভের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিলেন। এমন সময়ে সেতুর মধ্য হইতে যোগীদিগের সেই বিজয়ী সমর নাদ শ্রুত হইল—"আর্য্যের উদ্ধার! দুষ্টের দমন! বোম! বোম!" ঈশ্বরী চৌহান ও তাঁহার অশ্ব-বল জলে পড়িয়াছেন! নদী বক্ষ হইতে ঈশ্বরী চৌহান যোগীদিগের সিংহনাদে উন্মত্ত হইয়া হাঁকিলেন "ভুকা হো!" এবং তৎক্ষণাৎই সেতুর অপর পার হইতে রুমী খাঁর পঞ্চ শত তোপ, ও নদীর অপর পার হইতে আজীম খাঁর তোপ, আগুয়ান যোগীপায়েগার উপর, নদীবক্ষে ভাসমান চৌহানের অশ্ববলের উপর, গোলা বর্ষণ করিল। শ্যাম সিংহ দন্ত নিষ্পীড়িত করিলেন, বলিলেন,

"ঈশ্বরী পাগল! অনর্থক শত্রুকে সতর্ক করিল।"

তখন শ্যাম সিংহ তাঁহার উষ্ট্রে বাহিত পাঁচ জম্বুরাকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া, বংশীগড়ের শক্তাবৎ আরোহীদল লইয়া নদীতে পড়িলেন। ঈশ্বরী চৌহানের অশ্ববল নদীর মধ্য দেশে। তাহাদের দুরন্ত নায়ক টাঙ্গী ঘুরাইয়া তাহাদের আগে আগে চলিতেছেন। আজীম খাঁর তোপ আবার ডাকিল। চৌহানের অশ্ববল সেই বহ্নি বাত্যায় আহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। এখন মোগলের তোপ চারিদিকে সহস্র প্রতিধ্বনি জাগাইয়া অবিরামে গর্জ্জিতেছে। মুহুর্ম্মুহুঃ ঘোড়া ও আরোহী পড়িতেছে! আহতগণ নদীতে পড়িয়া ডুবিয়া মরিতেছে। চারিদিকে অশ্বের হ্রেষা ও উষ্ট্রের চীৎকার, আর্ত্তনাদ ও জয় হুঙ্কার!

বারে বারে মোগলের গোলা বৃষ্টিতে আহত হইয়া চৌহানের অশ্ব-

---

* জম্বুরা এক প্রকার কামান—Swivel

বল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। বারে বারে তাহাদের দুর্দ্দান্ত নায়ক তাহা-দিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন, এবং সেই ভীষণ গোলমালের মধ্যে তাঁহার বীরকণ্ঠে ব্যক্ত অনুজ্ঞা অগ্রসর হইতে বলিতেছে। এইরূপ যুঝিতে যুঝিতে ভাসিতে ভাসিতে, ঈশ্বরী চৌহান ও তাঁহার অশ্ববল আসিয়া মোগল পারের নিকট—নিকটতর হইলেন। হঠাৎ মোগলের তোপ বন্ধ হইল। সূর্য্যদেব কুজ্ঝটিকা ও ধূমের আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইলেন। ঈশ্বরী দেখিলেন অপর পারে অসংখ্য মোগল বন্দুকচী ও বর্শাধারী সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূর্য্যকিরণ তাহাদের অস্ত্ররাজি হইতে চমকিতেছে। হস্তীপৃষ্ঠে আজীম খাঁ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। সেই নিষ্ঠুর আক্রমণে ঈশ্বরীর অর্দ্ধেক সেনা পড়িয়াছে। ঈশ্বরী হাঁকিলেন,

"গোলদে, পায়েগা!"

পায়েগা নিরেট চক্রে বিনিষ্ট হইল। তখন মোগল তীরন্দাজ ও বন্দুকচী দিগের অস্ত্র হইতে তীরগুলি শ্রাবণের ধারে সেই অশ্বচক্রের উপর পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে শ্যামসিংহের জম্বুরা নদীগর্ভ হইতে ডাকিয়া উঠিল। একটী রক্তবর্ণ গোলা ছুটিল—আজীমখাঁর হস্তীর মস্তক ভেদ করিল। ভীষণ চীৎকারে হস্তী পড়ীয়া গেল। মোগল সেনার মধ্যে গোল উঠিল। এবং সেই সময়ে ঈশ্বরী চৌহান ও তাঁহার অশ্ববল আসিয়া তীরে উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম ও তাঁহার শক্তাবৎকুল তথায় পৌছিলেন। শত্রু নিকটে দেখিয়া মোগল বন্দুকচী দিগের অস্ত্র সমূহ হইতে দেওড় ছুটিল। ঈশ্বরীর সেনা টলিতেছে! মোগল "আল্লা ই লাল্লা" রবে হাঁকিল। এবং তৎক্ষণাৎই বংশীগড়ের আরোহীরা দৃঢ়রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বরচী হস্তে আক্রমণ করিল। কলে পরিচালিতের ন্যায়, সেই প্রোজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ শ্রেণী, সেই লক্ষিত বল্লমশ্রেণী শত্রুর উপর অনিবার্য্যতেজে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাদের নায়ক উলঙ্গ দোধারা হস্তে তাহাদের আগে আগে! "হর! হর! বরচী দে! বরচী দে!"—সেই সেনাশ্রেণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হুহুঙ্কারে ব্যক্ত হইল, এবং শ্যামসিংহ

তাঁহার শক্তাবৎ পায়েগা এক প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনীর ন্যায় শত্রুদলকে সম্মুখে ঝাঁটাইয়া লইয়া চলিলেন!

ঈশ্বরী সিংহ ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার অশ্বাবলকে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট অন্ধকারময়। সক্রোধে চৌহান বীর বলিলেন,

"আগে বাড়ো! পায়েগা! শক্তাবতেরা প্রথমে শত্রুর রক্ত দর্শন করিয়াছে! ধিক্ আমাদিগকে!"

চৌহানের অশ্ববল সিংহনাদে নায়কের কথায় উত্তর দিল না। লজ্জায়, ক্রোধে, অধীর হইয়া, তাহাদের প্রিয়তম নায়কের ঘৃণাসূচক বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া, নিষ্পীড়িত দন্তে, দৃঢ়মুষ্টিতে বল্লম ধৃত করিয়া, সেই অশ্ব সেনা আবার মোগলের রণে অগ্রসর হইল। আজীম খাঁ শ্যাম সিংহের দ্বারা নিহত হইয়াছেন! তাঁহার সেনাদল ভয়াকুল হইয়া শক্তাবৎ ও চৌহানের অগ্রে পলায়ন করিতেছে! দূর হইতে শুলতান খুরম তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের এই দশা দেখিয়া খাঁজাহান লোদীকে তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। লোদীর দশ হাজারী পায়েগার অর্দ্ধেক আরোহী মুহূর্ত্ত মধ্যে সজ্জিত হইল। এবং পরক্ষণেই পঞ্চ সহস্র বর্ম্মাবৃত অশ্বের চরণতলে নদীতীর কাঁপাইয়া লোদীর দল অগ্রসর হইল।

এ দিকে শ্যামসিংহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরণ মল্ল ও বালকৃষ্ণ শক্তাবতের অধীনে শক্তবাৎ বাহিনী দলে দলে পার হইয়া মোগল অবস্থানের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকার করিয়াছে। মোগলের ত্যক্ত তোপ সমূহ মোগল অবস্থানের মধ্যোপরি লক্ষিত হইয়া ভীষণ গর্জ্জণে ঘন ঘন ডাকিতেছে! সেই অগ্নি বৃষ্টির তলে শক্তাবৎ ও চৌহানের ক্রুদ্ধ বল্লম চমকিতেছে। লোদী অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আক্রমণে শ্যাম ও ঈশ্বরীর গতি প্রতিরুদ্ধ হইল। লোদী ও শ্যাম সিংহের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। শত্রুকে লোদী তলবার উঠাইয়া সেলাম করিলেন এবং বলিলেন,

"রাজপুত বীর! আমাদের আরও একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

সেবার আমি পরাজিত হইয়াছিলাম। আর একবার চেষ্টা করিতে চাহি।"

শক্তাবৎ কুমার নিষ্পীড়িত দন্তে অগ্রসর হইলেন। অস্ত্রমুখে আর একবার পাঠাণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এমন সময়ে লোদীর সেনা দল তাহাদের নায়কের সাহায্যে অগ্রসর হইল। শ্যাম সিংহ একেলা শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃথা। তাঁহার সেনাদল তাড়িত হইয়া বালকৃষ্ণ শক্তাবতের তোপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। লোদী বলিলেন,

"বীরবর! অস্ত্র ত্যাগ করুন! বৃথা চেষ্টা করিতেছেন!"

শ্যাম সিংহ দুই হস্তে ধরিয়া দোধারা চালাইতে চালাইতে, নিষ্পীড়িত দন্তের অভ্যন্তর হইতে বলিলেন।

"জীবন থাকিতে নহে। মাতৃদুগ্ধের অবমাননা করিব না।"

এমন সময়ে তাঁহার পায়েগার অভয়া সিংহ চীৎকার শব্দে বলিলেন,

"আগে বাড়ো পায়েগা! ঠাকুরজীকে রক্ষা কর!"

পায়েগা শুনিল—ফিরিল—লোদীর সেনাদলের উপর বিদ্যুৎতেজে পড়িল। অভয়া সিংহ সর্ব্বাগ্রে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শ্রান্ত সর্দ্দারের সম্মুখে আসিয়া লোদীর প্রতি ভীষণতেজে অস্ত্র প্রহার করিলেন। নিষ্পীড়িত দন্তে ভীষণ সর্পগর্জ্জনে বলিলেন,

"আইস! যুদ্ধ সাধ, প্রণয় সাধ মিটাইব!"

অভয়া সিংহ মুখশ উন্মুক্ত করিয়া লোদীর দিকে চাহিলেন এবং অনিবার্য্য তেজে আবার অস্ত্র হাঁকিলেন। লোদী চিনিলেন। তাঁহার সিংহ হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। এমন সময়ে শক্তাবৎ ও চৌহান তাঁহাকে বজ্রতেজে আক্রমণ করিল। লোদীর সেনাদল মোগল অবস্থানের মধ্যোপরি ঢলিয়া পড়িল। হর! হর! আণ্ডাদে!* মোগলের মধ্য আক্রান্ত হইয়াছে! গুড়ুম!—গুড়ুম!—গুম! বালকৃষ্ণ শক্তাবতের তোপ অবিরাম ডাকিতেছে। বারে বারে শক্তাবতের অশ্বঝটীকা আক্রমণে প্রধাবিত হইতেছে। বারে বারে সুলতান খুরমের বন্দুকচীদিগের নিক্ষিপ্ত

গুলিতে আহত হইয়া পিছু হটিতেছে। শক্তাবৎ ও চৌহানের নাগরা, সস্পর্দ্ধে, হুঙ্কারে বিজয় নিনাদে গগণভেদ করিয়া উঠিতেছে। উপহাস ব্যঞ্জক, স্পর্দ্ধাব্যঞ্জ্যক গর্জ্জণে দুরন্ত মোগল উত্তর দিতেছে। বন্দুকের পট্‌পটীও কামানের রোল, হস্তীর বৃংহিত ও আহত অশ্বের চীৎকার, জয় হুঙ্কার ও মুমুর্ষুদিগের আর্ত্তনাদ!

যোগীপায়েগা ও চন্দাবৎকুল সেতু পার হইতে গিয়া বারম্বার ফিরিয়াছে। রুমীখাঁর গোলন্দাজদল তাহাদিগের অস্ত্র সমূহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বারম্বার সেই বিফল প্রযত্ন পলায়মান শত্রুকে বিদ্রূপাত্মক সিংহনাদে উপহাস করিয়াছে। একবার মোগল অশ্ব সেনা চন্দাবৎকুলের অনুসরনে অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু রামসিংহ ফিরিয়া তাহাদিগকে ভীষণতেজে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই আক্রমণে চন্দাবৎ যোধ সকল ঝাল ঝাড়িয়া ছিলেন। পরাজিত হইয়া মোগল অশ্ববল তাহাদের অবস্থানের দিকে ফিরিল। রামসিংহ তাহাদের পশ্চাতে। মোগল ও চন্দাবৎ সংশ্লিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সেতুর মধ্য ভাগে আসিয়া পড়িল। রুমী খাঁ দেখিলেন নিজ পক্ষের অশ্বসেনাকে বাঁচাইতে গেলে, রাজপুত তাহাদের সহিত আসিয়া, তাঁহার তোপের উপর পড়িবে। রুমী খাঁ শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সেতুর উপর যুদ্ধমান অশ্বসেনার প্রতি তোপ দাগিতে লাগিলেন। চন্দাবৎ পায়েগা ফিরিল। নিজ পক্ষের গোলায় আহত হইয়া মোগল অশ্ববল ও ক্ষরিত হইয়াছে। মহারাণার তোপও জম্বুরা রুমী খাঁর গোলায় আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ শালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎকুলের সফল আক্রমণে হিংসায় আপ্লুত হইতে লাগিলেন। রাম সিংহকে বলিলেন,

"ভাই! আজি চন্দার বংশে কালী পড়িল।"

রামসিংহ উত্তর করিলেন না। তাঁহার পায়েগাকে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিতে আদেশ দিলেন। নীরবে চন্দাবৎকুল ভূমিতে নামিল। প্রত্যেক আরোহী তাহার অশ্বের বল্গা ধরিয়া লইল। রামসিংহ পদব্রজে আসিয়া তাহাদিগকে স্তম্ভাকারে নিবিষ্ট করিলেন এবং স্তম্ভের অগ্রে আসিয়া বৃহৎ দোধারা নিষ্কাশিত করিয়া অগ্রসর হইতে হুকুম দিলেন।

কৃষ্ণকিশোর কুকুরের ন্যায় প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। চন্দাবৎ পায়েগা ধীরে ধীরে সেতুর অগ্রভাগে আসিল—সেতুর উপরে উঠিল—মধ্যে পৌঁছিল। এমন সময়ে রুমী খাঁর তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্কীর্ণ সেতু, মৃত অশ্ব ও মৃত আরোহীতে পরিপূর্ণ। প্রস্রবণ হইতে বারি রাশির ন্যায় শেতুপার্শ্ব বহিয়া নীচে নদীতে রক্ত স্রোত অবিরামে পড়িতেছে। রাম সিংহ শত্রুর দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং পিছু হটিতে হটিতে, তলবার দ্বারা তাল দিতে দিতে, হাঁকিতে লাগিলেন,

"ধীরে!—জোয়ান ধীরে!—এক!—দো!—এক!—দো!"

তাঁহার সেনাদল তালে তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে, নায়কের অসমসাহসে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ ছাড়িতেছে। মুহুর্মুহু ঘোড়া ও আরোহী পড়িতেছে। মুহুর্মুহু তোপ গর্জ্জন ও বন্দুকের শব্দ। চারিদিকে ভীষণ হত্যাকাণ্ড! আর সেই হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়া চন্দাবৎকুল ধীরে ধীরে তালে তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। সকলেরই মুখে হাসি! চারি দিকে আগ্নেয় মৃত্যু! কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই! এই রূপে রাম সিংহ ও তাঁহার পায়েগা আসিয়া সেতুর অপর পারে পৌঁছিলেন। তখন একলম্ফে কৃষ্ণকিশোরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রামসিংহ চীৎকার শব্দে হুকুম দিলেন,

"গোল দে পায়েগা!—বরচী—দে!"

তাঁহার আরোহীবর্গ অশ্বে আরোহণ করিয়া ঘনতম চক্রে "গোলে" সন্নিবেশিত হইয়া সিংহনাদ ছাড়িল। সেই দিনের যুদ্ধে তাহাদের অর্দ্ধেকের অধিক আরোহী পড়িয়াছে। এতক্ষণ পায়েগা ক্রোধে, শোকে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। এখন প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত করিবার সময় আসিয়াছে। বরচী আস্ফালন করিয়া চন্দাবৎ কুল তাহাদের প্রকাণ্ড নায়কের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোড়া ছুটাইল। রুমী খাঁর তোপশ্রেণী ভেদ করিয়া সেই গুরুভার বর্ম্মে আবৃত অশ্ববল ঝটিকাতেজে অগ্রসর হইল। হস্তী পৃষ্ঠে স্বয়ং সুলতান খুরম আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। রামসিংহ যবন যুবরাজের প্রতি বল্লম নিক্ষেপ করিলেন। বল্লম হাওদার লৌহ আবরণে লাগিয়া ব্যর্থ হইল। তখন রামসিংহ

মহুতকে হস্তীকে বসাইতে হুকুম করিয়া হস্তীর বিরুদ্ধে কৃষ্ণকিশোরকে চালাইলেন। চন্দাবতের মহাকায় অশ্ব যবনের হস্তীকে আক্রমণ করিতে প্রধাবিত হইল। খাণ্ডা প্রহারে চন্দাবৎ হস্তীর শুণ্ড কাটিয়া পাড়িলেন। বিষম জ্বালায় বিদগ্ধ হইয়া হস্তী চীৎকার করিতে করিতে রণে ভঙ্গ দিল। পশ্চাতে তৃষিত চন্দাবৎ বর্ষা চমকিতেছে—বর্ম্মাবৃত, চন্দাবৎ অশ্বসেনা মেদিনী কাঁপাইয়া ছুটিতেছে! মোগলের মধ্য ভগ্ন হইল। রুমী খাঁ তাঁহার তোপগুলাকে রক্ষা করিতে উন্মত্তের ন্যায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যোগীপায়েগা আসিয়া তাঁহার উপর বজ্র-তেজে পড়িল। গোলন্দাজেরা তাহাদের অস্ত্র সমূহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একে একে যোগীবল্লমের দ্বারা নিহত হইল। ঘন ঘন শঙ্খনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি, ভেরীরগর্জ্জণ ও নাগরার আওয়াজ! আর্য্যের উদ্ধার!—দুষ্টের দমন!—বোম্! বোম্! যোগীপায়েগা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, সম্মুখে লক্ষিত বল্লমে মোগলের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিল।

মির্জা আবদুররহীম খাঁ দেখিলেন যে মোগল অবস্থানের দক্ষিণ পার্শ্ব ও মধ্যভগ্ন হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার অধীনে পদাতি সেনাগণকে চতুর্ভুজে সন্নিবেশিত করিলেন। চতুর্ভুজের বাহু চতুষ্টয়ের সম্মুখে তাঁহার তোপ নিবিষ্ট রহিয়াছে। চতুর্ভুজের মধ্য দেশে তাঁহার অশ্বসেনা দাঁড়াইয়া—প্রয়োজন মতে পদাতিক দলকে সাহায্য করিবে। সেই চতুর্ভুজের মধ্যে খাঁ জাহান লোদী ও রুমীখাঁর অবশিষ্ট সেনা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

বেলা প্রায় তিন প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময়ে যোগী পায়েগা আসিয়া আবদুররহীমের চতুর্ভুজের উপর হর! হর! শব্দে পড়িল। তখনও মোগল যুঝিতেছে—ভগ্ন হইলেও পলায়মান মোগল-সেনা স্থানে স্থানে ফিরিতেছে এবং দলে দলে শত্রুর রণে সম্মুখীন হইতেছে। যোগী পায়েগা আবদুররহীমকে আক্রমণ করিল। নদীর অপর পার হইতে ভূপতিসিংহ ঝালা তাঁহার আরোহীদল লইয়া সন্তরণে নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। পদম প্রমরের দল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে এবং তাঁহার পার্শ্বে মুকুন্দদাস রাঠোর জয় মল্লোটের দল।

ভূপতিসিংহ সর্ব্বাগ্রে আসিয়া উলঙ্গ খাণ্ডা ঘুরাইয়া নদীতে নামিলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘোড়ার পাদস্খলন হইল। নদীর তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে ঝালাবীর উন্মত্তের ন্যায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গুরুভার বর্ম্মে আবৃত হওয়ায় তাঁহার সাগরিক অশ্ব, তাহার মস্তক মাত্র জল হইতে জাগাইয়া রাখিতে সক্ষম হইল। ঘোড়া ও আরোহী শীঘ্র ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ঝালা বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। পর্য্যানোপরি ফিরিয়া স্তম্ভিত রাজপুত সেনার দিকে একবার চাহিলেন,—হস্তনাড়িয়া বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। অপর পারে মোগল বন্দুকচী দিগের অস্ত্র হইতে দেওড় ছুড়িল। ধূম উড়িয়া গেলে ঝালাও তাঁহার অশ্ব আর দৃষ্ট হইল না। মোগল বন্দুকচী দল উল্লাসব্যঞ্জক সিংহনাদ ছাড়িল। সাদ্রীগড়ের আরোহীরা তাহাদের ঠাকুরের মৃত্যুতে শোকে, প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া নদীতে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দ-দাসের রাঠোরগণ ও পদমসিংহের দল। ঘন ঘন তোপগর্জ্জন ও বন্দু-কের পট পটী ও তীরের সন্ সন্ রব! ঘন ঘন অশ্ব ও আরোহী মরি-তেছে! শোকে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া নিষ্পীড়িত দন্তে—নিঃশব্দে রাজপুতেরা নদীপার হইয়া বরচী হস্তে মোগল বন্দুকচীদিগকে আক্রমণ করিল। কুলে উঠিয়া প্রথম দেওড়ে মুকুন্দদাস রাঠোর সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার ও সাদ্রীগড়ের আরোহীরা ভীষণ প্রতিহিংসায় বিদগ্ধ হইয়া সিংহনাদ ছাড়িল; এবং "মার! মার!" রবে শত্রুর উপর পড়িল। "আগে বাড়ো! আগে বাড়ো!" হাঁকিতে হাঁকিতে, রুধিরাক্ত বল্লম উন্মত্তের ন্যায় চালাইতে চালাইতে, পদম প্রমর একাকী মোগল বন্দুকচী দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত সেনা তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিল। আবদুররহীমের চতুর্ভুজের এক বাহু সেই ভীষণ আক্রমণের সমক্ষে একবার টলিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই ভগ্ন হইল! ওদিকে যোগীরা আর এক বাহু ভেদ করিয়া বোম্! বোম্! হাঁকিতে হাঁকিতে অগ্রসর হইতেছে। মহারাণা ও কুমার কর্ণ সিংহের দল সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র ঝটি-কাতেজে পরিভ্রমণ করিতেছে। যোগীরাজ আহত ও মুমূর্ষু নির্ব্বিশেষে

শক্রু মারিতে হুকুম দিলেন। মানবহৃদয়ের হিংস্রতম প্রবৃত্তি সমূহ এক্ষণে বিজয়ী সেনার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইতে ছিল। যোগীরাজের উত্তেজনায় সেই সমস্ত, অন্য প্রবৃত্তি সমূহকে জয় করিল। রাজপুত পক্ষের অনেক প্রধান প্রধান কুলেশ্বর আজিকার রণে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অনুচরবর্গ শোকে, ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। চারি দিকে রোষব্যঞ্জক চীৎকার ও আর্ত্তনাদ ও বিজিতদের বৃথা ক্ষমা প্রার্থনা! এবং সেই ভয়াত্মক শব্দ সমস্ত জিনিয়া বিজয়ী সেনাদলের জয় হুঙ্কার ও ভেরীর গম্ভীর গর্জ্জন ও নাগরার আওয়াজ! খাঁ জাহান লোদী ও আবদুররহীম ও রুমী খাঁ সকলেই আহত হইয়াছেন। কোন মতে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই তিন জনে সান্ধ্য অন্ধকারে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। সেই অন্ধকারের তলে সেই পৈশাচিক হত্যা কাণ্ড চলিল। অবশেষে যখন রণক্ষেত্রে একটী মাত্র শত্রুও জীবিত রহিল না তখন সেই বিজয়ী সেনা নিরস্ত হইল। তাহাদের জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু আজিকার রণে তাহাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ যোদ্ধা পড়িয়াছে। জয় হইয়াছে বটে; কিন্তু সকল হৃদয়ই শোকে বিকল।

মেঘমালার অবগুণ্ঠণের মধ্য হইতে অমৃতময়ী হাসি হাসিয়া চন্দ্রমা বাহির হইলেন। সেই লোহিত ক্ষেত্রের চারিদিকে—তোপের গোলায় নিষ্পেশিত, রাশিকৃত মনুষ্য ও অশ্বশবে প্রপীড়িত, সেতুর উপর; রুধিরাক্ত নদীর উপর; অশ্ব ক্ষুরে ক্ষতবক্ষ ক্ষেত্রের উপর; শেষ নিদ্রায় অভিভূত পাঠান ও রাজপুত, উজবক্কা ও মোগল যোদ্ধাগণের উত্তোলিত পাণ্ডুমুখ রাশির উপর—অনন্ত দয়া, অনন্ত সহানুভূতির অমৃত ময়ী হাসি হাসিলেন। পরমুহূর্ত্তেই সেই রুধিরময়, শবময়, হত্যাক্ষেত্র হইতে সমুত্থিত ধুম পুঞ্জ তাঁহার পবিত্র অঙ্গকে কলুষিত করিবে এই ভয়ে আবার মুখে অবগুণ্ঠন টানিলেন। গগণ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। সহস্র তোপগর্জ্জন জিনিয়া ঘন ঘন অশনি সম্পাত হইতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া ধরিত্রীর ক্ষত বক্ষ হইতে সেই অশুচি রুধির রাশিকে বিধৌত করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

———:-*-:———

নিশীথে ॥

Beneath a lime remoter from the scene,
A breathing but devoted warrior lay. Lara.

জয় হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই কালরণে মেবারের সর্ব্ব প্রধান-কুলেশ্বরগণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। নারায়ণদাস, সূর্য্যমল্ল, ঐক্করণ পুরণমল্ল শক্তাবৎ—শক্তাবৎকুলেশ্বর ভানুজীর পুত্র, ও শাদ্রীপতি ভূপৎ সিংহ ঝালা। জয় হইয়াছে বটে; কিন্তু মেবারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরেন্দ্র-বর্গের শোণিতে সেই জয় অর্জ্জিত হইয়াছে। জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু মহারাণা হইতে অধস্তন শিপাহী পর্য্যন্ত সকলেই বিমর্ষ।

যুদ্ধের পর যোগীরাজ মহারাণার নিকট গেলেন। যোগীর ত্রিশূল তখনও রুধিরাক্ত, গৈরিক বসন রুধিরে আপ্লুত, বামগণ্ড আফগান তলবারে দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় ক্ষত হইতে রুধির ঝরিতেছে। যোগী-রাজ আসিয়া মহারাণার পটমণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,

"মহারাণার জয় হউক!"

মহারাণা অমর সিংহ তাঁহার প্রধান সামন্তবর্গের মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া কাতর চিত্তে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে ছিলেন। রাজযোগীর আশী-র্ব্বাদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ললাটে হস্ত উঠাইয়া সেলাম করিলেন। যোগীরাজ বলিলেন,

"আজকার জয়ে ভরসা হইতেছে যে, আমাদের আশা শীঘ্র সফলা হইবে।"

মহারাণা। "আর দুই তিনটী যুদ্ধে এরূপ জয় লাভ হইলেই মেবারে আর লোক থাকিবে না।"

যোগীরাজের কঠোর মুখ কঠোরতর হইল, উন্নত ললাট উন্নত-তর দেখাইতে লাগিল, চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। যোগীরাজ বলিলেন,

"শ্রীজী! কর্ত্তব্য পালনে পার্থিব সুবিধা বা অসুবিধা চিন্তা করা বীরের উচিত নহে।"

মহারাণা কিঞ্চিৎ তীব্রতার সহিত বলিলেন,

"রাজ! ও সব উপদেশ আপনার ন্যায় ব্রহ্মচারীর পক্ষে সদুপদেশ বটে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যেও রাজধর্ম্মে প্রভিন্নতা আছে।"

যোগী। "যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। যাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, তাহা করিলে মনুষ্য মাত্রকেই পতিত হইতে হয়।"

মহারাণা। "এরূপ যুদ্ধ আর কত দিন চলিতে পারে? সমস্ত ভারতের বিরুদ্ধে মেবার কতদিন যুদ্ধ করিবে?"

যোগী। "এত দিন ত করিয়াছে। সমস্ত ভারত ভূমি যবনের পদতলে দলিত; মেবার ত অদ্যাপি মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।"

মহারাণা। "রহিয়াছে ত; কিন্তু রহিবে আর কত দিন?"

যোগী আগ্রহ সহকারে বলিলেন,

"যতদিন প্রতাপ রাণার বংশধর মেবারের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে, তত দিন।"

অমরসিংহের মুখ আহ্লাদে, অহঙ্কারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অগ্রসর হইয়া যোগীর হস্তধারণ করিলেন। এমন সময়ে মুকুন্দ দাস রাঠোরের ভ্রাতা দুর্জ্জনশাল আসিয়া মহারাণাকে সেলাম করিলেন। তাঁহার দিকে অমর সিংহ ফিরিলেন। দুর্জ্জনশাল বলিলেন,

"শ্রীজী! আমাকে বেদনোরের ঠাকুর আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত; কিন্তু আপনার দর্শন না পাইলে তাঁহার প্রাণবায়ু নিশ্চিন্তে বাহির হইবে না।"

মহারাণা। "বেদনোরও কি আজ চলিলেন! হায়!——আমি এক্ষণই যাইব।"

অমর সিংহের নয়ন বাষ্পাকুল হইল। ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইল। পটমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া মহারাণা অশ্বারোহণ করিয়া, তাঁহার

অনুচরবর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, যেখানে মুকুন্দদাস পড়িয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। যোগীরাজও তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

রাজপুত সেনা রণক্ষেত্রে রাত্রি যাপন করিতেছে। চারিদিকে ঘোরতম অন্ধকার। উপরে মেঘাড়ম্বর ও বিদ্যুতের ক্ষণালোক, অশনিসম্পাতের রোল ও বৃষ্টির রিম ঝিম শব্দ! বৃষ্টিতে সিক্ত, শ্রান্ত সেনাগণ স্থানে স্থানে অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে চেষ্টা সর্ব্বদাই বিফল হইতেছে। ক্ষণপ্রভার আলোকে ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান বৃক্ষরাজি ভীমকায় প্রেতগণের ন্যায় দেখাইতেছে। রাশিকৃত মনুষ্যও অশ্ব শবের উপর সেই আলোক পড়িয়া অপার্থিব রূপ ধারণ করিতেছে। নদীবক্ষে সেই রক্তিম আলোক দ্রবীভূত অগ্নির ন্যায় চমকিতেছে। আর সেই মুসলধারে বৃষ্টি! সেই বৃষ্টির তলে শিক্তভূমির উপর শয়ান আহতগণের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ অন্ধকারময় গগণে মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে। চারিদিক শিবাকুল ও অন্যান্য মাংসভুক জন্তুগণ চীৎকার করিতেছে।

মোগল অবস্থানের দক্ষিণ প্রান্তে এক আম্র বৃক্ষের তলে বেদনোরাধিপতি মুকুন্দ দাস রাঠোর তাঁহার সহসৈনিকগণের একত্রিত কম্বল স্তুপের উপর শয়ান। মোগল গুলি তাঁহার ফুস্‌ফুস্ ভেদ করিয়াছে। রাঠোর বীর মধ্যে মধ্যে হাঁফাইয়া উঠিতেছেন তাঁহার মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছে। চারিদিকে তাঁহার রাঠোর কুলোদ্ভব অধিনায়কবৃন্দ মহাশোকে অধীর হইয়া মাটিতে বসিয়া। মশালের আলোক মুমূর্ষুর পাণ্ডুবর্ণ রক্ত হীন মুখের উপর পড়িল। মুকুন্দদাস পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলেন। ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখ হইতে বাহির হইল। ক্ষীণস্বরে রাঠোর বলিলেন,

"কৈ? শ্রীজী—অমর সিংহ—কৈ? আসিলেন না ত! আমি ত আর অধিকক্ষণ থাকিব না। মৃত্যু সময়ে আর একবার দেখিয়া যাইতাম আঃ!—বুকের ভিতর অগ্নি জ্বলিতেছে!"

এমন সময়ে অমর সিংহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মহারাণা ও যোগীরাজ মুমূর্ষ মুকুন্দদাসের

নিকট গেলেন। মুকুন্দদাস উঠিতে চেষ্টা করিলেন। মুখ হইতে রুধির স্রোত দ্বিগুণ তেজে ছুটিল। [illegible] রাঠোরের [illegible] নিজ [illegible] ধরিয়া, বারম্বার তাঁহার শীতল হস্ত দ্বয়কে নিজহস্তে প্রপীড়িত করিলেন। অনেক ক্ষণ পরে রাঠোর একটু সুস্থ হইলেন। ক্ষীণস্বরে বলিলেন,

"অমর সিংহ! আমাদের মৃত্যুতে দুঃখিত হইও না। রণশয্যায় প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা রাজপুতের পক্ষে সুখের মরণ আর কি আছে? কিন্তু আমাদের জন্য পিতার পথ হইতে বিচলিত হইও না। জীবন যায়, সম্পদ যায়, কিন্তু গৌরব ও নিষ্কলঙ্ক নাম, চিরকাল থাকে। তুর্কের সহিত যুদ্ধ—শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ—জয় জয়!"

এবং মুমূর্ষু রাঠোর "জয়! জয়!" হাঁকিতে হাঁকিতে বহুল পরিমাণে রক্ত উদ্গীরণ করিলেন। সমস্ত শরীর একবার কম্পিত হইল, এবং পরক্ষণেই সমস্ত স্থির হইল। প্রভুর হস্তে হস্ত রাখিয়া, প্রভুর বক্ষে মস্তক রাখিয়া স্বদেশের জন্য, স্বামী ধর্ম্মের জন্য, রাঠোর বীর সেই রণক্ষেত্র হইতে ভানুলোকে যাত্রা করিলেন। অমর সিংহের গণ্ড বহিয়া দুই বড় বড় বিন্দু অশ্রু পড়িল। সেখান হইতে উঠিয়া অমর সিংহ শিবিরে ফিরিলেন। যোগীরাজ অনির্দ্দিষ্টরূপে সেই মহা শ্মশানে বেড়াইতে লাগিলেন।

অবশেষে ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমজ্জিত হইয়া যোগীরাজ আসিয়া একটী তোপের উপর বসিলেন। চারিদিকে অশ্ব ও মনুষ্য শব। এই খানে রুমী খাঁ ও লোদী সেই দিনের তুমুল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মৃত রাজপুত ও মৃত মুসলমান, হিংসার দৃঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরকে আলিঙ্গিত করিয়া, ধরিত্রী বক্ষে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত। দন্ত নিষ্পীড়িত, মুখে প্রতিহিংসার ভয়ানক ভাব, হস্তমুষ্টিবদ্ধ, মুসলমান ও হিন্দু স্তুপাকারে চতুর্দ্দিকে পড়িয়া। মৃত অশ্ব ও মৃত আরোহী এক সাধারণ ভূশয্যায় শয়ান। এই খানে যাঁহারা পড়িয়া তাহাদের কেহই গুলি কি তীরে আহত হয় নাই—সকলেই বরচী কিম্বা তলবারের প্রহারে মরিয়াছে। চারিদিকে রাজপুত শবে বেষ্টিত এক জন নবীন উজবক্কা যোদ্ধা শত শত অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া এইখানে পড়িয়া।

উজবক্কা বীরের মুখে কেশ মাত্রের ও চিহ্ন নাই—বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হইবে না—একটী পতাকা দণ্ড দৃঢ় রূপে পৃষ্ঠের সহিত বদ্ধ—সাধের পতাকা যাহা রক্ষা করিতে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন শত্রুর দ্বারা অপহৃত হইয়াছে—দক্ষিণ হস্ত খাণ্ডার প্রপাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত, ঈশদ্বিভিন্ন ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে নিস্পীড়িত দশনরাজি দৃষ্ট হইতেছে, উষ্ণীশবিহীন মস্তকের বিলম্বিত কেশপাশ রক্তে আপ্লুত। যোগীরাজ ক্ষণালোকে এই মৃত বালকমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

———:*:———

"কাল ভৈরু।"

যোগীরাজ হঠাৎ এই বালকমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁহার মন হইতে অপসৃত হইল। সেই মূর্ত্তির দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। যোগীরাজের হৃদয় দর্পণে আর এক দিন প্রতিবিম্বিত হইল—আর এক বালক মূর্ত্তি জমীদারের বৈটকখানায়, জমীদারের অস্ত্রধারী অনুচর বর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, দর্পিত ভাবে প্রতাপান্বিত রঘুবরঘোষকে তুচ্ছ করিতেছে—এই ছবি প্রতিবিম্বিত হইল। যোগীরাজের হৃদয় বিপুল স্নিগ্ধ ভাবে পরিপূরিত হইল। তিনি উঠিলেন—মৃত উজবক্কার নিকট যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, প্রাণবায়ু বহুকাল নিস্ক্রান্ত হইয়াছে। যোগী নিশ্বাস ফেলিলেন। হঠাৎ কেন তাঁহার হৃদয় এরূপে বিচলিত হইতেছে? রণক্ষেত্রে মৃত মনুষ্যত তিনি কতই দেখিয়াছেন; তবে এই উজবক্কাবীরকে দেখিয়া আজি তাঁহার প্রাণ এত উতলা হইতেছে কেন? তাঁহার কঠোর ব্রত ত এখন উজ্জাপিত হয় নাই। সেই ব্রত উজ্জাপনে এরূপ কত বলি পড়িবে। আজি এ ভাব তাঁহার হৃদয়ে কেন? ইহা কেবল তাঁহার হীনতার পরিচায়ক। যোগীরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রুধিরাক্ত ত্রিশূলে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। আবার বিদ্যুৎ চমকিল। কড় কড় শব্দে একটী অশনি সম্পাত হইল। আবার সেই উজবক্কার স্বেতকান্তি মুখ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। যোগীরাজের হৃদয় হইতে সমস্ত কঠোরতা দূর হইল। অগ্রসর হইয়া যোগীরাজ শবের মুখোপরি নিকটস্থ এক মৃত সিপাহীর কম্বল টানিয়া ঢাকা দিলেন। পর ক্ষণেই হৃদয়ে এই নবাবিভূর্ত ভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও এই ভাবকে হৃদয় হইতে অপসৃত করিতে পারিলেন না।

ভীষণ গর্জ্জনে আবার মেঘ ডাকিল। ঘন ঘন অশনি সম্পাতের ভীম রোল চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইল। যোগীরাজের নয়ন ধাঁধিয়া চারিদিকে অপার্থিব উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া আবার ক্ষণপ্রভা চমকিল। সভয়ে যোগীরাজ সম্মুখে এক বিশাল মূর্ত্তি দেখিলেন। ক্ষণপ্রভারস্পষ্ট আলোকে সেই গৌরকান্তি গম্ভীর মুখশ্রী, সেই জটাজুট রাশি, সেই প্রশান্ত ললাটে দেদীপ্যমানা শশীকলা, সেই দীর্ঘ শ্বেতকান্তি বলিষ্ঠ বিশাল দেহ, পরিধানে সেই শার্দ্দুল চর্ম্ম, দক্ষিণ করে ভীষণ ত্রিশূল!—যোগীরাজ চিনিলেন! ভয়ে তাঁহার জানু যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। যোগীরাজ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। হাসিয়া সেই দেবাদিদেব মূর্ত্তি যোগীরাজের মস্তকে ত্রিশূল ছোঁয়াইলেন। যেন এক অপার্থিক সাহস যোগীর হৃদয়কে আশ্রয় করিল। কলে পরিচালিতের ন্যায় ইচ্ছা শূন্যাবস্থায় সেই মূর্ত্তির সমক্ষে যোগীরাজ উঠিয়া করযোড়ে দাঁড়াইলেন। প্রগাঢ়তম ভক্তিতে যোগীরাজের হৃদয় ভরিল। গভীরতম আহ্লাদে যোগীরাজের হৃদয় ভরিল। তাঁহার আত্ম যেন দেহপিঞ্জর হইতে বিমুক্ত হইয়া নীল নভোমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। গভীরতম আনন্দে, গভীরতম ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যোগীরাজ করযোড়ে সেই দেবমূর্ত্তির সমক্ষে বসিলেন—আশ্চর্য্যে দেখিলেন যেন সেই ঘোর অন্ধকার হঠাৎ আলোক পূর্ণ হইয়াছে প্রশান্ত নীল নভোমণ্ডলে সুধাংশু আলোকসমুদ্রে ভাসমান! যোগীরাজ করযোড়ে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বানী হইল।

"চন্দ্রশেখর ঘোষাল! তোমার সময় উপস্থিত। পরশ্ব তোমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।"

যোগীরাজ কলেপরিচালিতের ন্যায় বলিলেন,

"যাইব! কিন্তু আমার ব্রত? ব্রত ত এখন উজ্জাপিত হয় নাই।"

যোগীরাজ সাহ্লাদে শুনিলেন।

"ব্রত উজ্জাপিত হইবে। কিন্তু তোমার দ্বারা হইবে না। বিধাতার হস্তে মনুষ্য একটী যন্ত্র মাত্র। যন্ত্র সংঘটিত কার্য্যে, যন্ত্রটী কারণ মাত্র। একটী কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে সহস্র সহস্র কারণ আবশ্যক। এই

মহাব্রতের উদ্ধারের জন্য তুমি একটী কারণ মাত্র। ইহার সংঘটন পক্ষে আরও সহস্র সহস্র কারণের প্রয়োজন। সেই কারণ গুলি এক্ষণে অনুপস্থিত। উপযুক্ত সময়ে সেই কারণ গুলি উপস্থিত হইবে এবং তখন তোমার মহাব্রত উজ্জাপিত হইবে। এই সংঘটনে তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তুমি আমার একজন প্রকৃত ভক্ত। তাই তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছি। বৎস! প্রস্তুত হও।”

যোগীর হৃদয় ভক্তি ও ভয়, আহ্লাদ ও প্রেমে আপ্লুত হইল। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া যোগীরাজ আবার বলিলেন,

“প্রভো! ভক্তবৎসল! আমি যাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু হিন্দুরাজ অমর সিংহকে শ্রীচরণে শপিলাম—”

যোগী আর কথা কহিতে পারিলেন না। সেই দেবমূর্ত্তির মুখে স্বর্গীয় হাসি! সেই হাসির প্রভাবে চারিদিক উজ্জলিত হইল। হাসির রশ্মি সমূহ সেই ঘোর অন্ধকারের নিবীড় তমসা ভেদ করিয়া যোগীর সমক্ষে স্বর্গরাজ্য খুলিয়া দিল। পার্থিব ভাব সমূহ—পার্থিব অভিলাষ সমূহ যোগীর হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। যোগীরাজ একাগ্র চিত্তে সেই দেবমূর্ত্তির ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে যোগীরাজ দেখিলেন সে দেবমূর্ত্তি আর তথায় নাই। আকাশে আর মেঘাড়ম্বর নাই। নির্ম্মল গগণে চন্দ্রমা হাসিতেছেন।

যোগীরাজ সেই বৃষ্টিশিক্ত, রুধিরাক্ত ভূমি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর আর্দ্র ও বেদনাময়। যোগীরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ত্রিশূলে ভর করিয়া কষ্টের সহিত সেতুর দিকে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় আর পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর নাই। হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সাগ্রহ চিত্তে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, “ভক্ত বৎসল! দয়াময়! অমর সিংহের কোন অশুভ ঘটিবে না ইহা তোমার হাসিতে বুঝিয়াছি! কিন্তু আমার আরও একটী নিবেদন আছে। আমার প্রসন্ন—” যোগীর মুখ হইতে কথা আর শ্রুত হইল না। কেবল মাত্র ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইল—নয়ন হইতে সেই কঠোর গণ্ডদ্বয় বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

উনপঞ্চাশত পরিচ্ছেদ।

শিবিরে।

I will lay on for Tusculum,
And lay thou on for Rome!
Lays of ancient Rome.

প্রভাত হইল। মহারাণার তাম্বু হইতে ঘন ঘন নাগরা বাজিয়া সমস্ত সামন্ত বর্গকে সভায় আহুত করিল। একে একে সকলে আসিয়া স্ব স্ব স্থানে বসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আহত। মহারাণা একবার চারি দিকে চাহিলেন। সামন্তবর্গের মধ্যে পাঁচ ছয় জনকে অনুপস্থিত দেখিলেন। সেই পাঁচ ছয় জন আর কখন রাজ-দরবারে উপস্থিত হইবেন না জানিয়া মহারাণার ওষ্ঠাধর একবার ঈশদ্বি-কম্পিত হইল। পরক্ষণেই সেই মানসিক আবেগকে জয় করিয়া মহা-রাণা বলিলেন,

"ঠাকুরবর্গ! এতদূর পর্য্যন্ত ত আমদের জয় হইয়াছে। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? খুরম প্রায় একাকী আজমীরে পলায়ন করিয়াছেন। খাঁ জাহান লোদী ও আবদুররহীম খাঁ তাঁহাদের ভগ্ন সেনা লইয়া অন্তল দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদের পরামর্শ কি?"

যোগীরাজ বলিলেন, "আমার পরামর্শ অন্তল আক্রমণ করা।"

মহারাণা। "অন্তল আক্রমণ করিতে হইলে অবরোধ করিতে হয়, এবং নগর অবরোধ করিতে হইলে বড় তোপ চাই এবং অনেক সময় চাই। আমরা এই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে খুরম নূতন সেনাদল সংগ্রহ করিবার সময় পাইবেন।"

যোগীরাজ। "আমি অবরোধের কথা বলিতেছি না। কল্য হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দেখা যাউক। যদি তাহাতেই নগর অধিকার করিতে পারা যায় তাহা হইলে ভালই। আর তাহা না হইলে কতক সেনা অন্ত-

লের অবরোধ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া বক্রী লইয়া খুরমের অনুসরণ করিলেই ভাল হয়। এক্ষণে মহারাজের ও ঠাকুরবর্গের যে মত।"

যোগীর প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। তখন বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ বলিলেন, "মহারাজ! আমার এক নিবেদন। অন্তলের আক্রমণে 'হোরোল' হইবে কাহারা?"

শালুম্ব্রা। "চন্দাবৎকুল।"

শক্তাবৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অসি নিষ্কোশিত করিলেন, বলিলেন, "রাবৎজী! আজি এবিষয়ের একটা শেষ নিষ্পত্তি হইয়া যাউক। তাম্বুর বাহিরে আসিতে আজ্ঞা হউক; আপনাতে আমাতে আজি এ বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি করিব। আমরা উভয়েই বৃদ্ধ। আপনি চন্দাবৎকুলের পতি, আমি এই শিবিরে শক্তাবৎকুলের নেতা! মহা সতীয়ান কি আন *! আজ যাহা হয় একটা করিতেই হইবে।"

শালুম্ব্রাও ওদিকে উঠিয়া অসি নিষ্কোশিত করিলেন। এবং উভয় সামন্ত শিবির হইতে বাহির হইতে যাইতেছেন এমন সময় মহারাণা অমর সিংহ বলিয়া উঠিলেন।

"ঠাকুরগণ! স্থির হউন! আমার হুকুম। আমি এবিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছি।"

শালুম্ব্রা। "এবিষয় ত স্থিরই রহিয়াছে। আমরা চিরকাল 'হেরোল' হইয়া আসিতেছি। এ বিষয়ে আমাদের অধিকার জন্মিয়াছে।"

মহারাণা। "আমার আদেশ গ্রহণ করুণ। যে কুল কল্য সর্ব্বাগ্রে অন্তল প্রবেশ করিবে তাহাদিগকেই 'হেরোল' প্রদত্ত হইবে।"

বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ মহারাণার নিষ্পত্তিতে সম্মত হইয়া তলবার কোষে রাখিলেন। শালুম্ব্রাপতিকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। সকলে "জয় অমর সিংহ! জয় বাপ্পারাবল" বলিয়া একবার হাঁকিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

সামন্ত বর্গ উঠিয়া নিজ নিজ তাম্বুতে গেলেন। শ্যাম সিংহ পথে যোগীরাজের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন।

---

* মহা সতীদিগের দিব্য!

"রাজ! আপনার সহিত একটু কথার প্রয়োজন ছিল।"

যোগীরাজ বলিলেন, "আমাকে কল্য এখান হইতে অতি গুরুতর কার্য্যে যাত্রা করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অদ্য হইতে আয়োজন করিতে হইবে। আপনার কি প্রয়োজন শীঘ্র বলুন।"

শ্যাম সিংহ লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "শীঘ্র বলিবার কথা নহে।"

যোগীরাজ অন্য মনে কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। শ্যাম সিংহ যোগীর উপর অত্যন্ত চটিয়া সেই খানে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শীষ দিলেন এবং তাহার পর নিজের তাম্বুতে গেলেন।

পঞ্চাশত পরিচ্ছেদ ॥

অন্তুল।

উদয়পুরের নয় ক্রোষ পূর্ব্ব দিকে চিতোরের পশ্চিমে এক অনুচ্চ পর্ব্বত শিখরে অন্তুল দুর্গ বিরাজিত। মধ্যে মধ্যে মীনারে শোভিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দ্বারা দুর্গটী রক্ষিত। দুর্গপ্রাচীরের চরণে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তিন দিক বেষ্টন করিয়া তীব্র বেগে ছুটিতেছে। চতুর্থদিকে দুর্গদ্বার। দুর্গের মধ্যদেশে দুর্গপতির গৃহ এবং সেই গৃহটী গড়খাই করা।

রাত্রির তৃতীয় যাম। গগণ পটে তারাদল উষার আগমন প্রতীক্ষায় ম্লানমুখী। এখনই দুর্গচরণে নদীবক্ষে প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। দুর্গ সন্নিকটে বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষে দুই একটা কাক দুই একবার চীৎকার করিয়া আবার নীরব হইয়াছে। প্রাচীরে প্রহরী অর্দ্ধ নিদ্রাতাবস্থায় বরচীর উপর ভর দিয়া হাই তুলিতেছে। দুর্গমধ্যে দুই এক গৃহে পরিচারিকারা উঠিয়া নিঃশব্দে নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। দুর্গরক্ষকের গৃহে খাঁ জাহান লোদীর ও আবদুররহীম খাঁর নিদ্রা নাই। তাঁহারা দুই জনে এক কক্ষে বসিয়া দেবীড়ের সংগ্রাম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। খাঁ জান বলিলেন। "আমারও ঐরূপ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরশ্ব দিন কি হইল? রুমী খাঁর অব্যর্থ তোপ ত কিছুই করিতে পারিল না।"

আবদুররহীম। "তাই বলিয়াই যে তোপ দ্বারা কোন কার্য্য হয় না একথা সঙ্গত নহে।"

লোদী। "মানুষের হৃদয় অপেক্ষা জগতে আর কিছুই অধিক বলবান নাই। তোপ বল, বন্দুক বল, দুর্গ বল, সমস্তই মানব হৃদয়ের নিকট পরাজিত হয়। বাহুবলও হৃদয়ের বলের নিকট পরাজিত হয়।"

লোদী শ্যাম সিংহের সহিত সংগ্রাম স্মরণ করিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখ সেই চিন্তায় অন্ধকার হইল। আবদুররহীম খাঁ এমন সময়ে বলিলেন; "তা তুমি যাহা বলিলে তাহা অনেকটা সত্য স্বীকার করি। কেবল বিজ্ঞানের বলে, অর্থাৎ নীতিবল ব্যতীত, একটা জাতিকে অধীনে রাখা যায় না। আফ্লাতুনের দেশে বিজ্ঞানের ত আর ন্যূনতা ছিল না, কিন্তু সেই রূম রাজ্য মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইল কেমন করিয়া? আবার দেখ তখনকার মুসলমানরা একেবারে মূর্খ ছিল! কেবল হৃদয়ের ও নীতির বলে মাত্র। তা আমি যে এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলাম তাহাত তুমি শুনিতেছ না, অন্য মনে কি ভাবিতেছ।—আইস এক বাজি দাবা খেলা যাউক।"

আবদুররহীম দাবার বল সাজাইলেন। লোদী ও নীরবে খেলিতে বসিলেন। এই সময়ে অন্তল দুর্গের বাহিরে কতকগুলি লোক জাগ্রত ছিল। চন্দাবৎকুল ও শক্তাবৎকুল অন্তল আক্রমণ করিবার জন্য নিঃশব্দে সুসজ্জ হইতে ছিল।

নিঃশব্দে সজ্জিত হইয়া শক্তাবৎকুল মহারাণার শিবিরের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। হস্তীপৃষ্ঠে বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ আসিয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। নিঃশব্দে, দ্রুত পাদবিক্ষেপে শক্তাবৎ বাহিনী বৃক্ষের ছায়া তলে সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রেত দলের ন্যায় অন্তলের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের নায়ক হস্তীপৃষ্ঠে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্যাম সিংহ আসিয়া হস্তীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং হস্তীতে আরোহণ করিয়া বালকৃষ্ণের নিকট বসিয়া বলিলেন।

"আমরা ত মই আনিলাম না দুর্গ প্রাচীরে উঠিব কেমন করিয়া?"

বালকৃষ্ণ। "আমার হস্তী অন্তলের সিংহদ্বার ভাঙ্গিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু আমিত পথ চিনি না, পৌঁছিব কি প্রকারে?"

শ্যাম। "সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি চিনি এবং আজ্ঞা হইলে সেনাগণকে আমি তথায় লইয়া যাইতে পারি।"

বালকৃষ্ণ। "পারিবে? বহুত আচ্ছা মেরা ভাই! তুমি তাহা হইলে সেনা দলের আগে আগে যাও।"

শ্যাম। "তাহা হইলে আমাকে ঘোড়ায় যাইতে হয়।"

বালকৃষ্ণ। "আচ্ছা তাই সই।"

শ্যাম সিংহ শীষ দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অভয়া সিংহ তাঁহার ঘোড়া লইয়া অশ্বারোহনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যাম শক্তাবৎ অগ্রজকে সেলাম করিয়া ঘোড়ায় উঠিলেন এবং অভয়া সিংহের সহিত সেনাগণের আগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যাম ও অভয়া দুইজনে নীরবে চলিতে লাগিলেন। মেঘরাশির মধ্য হইতে চন্দ্রমা বাহির হইয়া, চারিদিকস্থ বৃক্ষপল্লব ও লতা গুল্মাদিকে তরল রজতে স্নাত করিতে লাগিলেন। সেই শুভ্র চন্দ্র কিরণ, অভয়া সিংহের মুখোপরি পতিত হইল। শ্যাম সিংহ তাঁহার দিকে চাহিলেন। বিপুল স্নেহে অভয়া সিংহের সুন্দর মুখশ্রী আপ্লুত হইল। শ্যাম সিংহ চিনিলেন। হঠাৎ অভয়া সিংহের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সাশ্চর্য্যে শ্যাম বলিলেন।

"তুমি!—তুমি কেন এখানে?"

অভয়া কোন কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক শ্যামের স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িল। শ্যামের গণ্ডদেশে তাঁহার গণ্ডদেশ লাগিল। শ্যাম সাগ্রহে আবার বলিলেন,

"তুমি কেন এখানে প্রসন্ন?

প্রসন্ন চকিতের ন্যায় চারি দিকে চাহিলেন। তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিলেন,

"প্রিয়তম! এখানে নাম করিও না।"

শ্যাম। "যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে তুমি কেন? যদি কোন বিপদ ঘটে।"

প্রসন্ন দর্পিতভাবে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন,

"অভয়া সিংহ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে। মেবারের রাজ যোগীর কন্যা ভয় করিতে জানে না।"

শ্যাম সিংহ নীরব হইলেন। যোগীদুহিতার করপদ্ম লইয়া অপনার হৃদয়ে ধরিলেন এবং পরক্ষণেই বলিলেন,

"ঐ ত সম্মুখে অন্তল। দাদাকে সংবাদ দিতে হয়। এখনই ত আরম্ভ হইবে। আমার অনুরোধ তুমি পশ্চাতে থাকে।"

প্রসন্ন। "ছি! ছি! অভয়া সিংহ কি যুদ্ধকালে পশ্চাতে থাকিতে পারেণ!-আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।"

শ্যাম আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অশ্ব হইতে নুইয়া যোগী বালাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন, মুখে মুখ দিয়া সাগ্রহে চুম্বন করিলেন, এবং পর ক্ষণেই বালকৃষ্ণ শক্তাবতের হস্তীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে অন্তল সম্মুখে।

বালকৃষ্ণের আদেশ মত শক্তাবৎ বাহিনীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিনায়কগণের মুখ হইতে "খাড়া হো যাও!" অনুজ্ঞা অস্ফুট স্বরে ব্যক্ত হইল। শক্তাবৎ সেনা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগের নায়কের হস্তী আসিয়া তাহাদিগের আগে আগে চলিতে লাগিল, শক্তাবতেরা আবার চলিল।

বালকৃষ্ণের হস্তী আসিয়া অন্তলের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল, প্রাচীর হইতে প্রহরী হাঁকিল "কোন হ্যায় রে?" শ্যাম সিংহ পর্য্যানোপরি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হস্তে ধরিয়া, প্রহরীর প্রতি, বরচা নিক্ষেপ করিলেন। চীৎকার করিতে করিতে প্রহরী পড়িয়া গেল। তখন শক্তাবতের নাগরা জয় গর্জ্জণে গর্জ্জিয়া উঠিল। শক্তাবতের হস্তী, দ্বারে মস্তক রাখিয়া দ্বার ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল, পারিল না—দ্বারের কবাটে তীক্ষ্ণ ধার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহ কাঁটা বসান! হস্তী মস্তকদ্বারা কবাট ঠেলিতে পারিল না। এদিকে দুর্গমধ্যে বাদসাহী নাগরা ঘন ঘন বাজিতেছে। ক্রমশঃ বাদসাহী শিপাহীরা দলে দলে আসিয়া প্রাচীরে উঠিয়া শক্তাবৎদিগের প্রতি গুরুভার প্রস্তর ও তীর, গুলি ও বর্ষা নিক্ষেপ করিতেছে, খাঁ জাহান লোদী ও আবদুররহীম খাঁ আসিয়া বাদসাহী সেনাগণকে উৎসাহিত করিতেছেন। শক্তাবতের সম্মুখ গতি প্রতিরুদ্ধ হইল। শক্তাবতের অনুচরবর্গ চারিদিকে পড়িতে লাগিল। শক্তাবৎ নায়ক চিন্তিত হইলেন।

এমন সময়ে যোগী পায়েগার কতক তীরন্দাজ রাজ যোগীর অধীনে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। বালকৃষ্ণ শক্তাবৎ চীৎকার শব্দে যোগীরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রাচীরোপরি মোগল সেনাগণকে বিতাড়িত করিতে অনুরোধ করিলেন। যোগীরাজ তাঁহার

তীরন্দাজ দল লইয়া অগ্রসর হইলেন। সন্ সন্ রবে যোগীদের তীর রাশি প্রাচীরোপরি মোগল সেনার উপর পড়িতে লাগিল। ইত্যবসরে বালকৃষ্ণ শক্তাবতের হস্তী অগ্রসর হইয়া দুর্গদ্বার ভাঙ্গিতে আবার চেষ্টা করিল। যোগীদের তীরে অস্থির হইয়া মোগল তীরন্দাজ ও বন্দুকচীগণ প্রাচীর ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। কেবল মাত্র আবদুররহীম খাঁ ও খাঁ জাহান লোদী প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান, যোগীদের তীর অবিরামে চলিতেছে। চড় বড় শব্দে মুসলমান যোদ্ধা দ্বয়ের অভেদ্য বর্ম্মে তীর পড়িতেছে কিন্তু বর্ম্ম ভেদ করিতে পারিতেছে না। "আল্লাল্লা, মহম্মদ রসুলাল্লা! —এলাহ!" রবে লোদী হাঁকিলেন এবং একটী শাবল লইয়া প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া নীচে বাল কৃষ্ণ শক্তাবতের মস্তকোপরি ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। শক্তাবৎ যোধ আসন্ন বিপদ পাতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া হস্তীকে উৎসাহিত করিতেছেন। শ্যাম সিংহ ও যোগীরাজ চীৎকার শব্দে তাঁহাকে সতর্ক করিলেন। বালকৃষ্ণ শুনিলেন না। তখন শ্যাম সিংহ পর্য্যানোপরি আর একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বরচী নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ তেজে প্রক্ষিপ্ত বরচী আবদুলরহীম খাঁর দক্ষিণ হস্ত বিদ্ধ করিল। লোদী ফিরিলেন, ভগ্ন প্রাচীর দুলিতেছে। লোদী উদ্বিগ্ন চিত্তে বন্ধুর দিকে চাহিলেন। আবদুলরহীম খাঁ হাসিলেন লোদী ফিরিয়া প্রাচীরের উপর আবার বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বালকৃষ্ণ শক্তাবতের হস্তী আবার ফিরিল। তখন বজ্রনাদে ভগ্ন প্রাচীরখণ্ড ভূতলে পড়িল। এমন সময়ে দুর্গ প্রাচীরের অপর দিক হইতে "হেরোল চান্দাবৎ কী! জয়! জয়! জয়!" রবে সিংহনাদ হইল।

একপঞ্চাশত পরিচ্ছেদ।

অন্তুল জয়।

ওদিকে চন্দাবৎকুল মহারাণার শিবির হইতে বাহির হইয়া নৈশ অন্ধকারের মধ্যে অন্তুলাভিমুখে যাত্রা করিল। রাম সিংহ তাঁহার সেনাগণকে মই লইয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু পথ না জানাতে শালুম্ব্রা ও তাঁহার চন্দাবৎ সেনা ভ্রম ক্রমে একটা বিলের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন ইহাতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। এমন সময়ে তাঁহারা অন্তুলের এক রাখালকে পাইলেন এবং তাহার দর্শিত মতে শীঘ্র আসিয়া দুর্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখন গগণে উষার উদয় হইয়াছে এবং শক্তাবতের আক্রমণে শত্রু সতর্ক হওয়াতে প্রাচীরে মোগল সেনা সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাচীরে মই লাগাইয়া শালুম্ব্রা নিজে সর্ব্বাগ্রে উঠিতে গেলেন; পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার অনুচর বর্গ উঠিতে লাগিল। মোগল বন্দুকচীদিগের গুলিতে আহত হইয়া শালুম্ব্রা তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন—তাঁহার অদৃষ্টে হেরোলের নায়কত্ব করা বিধাতা লিখেন নাই! শালুম্ব্রা মরিলেন। তখন রাম সিংহ অগ্রসর হইয়া চন্দাবৎ কুলের নায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। মৃত চন্দাবৎ কুলেশ্বরের দেহ দৃঢ় রূপে চাদরে বান্ধিয়া রাম সিংহ তাহা পৃষ্ঠোপরি লইলেন—বরচী হস্তে সেই গুলি বৃষ্টি ও তীর বৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রাচীর শিখরে উঠিলেন বজ্রতেজে বরচী চালাইয়া সম্মুখস্থ সমস্ত বাধা কাটিয়া প্রাচীর শিখরে ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎই চাদরে আবদ্ধ শালুম্ব্রাপতির মৃত দেহ পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া অন্তুল দুর্গের মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চীৎকার শব্দে "হেরোল চন্দাবৎকী জয়! জয়! জয়!" বলিয়া হাঁকিলেন। তাঁহার সেনাগণ হাঁকিতে হাঁকিতে তাহাদের মহাকায় নায়কের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাচীরে উঠিয়া বিদ্যুৎতেজে মোগল দিগকে আক্রমণ করিল।

"হরোল চান্দবৎকী! জয়! জয়! জয়!" এই শব্দ বালকৃষ্ণ শক্তাবতের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। প্রাচীন শক্তাবৎকেশরী হস্তী হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক দ্বারের লৌহ কাঁটার উপর পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন, মাহুতকে বলিলেন,

"আমার শরীরের উপর হস্তীর মাথা রাখিয়া ঠেলাও। কাঁটাগুলা হাতীর মাথায় লাগিবে না। তাহা হইলেই অচিরাৎ দ্বার ভাঙ্গিবে।" মাহুত ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শক্তাবৎবীর আবার বলিলেন, "হুকুম তামীল কর—শীঘ্র। চন্দাবতের সিংহনাদ শুনিতে পাইতেছ না?" এবং হস্তস্থিত বরচী লক্ষিত করিয়া মাহুতকে মারিতে উদ্যত হইলেন। মাহুত প্রাণভয়ে শক্তাবৎ নায়কের আদেশ পালন করিল। মড় মড় মড়ে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তাহাদের নায়কের মৃত দেহের উপর দিয়া শক্তাবৎ বাহিনী ভীষণ আর্ত্তনাদে অন্তল প্রবেশ করিয়া শত্রুর রণে অগ্রসর হইল।

দলে দলে মোগল সেনা পথি মধ্যে উন্মত্ত রাজপুত দিগের গতি রোধ করিতে চেষ্টা করিল। শ্যাম সিংহ বিহ্বলের ন্যায় মুমূর্ষু ভ্রাতার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রসন্নময়ী তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যুদ্ধ মধ্যে অগ্রসর হইলেন। সেই সুকুমার বাহু অনিবার্য্য তেজে শত্রু ব্যূহের মধ্য দিয়া পথ পরিষ্কার করিতেছে। সেই বংশীবৎ মধুর বামাকণ্ঠ নিঃসৃত সমরনাদ, অনুবর্ত্তী সেনা দলের হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিতেছে। কত কত শক্তাবৎ যোধ সেই সুবর্ণ কিরীট, সেই আনিতম্ব ঘন কৃষ্ণ কেশ পাশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে মনে করিতেছে যে আজ তাহাদের কুল দেবতা স্বয়ং আসিয়া তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। খাঁ জাহান লোদী এক দল সেনা লইয়া প্রসন্ন ও শ্যামের গতি রোধ করিলেন। উন্মত্তের ন্যায় যোগী দুহিতা পাঠানের প্রতি অস্ত্র প্রহার করিলেন। সেই প্রহার ফিরাইয়া লোদী শ্যামসিংহের প্রতি বরচী হাঁকিলেন। শ্যামসিংহ সেই মুহূর্ত্তে অপর একজন মুসলমান সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন, আসন্ন বিপদ্‌পাত বুঝতে পারিলেন না। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী একজন শক্তাবৎ যোদ্ধা পাঠানের প্রহার ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু, পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ প্রসন্নময়ী "জয়! জয়!" হাঁকিতে হাঁকিতে

অগ্রসর হইয়া লোদীর বরচীর সম্মুখে হাসিতে হাসিতে বক্ষ পাতিয়া দিলেন। পাঠানের অব্যর্থ অস্ত্র যোগীবালার বক্ষ ভেদ করিল। যোগী-কন্যাকে এই প্রকারে সাংঘাতিক রূপে আহত দেখিয়া লোদী হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে পথের অপর প্রান্ত হইতে ঘন ঘন শঙ্খনাদ ও দুন্দুভি ধ্বনি শ্রুত হইল। যোগী পায়েগা নমিত বল্লমে ধীরে ধীরে আক্রমণে অগ্রসর হইতেছে। হর! হর! বরচী দে! লোদীর সেনাদল অধীর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, এবং সেই পলায়নের স্রোতে লোদীকে সেখান হইতে লইয়া চলিয়া গেল।

যোগীকন্যা দৃঢ় রূপে চাদর দ্বারা ক্ষত বান্ধিয়া লইয়া দাঁড়াইলেন। শ্যাম সিংহ বুঝিতে পারিলেন না যে প্রসন্ন আহত হইয়াছেন ক্রমশঃ সেই সমর হুঙ্কার নিকট নিকটতর আসিতে লাগিল। সেই বিজয়ী সিংহনাদে যোগীবালার গণ্ডদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। "বোম্! বোম্! আর্য্যের উদ্ধার দুষ্টের দমন!" এবং যোগী পায়েগা লক্ষিত বল্লমে সত্বরে অগ্রসর হইল। নিকটস্থ এক বাটীর গবাক্ষ হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত হইল—একটী বন্দুক আওয়াজ হইল এবং যোগীরাজের বক্ষে গুলি আসিয়া লাগিল। যোগীরাজ একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন, পরক্ষণেই শত্রুর দিকে সম্মুখ ফিরিয়া ত্রিশূল আস্ফালন করিয়া জয়! জয়! হাঁকিতে হাঁকিতে ভূতলে পড়িলেন। প্রাণবায়ু সেই তেজঃপুঞ্জ দেহ হইতে অপসৃত হইয়াছে! সেই লোহিত রণে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত ও মোগলের মধ্যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর ঘোষাল ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

প্রসন্নময়ী পিতার বিয়োগে অধীরা হইয়া শরীরের সমস্ত বল একত্র করিয়া পিতৃহন্তার প্রতি বরচী নিক্ষেপ করিলেন। বিদ্ধ হইয়া মুসলমান দ্বিতল হইতে ভূমিতে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ যোগী দিগের দ্বারা নিহত হইল। তখন প্রসন্ন আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, ভূতলে শুইয়া পড়িলেন। শক্তাবৎ ও যোগী শত্রুর সহিত যুঝিতে যুঝিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল। কেবল মাত্র শ্যাম সিংহ ব্রাহ্মণ কণ্যার মস্তক অঙ্কে ধরিয়া সেই রুধিরাক্ত ভূমিতে বসিয়া রহিলেন। স্নেহ গদ গদ স্বরে যোগীবালা বলিলেন,

"আমার শ্যাম !—আমার !—আমার !"

নীরবে, সাশ্রু চক্ষে, শ্যাম সিংহ সেই স্পন্দহীন দেহলতা বারম্বার হৃদয়ে ধরিলেন, সেই ওষ্ঠাধর বারম্বার চুম্বন করিলেন।—"ঊর্ম্মিলার সহিত দেখা হইল না। আমি গেলে ঊর্ম্মিলাকে ভাল বাসিও, শ্যাম আমার।—ঊর্ম্মিলা একটী রমণীরত্ন।"

শ্যাম কথা কহিতে পারিলেন না। দর দর ধারে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইয়া মমুর্ষু প্রসন্নময়ীর মুখ খানিকে শিক্ত করিতে লাগিল। তখন শ্যামের মুখে হাত দিয়া যোগীকন্যা আবার বলিলেন,

"কাঁদ কেন? ভানুলোকে আবার সাক্ষাৎ হইবে। কাঁদিওনা। তুমি কাঁদিলে আমার হৃদয়ে বড় লাগে। আমার শ্যাম—আমার! আমার! আমাকে মধ্যে মধ্যে মনে করিও। ঊর্ম্মিলাকে বলিও আমাকে মনে করিতে।"

সেই সুন্দর দেহলতা একবার ঈশদ্বিকম্পিত হইল। যোগীবালা একবার নিঃশ্বাস ফেলিলেন। চক্ষু নিমীলিত হইল—প্রাণবায়ু নিঃশব্দে বাহির হইল। শ্যামসিংহ সেই শব অঙ্কে ধরিয়া নিশ্চেষ্টের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যোগীকন্যার বক্ষ নিঃসৃত রুধির ধারা যাইয়া চন্দ্রশেখর ঘোষালের রক্তের সহিত মিশিল।

দ্বিপঞ্চাশত পরিচ্ছেদ।

শেষ।

দুনা দাতার,—
চৌগুনা যুঝার,—
খোরাষানী মুলতানী কা অগগল।

বাকরোলের শক্তাবৎ অধিপতি শিবিরে যাইয়া মহারাণাকে অন্তুল বিজয়ের সংবাদ দিলেন। মহারাণা ও তাঁহার সামন্ত দল আসিয়া বিজিত দুর্গে পৌঁছিলেন। চারি দিকে বিজয়ী সেনা দুর্গ ও নগর লুণ্ঠন করিতেছে। সোদী ও আবদুররহীমখাঁ রামসিংহের দ্বারা ধৃত হইয়া বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। পথিমধ্যে ঈশ্বরী চৌহান শ্যাম-সিংহকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার নিকট গেলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এখানে কি করিতেছ?"

পদম প্রমর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্যামসিংহ উত্তর করিলেন না। কেবল মাত্র অঙ্কস্থিত শবের দিকে দেখাইলেন। তাঁহার নির্ব্বাক শোকে ব্যথিত হইয়া দুরন্ত চৌহানের চক্ষে জল আসিল। প্রমর বীর ও দুঃখিত চিত্তে শ্যামকে হৃদয়ে ধরিলেন। তখন তাঁহার একদল সৈনিক আসিয়া যোগীও তাঁহার কন্যার শবকে সেখান হইতে লইয়া গেল। শ্যামসিংহ এরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে প্রমর সেই দিনই তাঁহাকে ভৈঁষরোর পাঠাইয়া দিলেন এবং অনেক দিন নিয়ত সেবা করিয়া ঊর্ম্মিলাসুন্দরী ভর্ত্তাকে আরোগ্য করিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর শ্যামসিংহ শক্তাবৎকে আর কেহ কখন হাসিতে দেখেনাই।

এই যুদ্ধের পর জাহাঙ্গীর সাহার সহিত অমরসিংহের সন্ধি স্থাপিত হইল। কিন্তু যবনের নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া অমরসিংহ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্র কর্ণ সিংহকে রাজ্যে বরণ করিলেন। পদম প্রমর, ঈশ্বরী চৌহান, রামসিংহ চন্দাবৎ মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের যুবরাজের সহিত দিল্লী যাইতেন বটে; কিন্তু তাহা তাঁহাদের বড় ভাল লাগিত না। পদমের পক্ষে দিল্লী যাওয়া বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না কারণ পৃথাদেবী ও উর্ম্মিলার সন্তানগণ তাঁহাকে ভৈঁষরোর হইতে ছাড়িয়া দিতে চাহিতনা।

যোগীরাজের ও প্রসন্নময়ীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অন্তলে সমাপন হইল বটে, কিন্তু ভৈঁষরোরগড়ে তাঁহাদের দুইটী সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইল; এবং উর্ম্মিলাসুন্দরী ও তাঁহার সন্তানগণ মধ্যে মধ্যে সেই মন্দিরদ্বয়কে ভক্তিভাবে পুষ্পাভরণে সাজাইতেন।

অমরসিংহ অন্তলে পৌঁছিয়াই মুমূর্ষু বালকৃষ্ণ শক্তাবতের নিকট গেলেন। শক্তাবৎবীর রাজাগমনে যেন পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন। মহারাণাকে অভিবাদন করিয়া তিনি বলিলেন,

দুনা দাতার,
চৌগুনা যুযার,
খোরাষানী মুলতানী কা অগ্‌গল।

অর্থাৎ দ্বিগুন দানে চতুর্গুণ কার্য্য পাওয়া যায়। এবং তৎক্ষণাৎই প্রাণত্যাগ করিলেন।